উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,১৮৩.৩৬ (-১৩৫.০৩)
নিফটি : ২৩,৬৫৪.৭০ (-৪.৩০)

ফলতায় বাড়ল ভোটের হার ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ৩৪° | ২৩° | ৩৪° | ২৪° | ৩৩° | ২৫° | ৩৩° | ২৩° |

গুলিতে ঝাঁঝরা পুলওয়ামার কুচক্রী ৭

মতামত প্রকাশে সরকারি 'লাগাম' সমাজমাধ্যমেও নিষেধাজ্ঞা ৫

শিলিগুড়ি ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 22 May 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 4

উত্তরের খোঁজে

## বিধানসভা যেন পঞ্চায়েত অফিস না হয়ে যায়!

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিজেপি ক্ষমতায় না এলে, বাংলার মানুষ জানতে পারত না, গোরু বিক্রি করে কত হিন্দুর সংসার চলে এই রাজ্যে।

বিজেপি ক্ষমতায় না এলে, বাংলার মানুষ বুঝতে পারত না, গোরু বিক্রি বন্ধ হলে মুসলমানদের থেকে হিন্দুদেরই সমস্যা বেশি এই রাজ্যে।

বিজেপি ক্ষমতায় না এলে, বাংলার মানুষ বুঝতেই পারত না, ১৪ বছরের কম বয়সি গোরুকে মেরে ফেলা বহুদিন নিষিদ্ধ। যেমন নিষিদ্ধ সরকারি কর্মী, শিক্ষক, ডাক্তারদের সরকারকে সমালোচনা করে কিছু লেখা বা বলা।

বিজেপি ক্ষমতায় না এলে, বাংলার মানুষ বুঝতে পারত না, কত শত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ রাতারাতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী হয়ে যেতে পারে।

যে কোনও সরকার ক্ষমতায় এলে প্রথম ছ'মাস মধুচন্দ্রিমার সময়। এই সময়টায় কেউ কোনও দোষ দেখবেও না। দেখা উচিতও নয়। বরং সবাই মিলে দু'হাত তুলে বলবে, *এরপর দশের পাতায়*

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ অস্থায়ী কর্মীদের

# এনজেপি-তে ফের দাদাগিরি

সাগর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** এনজেপি এলাকার ক্ষমতা দখল নিয়ে আগে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়তই অভিযোগ উঠত। ক্ষমতায় আসতেই এবারে বিজেপির বিরুদ্ধে একই অভিযোগ। পদ্ম নেতা বিশ্বজিৎ সাহা ওরফে বাবুর বিরুদ্ধে এনজেপি জংশনে থাকা বেসরকারি সংস্থার অফিসে ঢুকে 'দাদাগিরি'র করার অভিযোগ উঠেছে। বিশ্বজিৎ দলবল নিয়ে বৃহস্পতিবার ওই অফিসে যান। সংস্থার সাফাই সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা যাতে বিশ্বজিতের কথা মেনে চলেন সেজন্য তিনি তাঁদের হুঁশিয়ারি দেন। কথার খেলাপ হলে মেরে পিঠের ছাল তুলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এর জেরে ওই কর্মীরা ক্ষোভ জানান। তাঁরা সকলে বিজেপি করেন বলে জানান। কিন্তু কোনও নেতা এভাবে তাঁদের হুমকি দেবেন তা তাঁরা মানতে পারছেন না বলে ওই কর্মীরা সাফ জানিয়েছেন। তোলাবাজির জন্যই এমনটা করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্তদের দাবি।

স্টেশনে ঢুকে কর্মীদের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় বিজেপি নেতাদের একটি অংশ বেজায় ক্ষুব্ধ। তাঁর বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে বিশ্বজিতের দাবি। এলাকাকে ঠিকমতো রাখতে আরএসএস প্রভাবিত ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) থেকে তাঁকে মৌখিকভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্বজিৎ জানান। অন্যদিকে অভিযোগ, যাতে বিজেপির একাংশকে ধরে এনজেপি-তে তোলাবাজি অব্যাহত থাকে সেজন্য প্রসেনজিৎ নামে এনজেপির ত্রাস এক শ্রমিক নেতা তলায় তলায় সচেষ্ট হয়েছেন।

এনজেপি জংশন চত্বরে নানা কাজ চালানো জন্য একটি বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংস্থার তরফে এনজেপি'র সুপারভাইজার শম্ভুকুমার যাদব বলেন, 'অফিসে কাজ করার সময় বিশ্বজিৎ সাহার নেতৃত্বে জনা ৪০ জন ঘরে ঢুকে পড়েন। দলের তরফে তাঁকে এনজেপির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্বজিৎ জানান। কথা না শুনলে মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেওয়ার হুমকি দেন। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এসব হবে তা ভাবতেই পারছি না। তোলাবাজির জন্য এসব করা হচ্ছে।'

বিশ্বজিতের রক্তব্য, 'এখানে সংস্থাটির ১৪টি ইউনিট রয়েছে। তৃণমূলের কয়েকজন এখানে এই ইউনিটগুলি নিয়ে গোষ্ঠীবাজি করেছে। আমাদের মধ্যে বিভেদ

*নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার।*

সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। আমি কাউকে কোনও হুমকি দিইনি। বিজেপি কোনও জায়গার দখল নেয় না, তৃণমূল দখল নেয়। সবকিছু ঠিক রাখতে বিএমএসের তরফে আমাকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা দলের নেতারাও জানেন।' বিএমএসের এক রাজ্য নেতার অবশ্য স্পষ্ট বক্তব্য, 'আরএসএসের এক-দুজন এবং বিজেপির কয়েকজন মিলে এনজেপির থেকে টাকা তোলার পরিকল্পনা করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ মাসে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের বৈঠক রয়েছে। সেখানে বিষয়টি তুলে ধরা হবে।' বিশ্বজিৎকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি বলে তিনি জানান। পদ্ম শিবিরের কয়েকজন এই ঘটনায় বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে তাঁদের অসন্তোষের কথা জানিয়েছেন। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'আমাদের কোনও শ্রমিক সংগঠন নেই। বিশ্বজিৎ আমাদের শক্তিকেন্দ্রের প্রমুখ। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে মণ্ডল সভাপতির মাধ্যমে আমাকে জানাতে হবে।' কোনওভাবেই তোলাবাজি বরদাস্ত করা হবে না বলে তিনি স্পষ্ট করেন।

তৃণমূল আমলে এনজেপি জংশনকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ টাকার তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। ওই সংস্থায় নিজেদের সাফাইকর্মী ঢুকিয়ে কোনও কাজ না করেই নিয়মিতভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, দোকান বসানো থেকে হকারি করার কিংবা জংশন থেকে গাড়ি চালানোর জন্য তৃণমূল নেতাদের মোটা টাকা দিতে হত বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাটির ইনচার্জ কিশোর সাহানি বলেন, 'কাটমানির জন্য তৃণমূলের আমলে আমাকে মারধর কর হয়েছিল। আমার হাত ভেঙে যায়।' বিজেপির সরকারের সময়ও কি তাঁদের একইভাবে মারধর খেতে হবে বলে তাঁর প্রশ্ন।

## তিন দপ্তরের দুর্নীতিতে পদক্ষেপ রাজ্যের

**কলকাতা, ২১ মে :** সাসপেনশন, বিভাগীয় তদন্তের ধানাইপানাই নেই। সরাসরি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় এফআইআর। মূলত তিনটি সরকারি দপ্তরে দুর্নীতির গোড়া উপড়ে ফেলতে এই পদক্ষেপ। তাতে বেআইনিভাবে উপকৃত হয়েছেন যে উপভোক্তারা, তাঁদের পাশাপাশি দোষী সরকারি আধিকারিকদের নিশানা করা হচ্ছে। যে তিনটি দপ্তর ওই দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে- সেগুলি হল পঞ্চায়েত, খাদ্য এবং জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি।

শুধু চুনোপুঁটি ঠিকাদার বা ভুয়ো সুবিধাভোগীদের ধরে দায় সারা নয়। যে সরকারি আধিকারিকরা ঠান্ডাঘরে বসে দুর্নীতির ফাইলে চোখ বন্ধ করে সই করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করতে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি পঞ্চায়েত দপ্তরে। নজরে বাংলার আবাস যোজনা। পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও প্রভাবশালীদের মদতে বহু অযোগ্য লোক এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন বলে অভিযোগ।

- নজরে বাংলা আবাসের বেআইনি উপভোক্তা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের অফিসাররা
- র‍্যাশন কেলেঙ্কারিতে খাদ্য দপ্তরের অফিসারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ
- জল জীবন মিশনের নিশানায় ঠিকাদার ও জনস্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, যাঁরা বেআইনিভাবে ঘর হাতিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর তো হবেই, পাশাপাশি স্ক্রুটিনি না করে যে অফিসাররা এই অযোগ্যদের তালিকায় চোখ বুজে সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন, তাঁদেরও হাজতে পাঠানোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একই দাওয়াই র‍্যাশন চুরির আখড়া খাদ্য দপ্তরে। মৃত বা অস্তিত্বহীন লোকের ভুয়ো কার্ডে মাসের পর মাস র‍্যাশনের সামগ্রী তুলে খোলা বাজারে পাচার করার কোটি কোটি টাকার চক্র ধরে ফেলেছে নতুন সরকার।

এই চক্রে খাদ্য দপ্তরের যে ইনস্পেকটর বা উচ্চপদস্থ অফিসাররা যুক্ত ছিলেন, ফাইল চোখ বন্ধ করে পাশ করিয়েছিলেন, তাঁদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলে নবান্ন জানিয়ে দিয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের চিহ্নিত করে এফআইআর দায়ের হতে চলেছে শীঘ্রই। মুখ্যমন্ত্রীর নজরে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'জল জীবন মিশন'-এর দুর্নীতিও। *এরপর দশের পাতায়*

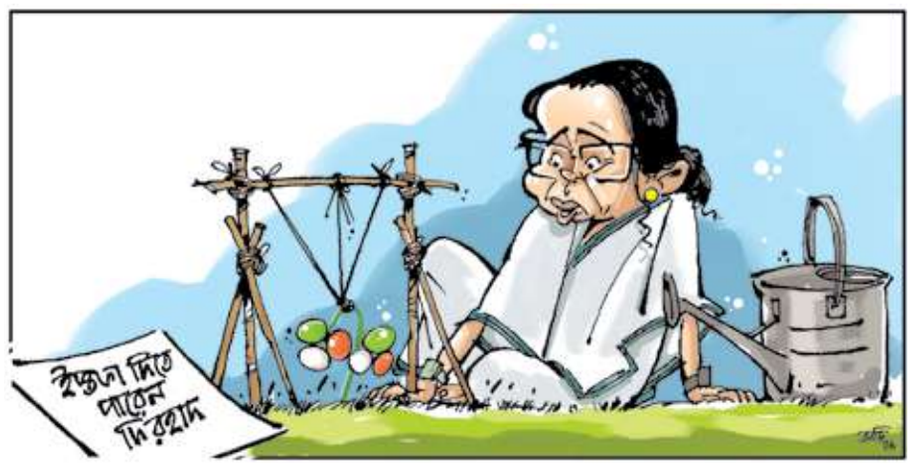


কোন জাদুমন্ত্রে ছোঁয়া যায় না খুনের আসামিকে?

# রাম রাজত্বেও অধরা প্রশান্ত

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

জোড়াফুল শিবিরের বিদায়ের পর রাজদণ্ড এখন পদ্ম শিবিরের হাতে। রাজ্য রাজনীতিতে ক্ষমতার অলিন্দে চেনা মুখের ভিড় বদলেছে, বদলেছে পতাকার রং আর গালভরা স্লোগান। কিন্তু স্বর্ণ কারিগর স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের মূল আসামি রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের প্রশ্নে সময় যেন এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কোন অলৌকিক ক্ষমতার বলে খুনের আসামি হয়েও তৃণমূল জমানায় ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে নীলবাতির গাড়ি চেপে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন প্রশান্ত। সরকার বদলের পরও তিনি গ্রেপ্তার হননি।

কোন জাদুমন্ত্রে বিজেপি জমানাতেও অধরা প্রশান্ত সে প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। আর এখানেই দানা বেঁধেছে রহস্য।

সুপ্রিম কোর্ট প্রশান্তর জামিনের আবেদন খারিজ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে বহুদিন থেকেই রয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। তারপরও ওই দাগি আসামিকে ছুঁতে কেন বুক কাঁপছে পুলিশের? কোন সেই গুপ্তমন্ত্র, যা দিয়ে প্রশান্ত পরম সুখে 'বশ' করে ফেলেছেন? রাজ্যজুড়েই এইসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলছে। এরমধ্যেই প্রশান্তর আরও একটি মিথ্যা সামনে এসেছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটের উলটো দিকের যে বাড়িতে প্রশান্তকে মাঝেমধ্যেই দেখা যায় সেই বাড়িটি তাঁর নয় বলেই পালানোর আগে দাবি করেছিলেন প্রশান্ত। কিন্তু ভূমি সংস্কার দপ্তরের তথ্য বলছে প্রশান্তর নামেই রয়েছে ওই জমি ও বাড়ি। মাটিগাড়া ব্লকের বড়মোহন সিং মৌজার ওই বাড়িটি ০.০৮ একর জমির উপর নির্মিত। ২০২০ সালের ৭ ডিসেম্বর জমির খতিয়ান তৈরি হয়েছে প্রশান্তর নামে (খতিয়ান নম্বর-১৩১১৩)

২০২৫-এর ২৬ ডিসেম্বর থেকে প্রশান্তর বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে। পুলিশের খাতায় তিনি 'পলাতক'। পুলিশ তাঁকে খুঁজে না পেলেও কখনও শিলিগুড়ির শিবমন্দির বাজারে, কখনও রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে, কখনও কলকাতার নিউটাউনের বাড়িতে দেখা গিয়েছে প্রশান্তকে। সম্প্রতি বাগডোগরা বিমানবন্দরেও প্রশান্তকে দেখেছেন অনেকেই। উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রশান্তর বাজার করার ছবিও প্রকাশিত হয়েছে। শুধু খুনের মামলাই নয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশনে (পিএসসি) নম্বর জালিয়াতি করে চাকরি পাওয়ার মতো দুর্নীতির অভিযোগও তাঁর পিঠে সেঁটে রয়েছে। কিন্তু মাথায় তৎকালীন শাসকদলের হেভিওয়েটদের হাত থাকায় কেউ পদক্ষেপের সাহস দেখায়নি। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর প্রশান্তর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ হবে- এমনটাই আশা করেছিলেন সাধারণ মানুষ। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বহু অভিযুক্ত আমলাকে বদলি করেছে, অনেককে গারদেও পুরেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে প্রশান্তর বেলায় এসে নতুন সরকারের রাডারও যেন বিকল হয়ে গিয়েছে। প্রশান্তকে নিয়ে নতুন সরকারের রহস্যময় নীরবতা নানা প্রশ্ন তুলেছে।

### অসীম ক্ষমতা

- সুপ্রিম কোর্টে জামিন খারিজ এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও স্বপন কামিল্যা হত্যা মামলার আসামি প্রশান্ত বর্মন অধরা
- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটের উলটো দিকের বাড়িটি নিজের নয় বললেও, সরকারি রেকর্ডে সেটি প্রশান্তর নামেই নথিভুক্ত রয়েছে
- পুলিশের খাতায় পলাতক হলেও শিলিগুড়ির বাজার, বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে শুরু করে নিউটাউনের বাড়িতে তাঁকে বহালতবিয়তে দেখা যাচ্ছে
- রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হলেও তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা কোনও বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়নি
- সাধারণের জল্পনা, দুই জমানারই গোপন রথী-মহারথীর কেলেঙ্কারির তথ্য প্রশান্তর হাতে থাকায় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করছে না

*প্রশান্ত বর্মনের নামে জমির নথি।*

যে দল বিরোধী আসনে থাকার সময় দুর্নীতি আর অপরাধের বিরুদ্ধে আকাশপাতাল এক করে গর্জন তুলত, তারা ক্ষমতায় বসার পর প্রশান্তকে নিয়ে চুপ কেন? কোন অদৃশ্য সুতোর টানে নতুন প্রশাসনও প্রশান্তর বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত লুকআউট নোটিশ জারি করতে পারল না? পলাতক আসামির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আইনি পদক্ষেপ কেন হল না? সেই প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের আমলাদের একাংশই। প্রশান্তর চাকরির বর্তমান স্ট্যাটাস কী? তিনি কি বিডিও হিসাবেই চাকরিতে বহাল আছেন? বেতন পাচ্ছেন কি? এসব নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের কোনও কতাই মুখ খুলছেন না। প্রশান্তর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত কেন হচ্ছে না? *এরপর দশের পাতায়*

# আইএসএলের রং লাল-হলুদ

## যন্ত্রণার অবসানে আলোর পথযাত্রী ইস্টবেঙ্গল

*ইস্টার কাশী-১ (আলফ্রেড)*
*ইস্টবেঙ্গল এফসি-২*
*(ইউসেফ ও রশিদ)*

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**কলকাতা, ২১ মে :** টুকরো টুকরো কত ছবি, আঁকা হয়ে যায় এ জীবনে...।

ম্যাচটা শেষ হতেই মাঠজুড়ে লাল-হলুদ ঢেউ! কেউ সবুজ ঘাসে গড়াগড়ি দিচ্ছেন তো কেউ আবার প্রণাম করছেন, কেউ আবার লাল-হলুদ জার্সিটাকেই পতাকা বানিয়ে ওড়াচ্ছেন। বৃহস্পতিবার যে এক জয়ের উড়ানে চেপে ওঁরাও পৌঁছে গিয়েছেন চাঁদের দেশে। ম্যাচ শেষ হতেই ইউসেফ এজেজ্জারি ও প্রভসুখান সিং গিলকে আবিরে আবিরে ভরিয়ে দিয়ে কাঁধে তুলে নিলেন ওঁরা।শেষবারের জাতীয় লিগ জয়ী দলের সদস্য এম সুরেশকেও দেখা গেল ওই আনন্দযজ্ঞে শামিল হতে। তবে একবারই সাপোর্ট স্টাফদের জড়িয়ে ধরার পরই আর দেখাই গেল না অস্কার ব্রুজোঁকে। হয়তো অভিমানে। কারণ, এদিনও গোল খাওয়ার পর তাঁর উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করেছেন সমর্থকরা। তবে ওসব নিয়ে আর তখন ভাবার সময় কোথায় তাঁদের? গোটা গ্যালারিই তো তখন নেমে এসেছে মাঠের মাঝখানে। র‍্যাফ, পুলিশ সবাই চেষ্টা করছেন বটে তবে ততক্ষণে ওঁরা এও বুঝে গিয়েছেন যে এই আবেগ কোনও শাসনে বেঁধে রাখা যায় না। লিওনেল মেসি ম্যাচে ছিল ক্ষোভের আগুন। আর এদিন আনন্দের। ট্রফি হাতে নেওয়ার আগেই গ্যালারিতে উঠে এল পোস্টার, 'আ থাউসেন্ড স্কারস, ওয়ান ইমমর্টাল ক্রাউন।' সঙ্গে শুধুই চিৎকার, 'ইস্টবেঙ্গল, ইস্টবেঙ্গল।'

উৎসবের শুরু তো এজেজ্জারির গোলে। ৭৩ মিনিটে মহম্মদ বসিম রশিদের গোলটা ছিল গোটা গ্যালারির জমে থাকা অনেক কষ্ট আর অপমানের জবাব।

*আইএসএল জেতার পর গ্যালারিতে ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের। বৃহস্পতিবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। -ডি মণ্ডল*

প্রচণ্ড দমবন্ধ করা এই গরমেও মলয় বাতাস তখন গোটা কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনজুড়ে। তবু এতবার তীরে এসে তরী ডুবেছে বলেই হয়তো শেষ বাঁশি না বাজা পর্যন্ত সমর্থকদের উচ্ছ্বাস বাঁধনহারা হল না। দেশের চার মাঠে চলছিল চার-চারটি ম্যাচ। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির সঙ্গে নজর ছিল পাঞ্জাব এফসি বনাম মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের দিকেও। কারণ, এই ম্যাচ ড্র হলে এবং মোহনবাগান হেরে গেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারত ওই ম্যাচের বিজয়ী। তবে এদিন ফুটবল দেবতা আর লাল-হলুদ সমর্থকদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিতে চাননি। প্রবল প্রতিপক্ষ আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর থেকে এটিকে মোহনবাগান নামে একবার এবং তারপর আরও দু'বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাওয়ার শোকটা ভোলার জন্য যে বড়ই দরকার ছিল যে এই চ্যাম্পিয়নশিপটা। যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছিল সেই আই লিগের সময় থেকেই যে। যার অবসান হল এদিন। তাই ম্যাচ শেষে যখন গ্যালারির ফেন্সিং টপকে মাঠে ঢুকে পড়েছেন শয়ে-শয়ে দর্শক তখন পুলিশও নীরব দর্শক। ওঁরাও বোঝেন, না পাওয়ার যন্ত্রণা কী! *এরপর দশের পাতায়*

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.
সাদা কে সাদা
কালো কে কালো
বলাই আমাদের ধর্ম
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

# পদ্মকে ছাপিয়ে যাত্রা ককরোচ পার্টির

**নাক সিটকানির অভিযোগ থেকে এই বিদ্রোহের জন্ম বলেই হয়তো দলের নামে ঠাঁই পেয়েছে আরশোলা শব্দটি। অন্য কেউ নন, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্যকে তাদের প্রতি তাচ্ছিল্য হিসাবে ধরে নেয় তরুণ প্রজন্ম।**

নবনীতা মণ্ডল

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** খোঁচা খাওয়া বাঘ ভয়ংকর হয়। জেন জেডও তাই। ভারতের আশপাশে সেই উদাহরণ অনেক। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল। একেবারে সরকার উচ্ছেদ করে ছেড়েছে তরুণ প্রজন্ম। ভারতে হঠাৎ ট্রেন্ডিং জেন জেড-এর উদ্যোগ। পাঁচদিনে সেই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন দেড় কোটির বেশি তরুণ। উদ্দেশ্য রাজনৈতিক কি না, স্পষ্ট নয়। কিন্তু তৈরি হয়েছে নতুন দল।

নামও অদ্ভুত দলের- ককরোচ জনতা পার্টি। ককরোচ ইংরেজি শব্দ। বাংলা অর্থ হল আরশোলা। যে পোকাকে দেখে সাধারণত মানুষ নাক সিটকোয়। নাক সিটকানির অভিযোগ থেকে এই বিদ্রোহের জন্ম বলেই হয়তো দলের নামে ঠাঁই পেয়েছে আরশোলা শব্দটি। অন্য কেউ নন, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্যকে তাদের প্রতি তাচ্ছিল্য হিসাবে ধরে নেয় তরুণ প্রজন্ম।

প্রধান বিচারপতি বেকারদের একাংশকে আরশোলার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর কথায়, কোনও পেশায় স্থান না পেয়ে তরুণরা সাংবাদিক, সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারী কিংবা তথ্য অধিকার কর্মী হিসেবে কাজ করে অন্যকে আক্রমণ করেন। ব্যাস, আর যায় কোথায়! প্রতিবাদে তৈরি হয় ককরোচ জনতা পার্টি। পাঁচদিনের মধ্যে যে সংগঠন সদস্য সংখ্যার নিরিখে পৃথিবীর বৃহত্তম দল বিজেপিকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

সমাজমাধ্যমে অভাবনীয় ভূমিকম্পের জেরে তৈরি 'ককরোচ জনতা পার্টি'-কে ঘিরে জেন জেডের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে ইনস্টাগ্রামে দলটির অনুগামীর সংখ্যা ১৮ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৮০ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। যেখানে ভারতের শাসকদল বিজেপির ফলোয়ার সংখ্যা এখনও ৮.৯ মিলিয়ন। এই উল্কাসম উত্থানের পর বৃহস্পতিবার ভারতে আচমকা বন্ধ করে দেওয়া হয় ককরোচ জনতা পার্টির এক্স অ্যাকাউন্ট।

তবে না দমে এক ঘণ্টার মধ্যে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে দলের পক্ষ থেকে লেখা হয়, 'ভেবেছিলেন আমাদের থেকে নিস্তার পাবেন? এটাই আমাদের ব্লক করার আসল কারণ!' যেখানে ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন গড়তে রাজনৈতিক দলগুলির দশকের পর দশক সময় লাগে, সেখানে স্রেফ মিম, কটাক্ষ আর তীক্ষ্ণ রসবোধে ভর করে ককরোচ পার্টির প্রবল ঢেউয়ে কার্যত হতভম্ব পদ্ম শিবির। শুধু নেটিজেন নন, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, কীর্তি আজাদ, সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব বা প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের মতো অনেকে এই দলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

*সৌজন্য : ওয়েবসাইট*

দলের ইস্তাহারেও রয়েছে প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের প্রতি তীক্ষ্ণ শ্লেষ। ইস্তাহারে দলটি নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিকের পাশাপাশি 'অলস' বলে দাবি করেছে। প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তব্য ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে পরে সাফাই দিলেও জেন জেড আর তাতে থেমে যায়নি। দলটির সদস্যপদ পাওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠিতে ঠাঁই দিয়েছে চরম ব্যঙ্গকে।

বলা হয়েছে, বেকার, অলস, সারাক্ষণ অনলাইনে থাকতে অভ্যস্ত ও পেশাগত ক্ষেত্রে *এরপর দশের পাতায়*

# মোরাঘাটে সাফারি অধরা

**গয়েরকাটা, ২১ মে :** প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা মোরাঘাটের জঙ্গল ঘিরে পর্যটনশিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। সেকথা মাথায় রেখেই মোরাঘাটে সাফারি পরিষেবা চালুর জন্য প্রকল্প তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেন মোরাঘাট রেঞ্জের আধিকারিকরা। কিন্তু বছর তিনেক পেরিয়ে গেলেও সেই প্রকল্পের অনুমোদন আসেনি। ফলে সাফারিও চালু করা যায়নি। আর তার ফলে মোরাঘাটে তৈরি হওয়া রিসর্টগুলিতে পর্যটকের দেখা পাওয়া যায় না। বরং সেইসব রিসর্ট এখন অসামাজিক কাজ চলে বলে অভিযোগ উঠছে। ঠিকঠাক নজরদারি না থাকায় রিসর্টগুলির অবস্থা এমন হয়েছে বলেও অভিযোগ। মূলত প্রশাসন, পুলিশ এবং বনকর্মীদের উদাসীনতার কারণেই এমন ঘটনা ঘটে চলেছে বলে অভিযোগ। তবে সাফারি পরিষেবা চালু করতে ফের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে বলে দাবি রেঞ্জ অফিসারের। যদিও পর্যটক টানতে আদৌ কবে সাফারি পরিষেবা চালু হবে, তা নিয়ে কোনও উত্তর মেলেনি।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মোরাঘাট রেঞ্জের চারটি বিট মিলিয়ে সাফারি পরিষেবা চালু এবং পর্যটনকেন্দ্র খোলা হবে বলে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী মোরাঘাট জঙ্গলে খুকলুং পার্ক সংস্কার করা হয়। এরইসঙ্গে এলাকায় বেশ কয়েকটি রিসর্ট গড়ে ওঠে। কিন্তু দেখা যায়, পর্যটকরা রিসর্টমুখো হচ্ছেন না। বরং সেইসব রিসর্টের কয়েকটিতে এখন অসামাজিক কাজ হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

ওই এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, প্রায়ই অচেনা মহিলাদের ভিড় দেখা যায় রিসর্টগুলিতে। এরইমধ্যে বাইক বা ছোট গাড়িতে লোকজন আসে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চলেও যায়। এনিয়ে রাভা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক তথা ঝাড় আলতা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রবি রাভা বলেছেন, 'অসামাজিক কাজকর্ম চলে এটা সত্যি। এর আগে অভিযান চালানো হয়েছে। কিন্তু সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। অভিযানের সময় আগে থেকেই কেউ জানিয়ে দেয় বলে সতর্ক হয়ে যায়। এতেই ধরা যায় না অনেক সময়ে। তবে বনকর্মী এবং পুলিশ অভিযান চালালে অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করা সম্ভব হবে।'



মোরাঘাট জঙ্গলে বনকর্মীদের নজরদারি। -ফাইল চিত্র

এদিকে খুকলুং পার্ক সংস্কার করলেও সেখানে পিকনিকের মরশুম ছাড়া ভিড় হয় না। এতে পর্যটনশিল্পের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত মোরাঘাট জঙ্গল এলাকার উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। এনিয়ে মোরাঘাট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার চঞ্চল ভট্টাচার্য বলেছেন, 'সাফারি পরিষেবা চালু করতে ফের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। আর অসামাজিক কাজকর্মের বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে জানানো হবে।'

# থানায় স্বপ্না

**জলপাইগুড়ি, ২১ মে :** গত ১৫ মে অ্যাথলিট তথা রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মন, তাঁর বাড়িতে আগুন লাগানো সহ নানা অভিযোগ এনে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু তারপর থেকে পাঁচদিন কেটে যাওয়ার পরও, পুলিশ এখনও তাঁকে কিছু জানায়নি বলে বৃহস্পতিবার বিকেলে কোতোয়ালি থানায় গিয়ে তদন্তের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন স্বপ্না। এদিন থানা থেকে বেরোনোর সময় স্বপ্না বলেন, 'পুলিশ তদন্ত করছে। বেশকিছু কথা হয়েছে। সময় হলে তদন্তের রিপোর্টের ব্যাপারে আপনাদের জানানো হবে।' এছাড়াও স্বপ্না জানান, ওই রাতের ঘটনার পর তাঁর এলাকায় পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।


**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
**e-N.I.T. No. 01 OF 2026-27 of A.E./P.W.D./SCSD I**
**Tender ID:-2026_WBPWD_5014266_1**
Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub-Division-I, Bagdogra from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.T. Bid submission start Date : 20.05.2026 from 18:55 Hrs. Bid submission end Date : 01.06.2026 upto 14:00 Hrs (Online). Details of N.I.T. & other Tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Islam, Assistant Engineer, P.W.D., Siliguri Construction Sub-Division-I, Bagdogra. ICA-T8316(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
The Executive Engineer, North Bengal Construction Division, PWD, Siliguri, on behalf of the Governor of West Bengal invites e- Tender for One nos. work, details of which may be had from the office of the undersigned on working days during the office hours or on website: https://tenders.wb.gov.in or at www.pwdwb.in NIQ Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIQ/18/2026-2027 NIQ ID: 2026_WBPWD_5014298_1. Bid submission End Date for the work : 02.06.2026 upto 11.00 AM. Eligibility : Bonafied Resourceful Contractors. Note :Any subsequent corrigendum if necessary will be published on website only Sd/-Executive Engineer (PWD) North Bengal Construction Division Siliguri. ICA-T8351(3)/2026

**EOI No. 01/2026-27 dt- 21/05/2026**
EOI is hereby invited on behalf of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last date of submission is **29/05/2026**. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**
**Sd/-**
**Additional Executive Officer**
**Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

**Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-01 of 2026-27**
Corrigendum Notice of NIT No. DDP/NIT-01 of 2026-27 Closing date extended upto 25/05/2026 at 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**
**Sd/-**
**Additional Executive Officer**
**Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

**সম্প্রসারণ, স্থানান্তর ও পরিবর্তনমূলক কাজ**
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/এনজেপি/ই/০৬/২০২৬, তারিখ : ১৮-০৫-২০২৬. নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে. টেন্ডার নম্বর : ইএলসি-এসএজি-০৬-২৬-২৭-এনজেপি-এইউবি. কাজের নাম : নিউ জলপাইগুড়ি ও আলুয়াবাড়ি রোড জংশনের মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ লাইনের ২×২৫কেভি বিদ্যুতায়নের সাথে সম্পর্কিত, প্রস্তাবিত ৩য় ও ৪র্থ রেলওয়ে ট্র্যাকের সাথে ইনফ্রিঞ্জমেন্ট দূর করার জন্য নিউ জলপাইগুড়ি ও রাঙ্গাপানি সেকশনের মধ্যে রেলওয়ে কিমি ৪/৬-৪/৭ -এ ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন স্থানান্তর ও পরিবর্তনমূলক কাজ এবং জিএসএস/টিসিএফ-১ থেকে রাঙ্গাপানিতে প্রস্তাবিত টিএসএস পর্যন্ত বিদ্যমান ১৩২কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের সম্প্রসারণ ও পরিবর্তনমূলক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৫,৫০,২৪,৫৬৫.৭১/- টাকা; বায়না মূল্য: ১১,০০,৫০০/- টাকা. টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৪-০৬-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ০৪-০৬-২০২৬ তারিখে ১৫:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডেপুটি সিইই/সিওএন, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা


# জলপাইগুড়িতে রথীন্দ্রকে সংবর্ধনা

## উত্তরে শীঘ্রই উন্নয়নের দাবি



**অনীক চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ২১ মে :** জলপাইগুড়ি এলেন বিধানসভার নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু। বৃহস্পতিবার বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে বেলা সওয়া ১২টা নাগাদ তিনি ঢুঁ মারেন বোন মিতা দে'র টেম্পল স্ট্রিটের বাড়িতে। সেখানে টানা এক ঘণ্টা ঘুমান। ঘুম থেকে উঠে বোরোলি আর আড় মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে চলে যান জেলা বিজেপি কার্যালয়ে। জেলা সভাপতি থেকে সাংসদ, স্থানীয় নেতা সকলেই তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনা পর্ব শেষ হলে মাইক হাতে রথীন্দ্রনাথ বলেন, '১৫ বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে পথচলা, জলপাইগুড়িতে প্রতিটি মণ্ডলে ঘুরে কাজ করেছি। দায়িত্ব পেয়েছি জেলা এবং রাজ্যের। তখনও বহুবার এখানে এসেছি কার্যকর্তা হিসেবে। এখন অধ্যক্ষ হয়ে এসেও একটাই কথা বলব, পুরোনো কর্মীরা যে কোনও সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সময় এলে দলের নিয়মে নতুনদের কাছে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাদের পথপ্রদর্শন করার চেষ্টা করবেন। মাথা ঠান্ডা করে সকলকে কাছে টেনে এগিয়ে যেতে হবে।'

তাহলে কি দলবদলুদের দলে নেওয়ার বার্তা দিলেন তিনি? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর জবাব, 'আমাদের দল সংঘবদ্ধ দল। দলের অনেক নিয়ম আছে। ভবিষ্যতে কী হবে সেটা সময়ই বলবে।' এছাড়া এদিন ফলতা নির্বাচন কিংবা জাহাঙ্গিরের ব্যাকফুটে যাওয়াকে প্রশাসনের অগ্রণী ভূমিকা বলে দরাজ সার্টিফিকেট দেন রথীন্দ্রনাথ। উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন করলে তাঁর উত্তর, 'দলের সংকল্পপত্রে লেখা আছে, উত্তরে চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ক, আমলাদের নিয়ে উত্তরকন্যায় অনেক কিছুই বলে গিয়েছেন। যা শীঘ্রই মানুষ দেখতে পাবে। এই সরকারের কাছে উত্তর-দক্ষিণ বলে কিছু নেই। সমস্ত রাজ্যই এক। এত বছরে বাংলা পিছিয়ে পড়েছিল। এবার তার উন্নয়ন আমাদের করতে হবে।' এরপর জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে বেরিয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন রথীন্দ্রনাথ।

# বোর্ড খুললেন শহিদ-পুত্র

**মেখলিগঞ্জ, ২১ মে :** মুখ্যমন্ত্রীর চাকরির আশ্বাসের পর তিনবিঘা আন্দোলনের শহিদ সুধীর রায়ের শহিদ বেদিতে লাগানো মাল্যদান বন্ধের বোর্ড খুললেন সুধীরের পুত্র ভূপেন রায়। এতদিন সরকারের তরফে শহিদ পরিবারগুলি কোনও সুবিধা না পাওয়ায় তিনি ক্ষোভ থেকে তাঁর বাবার বেদিতে মাল্যদান বন্ধের ঘোষণা করে একটি বোর্ড লাগিয়েছিলেন। বুধবার উত্তরকন্যায় রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনবিঘা আন্দোলনে শহিদদের পরিবারগুলির একজন করে সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তাই এদিন ভূপেন মাল্যদান বন্ধের বোর্ড খুলে ফেলেন। সেইসঙ্গে বেদি সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার করেন তিনি।

ভূপেন বলেন, 'বুধবার মুখ্যমন্ত্রী তিনবিঘা আন্দোলনে শহিদদের পরিবারগুলির একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সেই কারণে আমি শহিদ বেদিতে মাল্যদান বন্ধ রাখার বোর্ড খুলে ফেললাম। আগামী ২৬ জুন সকলে এখানে মাল্যদান করতে পারবেন। তবে আমার অনুরোধ, তৃণমূল কংগ্রেস দলের চোরেদের খাতায় যাঁদের নাম উঠেছে, যেমন প্রাক্তন বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীর মতো মানুষ যেন আমার বাবার বেদিতে মাল্যদান করতে না আসেন।'


**FACULTY WANTED**
**TRINITY B.ED COLLEGE, SILIGURI**
**Dist : Darjeeling Pin - 734004, (W.B.)**
Application is invited for the following post as per the NCTE & affiliating university norms & eligibility criteria.
Application with all qualification documents from Class-X onwards should be sent to the college Email: trinitybedcollege@gmail.com
Contact : 9474084834 / 9064270859
**Post - Assistant Professor**

| | |
|---|---|
| 1.Commerce | Qualification M.Com (55%) & M.Ed & NET/SET |
| 2.Sociology | Qualification M.A. In Sociology (55%) & M.Ed & NET/SET |
| 3.Philosophy | Qualification M.A. In Philosophy (55%) & M.Ed & NET/SET |

**রঙিয়া ডিভিশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তি প্রদান**
রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তির জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নম্বর: পার্কিং-আরএনওয়াই-২৬-১। বিবরণ:** দু-চাকা, তিন-চাকা ও চার-চাকা যানবাহনের জন্য পার্কিং লট। **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) : ০৩-০৬-২০২৬ তারিখ ১২:০০ টায়।**

| ক্রম নম্বর | লট নম্বর/ক্যাটাগরি | দিন |
|---|---|---|
| এএ/১ | পার্কিং-আরএনওয়াই-এনএলভি-এমএক্স-৬৩-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্র) | ১০৯৬ |
| এএ/২ | পার্কিং-আরএনওয়াই-বিএনজিএন -এমএক্স-৭-২২-১ (পার্কিং-মিশ্র) | ১০৯৬ |

ই-অকশন বন্ধের তারিখ ও সময় : ০৩-০৬-২০২৬ তারিখে ১২:৪০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য :** সম্ভাব্য বিডারদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন লিভিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**ADVERTISEMENT**
**ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA**
1. Applications are invited with full Bio Data, attested copies of testimonials and one latest passport size photograph for the post of Headmaster/Headmistress for Primary Wing on Term Basis alongwith a demand draft of **Rs 250/-** in favour of Principal, Army Public School, Sukna payable at Siliguri on or before **20 Jun 2026**.
2. Qualification required for Headmaster/Headmistress is as under :-
   2.1 Graduate in any specialization with minimum 50% marks in each and overall aggregate.
   2.2 B.Ed/M.Ed/B.El.Ed / two years Diploma in elementary education.
   2.3 Minimum 08 years of teaching experience out of 05 years as PRT in a CBSE recognized school.
   2.4 Age - Maximum 55 years and 57 years for ESM/Teachers from the same school.
   2.5 Qualified in CTET and OST.
   2.6 IT/Computer literate.
3. Salary - Basic- Rs 35,920/- + DA & Other allowances (as applicable).
4. Only shortlisted candidates will be called for interview and will be intimated through email.
5. Computer Proficiency test will be held at APS, Sukna on the day of interview.
6. For further information contact School Office **0353-2573419/2573420** (Army No. through Military Exchange Extn **2696**).

Case No : 155181/AS/Adv 21 May 2026
Sd/x x x x x x x x x
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

**অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার জন্যে ফ্যাসিলিটেটর নিযুক্তি**
বিজ্ঞাপন নোটিস নং: সি/৫৫৫/এটিভিএম/পিএ/এপি/Pt. IV তারিখ: ৩০-০৪-২০২৬
**আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে দুই বৎসরের জন্যে এটিভিএমের মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার হেতু ফ্যাসিলিটেটর নিযুক্তি**
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীর স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা এবং সাধারণ লোকজন থেকে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন স্টেশনে স্থাপিত অটোম্যাটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম) এর মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার জন্যে ফ্যাসিলিটেটর নিযুক্তির হেতু আবেদন পত্র আহ্বান করছে।
বর্তমান ১ (এক) টি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের জন্যে পুনরায় আবেদন পত্র আহ্বান করা হয়েছে:

| ক্রমিক সংখ্যা | স্টেশনের নাম | শ্রেণী | এটিভিএমের সংখ্যা আবশ্যক ফ্যাসিলিটেটর |
|---|---|---|---|
| ১ | জলপাইগুড়ি রোড | এনএসজি-৪ | ১ |

আবেদন পত্র জ্যেষ্ঠ ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয় থেকে যেকোনো কার্যশীল দিনে (সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত) প্রাপ্ত করতে পারবেন। আবেদন প্র পত্রের ব্যয়: ১০০/- টাকা (অপরিশোধিত)।
একজন ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে কাজ করার জন্যে নিযুক্তি প্রারম্ভিক দুই বৎসর পর্যন্ত হবে এবং পরে বাহাল থাকা নীতি-নির্দেশিকা অনুসারে সময়ে সময়ে বৃদ্ধি করা হবে। নির্বাচিত আবেদনকারী এটিভিএম ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে নিযুক্তির ভিত্তিতে রেলওয়েতে কোনো ধরণের কর্ম সংস্থানের জন্যে কোনোধরণের দাবী করতে পারবেন না। রেলওয়ে তরফ থেকে কোনো ধরণের পারিশ্রমিক/বেতন/মজুরি প্রদান করা হবে না। নির্বাচিত ফ্যাসিলিটেটরকে এটিভিএম স্মার্ট কার্ডের উপরে সময়ে সময়ে প্রযোজ্য বোনাস রাখার অনুমতি দেওয়া হবে।
**টেন্ডার বক্স খোলার তারিখ: ১৬-০৬-২০২৬ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়।**
বিজ্ঞাপন নোটিস এবং আবেদন পত্রের বিস্তৃত তথ্য ডাউনলোড করার জন্যে অনুগ্রহ করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন:
জ্যেষ্ঠ মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**পূর্ব রেলওয়ে**
চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক **পূর্ব রেলওয়ের জুন-২০২৬-এর ই-নিলাম কর্মসূচি আহ্বান করা হচ্ছে।**
নং : এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৬-২৭ তারিখ ১৮.০৫.২০২৬

| ক্র. | ডিপো/ডিভিসন | অধিক্ষেত্র | তারিখ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো | বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, লিলুয়া ওয়ার্কশপ | ০৫.০৬.২০২৬ | ১৭.০৬.২০২৬ | ২৪.০৬.২০২৬ |
| ২. | হালিশহর ডিপো | হালিশহর ডিপো, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ | ০৯.০৬.২০২৬ | ১৬.০৬.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৬ |
| ৩. | জামালপুর ডিপো | জামালপুর ডিপো, জামালপুর ওয়ার্কশপ | ০৪.০৬.২০২৬ | ১২.০৬.২০২৬ | ২৫.০৬.২০২৬ |
| ৪. | হাওড়া ডিভিসন | হাওড়া ডিভিসন | ১২.০৬.২০২৬ | ১৯.০৬.২০২৬ | ৩০.০৬.২০২৬ |
| ৫. | আসানসোল ডিভিসন | আসানসোল ডিভিসন | ০৮.০৬.২০২৬ | ১৬.০৬.২০২৬ | ২৫.০৬.২০২৬ |
| ৬. | শিয়ালদহ ডিভিসন | শিয়ালদহ ডিভিসন | ১০.০৬.২০২৬ | ১৮.০৬.২০২৬ | ২৯.০৬.২০২৬ |
| ৭. | মালদা টাউন ডিভিসন | মালদা টাউন ডিভিসন | ০৫.০৬.২০২৬ | ১৫.০৬.২০২৬ | ২৩.০৬.২০২৬ |

STORES-11/2026-27 চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার/সেলস
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


## কর্মখালি


শিলিগুড়িতে প্রাইভেট গাড়ির জন্য স্থানীয় অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। যোগাযোগ - 7699002803.


## সদস্যপদ বাতিল


শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের প্রতি আস্থাশীল নাগরিকদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে ০৫.৫.২৬ তারিখের সাংগঠনিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রী প্রদীপ দাশগুপ্ত (মানা)কে সংগঠনের সাধারণ সদস্যপদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। এই ব্যক্তির সাথে সংগঠনের কোনও সম্পর্ক থাকছে না। জ্যোতির্ময় পাল, সম্পাদক, শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন।

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Quotation for the work of - Manning and operation of firefighting system like fire hydrant systems, fire pumps, fire extinguisher etc. for 1 (One) year at Malda Medical College and Hospital under Malda Sub-Division-II under Malda Division P.W.D. Tender ID : 2026_WBPWD_5014278_1. **e-NIQ No. 02 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda.** Bid submission start date & time (online) : **25/05/2026 from 11:00 A.M.** Bid submission closing date & time (online) : **08/06/2026 upto 11:00 A.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.Q. and tender documents may be downloaded from: **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- Kushan Sikder, Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda. ICA-T8331(3)/2026

**LAW ADMISSION SESSION-2026-2027**
Balurghat Law College is inviting online application for admission in 5 year's B.A.LL.B integrated course forms will be available from the college website **(www.balurghatlawcollege.ac.in)** on and from 22.05.2026 to 28.05.2026 interested candidates may contact on Mobile- 9382097598 /9832790510. First merit list will be published on 30.05.2026.
**Santosh Kumar Tiwary**
**Teacher-in-charge**
**Balurghat Law College**

**এইচটি এবং এলটি লাইনের গতি পরিবর্তন এবং নবীকরণ**
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/এনজেপি/ই/০৪/২০২৬ তারিখঃ ১৮-০৫-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ) / ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেন্ডার নং. ইএলসি-এসএজি-০৪-২৬-২৭-এনজেপি-এইউবি। কাজের নামঃ** প্রস্তাবিত তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইনে বৈদ্যুতিক উল্লংঘন অপসারণের জন্যে আলুয়াবাড়ি রোড জংশন এবং নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যের বিভিন্ন স্থানে রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশাপাশি এবং সমস্ত এইচটি (৩৩ কেভি এবং ১১ কেভি) এবং এলটি লাইনের গতি পরিবর্তন এবং নবীকরণ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৯,৫৭,৪১,৩৩১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১৯,১৪,৮০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৩-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে- ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই সিইই/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"


## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৫৯১৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৫৯৯৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৫২০০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২৬৬৭৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২৬৬৮৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

## অ্যাফিডেভিট


I, Bindra Sarki, S/o - Lt - Surbahadur Sarki residence of Kumargram T.G, PO - Newlands, P.S - Kumargram in the district of Alipurduar (WB) declare that my actual name is Bindra Sarki date of birth is 01/07/1975 which is/are inserted in my relevant documents but in the service documents of my son Dhiraj Sarki, My name and date of birth has been errorneously recorded as Bindrey Sarki and date 29/07/1973. Bindra Sarki and Bindrey Sarki is the name of same person and the actual date of birth is 01/07/1975, this I swear and affirm in the court of the Executive Magistrate, Alipurduar Court vide Affidavit No. 23AC 136290 dated 13/05/2026. (C/120198)

আমার আধার কার্ড নং- ৯১৪০২২১৬৬৯৯৪ এ আমার নাম বর্নিতা বর্মন থাকায়, গত ১৮/০৫/২৬ নোটারি পাবলিক সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি বর্নিতা বর্মন এর বদলে বনিতা বর্মন হলাম। বনিতা বর্মন, পিতা- মনেশ্বর বর্মন, মোয়ামারী, পো:- দোমুখা নয়ারহাট, কোচবিহার।

আমি Bishwajit Roy, S/o - Bimal Roy, আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No - B/2024/0435193, Dt - 20/03/2024 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 22/01/26 এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Aamrulha Roy থেকে Amrita Roy করা হলো। (C/121980)

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Online bids are invited for the work under Tender ID : 2026_WBPWD_5014272_1. Bid Submission end Date : 08.06.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.wbtenders.gov.in
Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T8330(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Executive Engineer (P.W.D.), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work : "Repairing work of RCC slab culvert at Chainage 3.800 Km on Pandapara Torol Para Road under Jalpaiguri Sub-Division, P.W.D., Jalpaiguri during the year 2026-27." Estimated Amount Put To Tender Rs. 17,59,230.30, [Tender ID: 2026_PWD_5014286_1]. Tender Ref No: WBPWD/EE/JPGD/NIeT No-01/2026_27. Bid submission closing date (online): 08-06-2026 upto 12.30 hrs. Bid Opening date (online): 10-06-2026 at 12.30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JALPAIGURI DIVISION, PWD. ICA-T8358(3)/2026


## কর্মখালি


শিলিগুড়ি হাকিমপাড়াতে অফিস পিওন (মহিলা) চাই। সময় ঃ সকাল ১১ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ডিউটি। বেতন ঃ ৬০০০ টাকা। ভালো কাজ করলে ৬ মাস বাদে বেতন বাড়বে। M-9830823555


## অ্যাফিডেভিট


I, Sulochana Biswakarma, w/o - Bindra Sarki, residence of Kumargram TG, PO - Newlands, P.S - Kumargram in the district of Alipurduar (WB) declare that my actual name is Sulochana Biswakarma date of birth is 19/06/1975 which is/are inserted in my relevent documents but in the service documents of my son Dhiraj Sarki, My name has been errorneously recorded as Sulochana Sarki. Sulochana Biswakarma and Sulochana Sarki is the name of same person, this i swear and affirm in the court of the Executive Magistrate Alipurduar Court vide Affidavit NO.23AC 136289 dated 13/05/2026. (C/120199)

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No: WB6319860855794)- এ ভুলবশত আমার নাম Md Sagir, ঠিকানা: C/o Santosh Kumar Saha, near Bharat Petrolium, Dist: Cooch Behar উল্লেখ থাকায় গত ১৩/০৫/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার Ld. 1st Class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Sagir Shekh, পিতা: Shaebjan Shekh এবং ঠিকানা: Vill: Khalpara, New Hasimara, PO: Hasimara, P.S: Jaigaon, Dist: Alipurduar করা হলো। Md Sagir ও Sagir Shekh একই ব্যক্তি। (C/120197)


## CINEMA সিনেমা


Now Showing at
**BISWADEEP**
**SAMBA**
*ing : Jr. N.T Rama Rao, Prakash Raj, Genelia Deshmukh
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
SHOW TIME 10.50 AM 04.30 PM BENGALI (U)
RAJA SHIVAJI SHOW TIME 01.15 PM 07.00 PM HINDI (U/A)


## আজ টিভিতে



জোয়ার ভাঁটা (রোমহর্ষক পর্ব) রাত ৯.০০ জি বাংলা

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ৯.৪৫ সকাল সন্ধ্যা, দুপুর ১.১৫ টাইগার, বিকেল ৪.০০ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.০০ তুমি আসবে বলে, রাত ৯.১৫ হিরোগিরি

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.৩০ ক্রিমিনাল, দুপুর ১.০০ দুজনে, বিকেল ৪.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে ৭.৪৫ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১১.১৫ মন জানে না

**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.০০ ভালোবাসি তোমাকে, বেলা ১১.৩০ আশ্রয়, দুপুর ২.৩০ এই ঘর এই সংসার, বিকেল ৫.৩০ অন্যায় অত্যাচার

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ রাজা রামমোহন

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ রাখে হরি মারে কে

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ দায়বদ্ধ

**সোনি ম্যাক্স টু :** সকাল ১০.০২ শরাফত, দুপুর ১.২৭ আরাধনা, বিকেল ৫.০২ হাত কি সফাই, সন্ধে ৭.৫০ কারওয়াঁ, রাত ১১.১২ শান

**জি অ্যাকশন :** বেলা ১১.১৬ মেরা বদলা-দ্য রিভেঞ্জ-টু, দুপুর ২.০৭ হিম্মতওর, বিকেল ৫.০২ দবং-টু, সন্ধে ৭.৩০ বিম্বিসার, রাত ১০.১৮ কালিদাস



ভালোবাসার রং রুট সন্ধে ৬.৩০ সান বাংলা



দুজনে দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা







গন্ধরাজ ভেটকি ফ্রাই এবং মশলা চা তৈরি শেখাবেন পার্থপ্রতিম দত্ত। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবসান। বৃষ : সামাজিক কোনও কাজে যুক্ত হয়ে মানসম্মান বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের কোনও গোপন পরিকল্পনা শেয়ার করবেন না। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকলেও দুপুরের পর অপ্রত্যাশিত খবর পেয়ে আনন্দ। পুরোনো পারিবারিক বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্কট : স্বদেশি অথবা বিদেশি প্রতিষ্ঠানে আকর্ষণীয় মাইনের চাকরি পেতে পারেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব এবং চাপ বাড়বে। সিংহ : খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে একটু সংযত থাকুন। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কন্যা : না জেনেবুঝে কাউকে টাকা ধার দেবেন না। অনুশোচনা করতে হতে পারে। বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। তুলা : ব্যবসায়ীরা নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে বড় অঙ্কের মুনাফা অর্জনের সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বদলির খবরে স্বস্তি। বৃশ্চিক : বিকল্প আয়ের পথ আপনার জীবনযাত্রার মান ঘুরিয়ে দেবে। জমি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। প্রেমের সংকট কাটবে। ধনু : সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার রায় আপনার পক্ষে যাবে। মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। লিভারের সমস্যায় ভোগান্তির সম্ভাবনা। মকর : আধ্যাত্মিক টানে তীর্থস্থানে যাওয়ার ঝোঁক বাড়বে। কোমরের পুরোনো ব্যথা ফের বাড়তে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কুম্ভ : সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। বাবার সঙ্গে ব্যবসায়িক আলোচনায় মতান্তর হতে পারে। মীন : সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। বাড়িতে কোনও আনন্দ অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজনের আগমন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ১ জ্যৈষ্ঠ, ২২ মে ২০২৬, ৭ জেঠ, সংবৎ ৬ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক, ৫ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১১। শুক্রবার, ষষ্ঠী দিবা ১২।২। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ৮।২৩। বৃদ্ধিযোগ দিবা ১।৫১। তৈতিলকরণ দিবা ১২।২ গতে গরকরণ রাত্রি ১১।১২ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ৮।২৩ গতে রাক্ষসগম বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১২।২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে দিবা ১২।২ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৮।১৬ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৫২ গতে ১০।১৩ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৬।১৬ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- ধান্যচ্ছেদন দিবা ৮।১৬ মধ্যে পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১১।৩৪ গতে বিক্রয়বাণিজ্য ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সিপিণ্ডন। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব দিবস। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ গতে ৬।৪২ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১০।২৭ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৪ গতে ২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।২৭ মধ্যে ও ১২।৪০ গতে ২।৪৮ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।


সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# দোকান ভাঙার নোটিশে মাথায় হাত

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জেরে চম্পাসারিতে রাস্তার পাশে ১৩৩টি দোকান ভাঙা পড়েছিল। কর্মহীন ওই ব্যবসায়ীরা রাস্তা হওয়ার পর পাশে নতুন করে অস্থায়ীভাবে দোকান তৈরি করছিলেন। সেই ব্যবসায়ীদের এবার নোটিশ পাঠিয়ে সাতদিনের মধ্যে ওই নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিল এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ। এই নোটিশ পেয়ে ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছে। তাঁদের বক্তব্য, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা রাস্তার পাশ দিয়ে অস্থায়ীভাবে দোকান বানিয়ে ব্যবসা করতে পারবে বলে আগে জানানো হয়েছিল। সেইমতোই ব্যবসায়ীরা ওই দোকান তৈরি করছিলেন। এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা বন্ধ। তার ওপরে এই নির্মাণ ভেঙে ফেলতে হলে ওই ব্যবসায়ীরা সংসার নিয়ে বিপদে পড়বেন বলে চম্পাসারি মোড় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি দাবি করেছে। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ বিকাশ দত্ত বলেছেন, 'আমরা এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব। পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকেও চিঠি দিয়ে বিষয়টি দেখতে বলা হয়েছে।' এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর রাজেশ সিনহার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেছেন, 'আমি সাংসদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব। ব্যবসায়ীদের বিষয়টিকে মানবিকভাবেই দেখা হবে।'

মাটিগাড়ার বালাসন থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক এলিভেটেড করিডর হিসাবে তৈরি করা হচ্ছে।

## চম্পাসারিতে চিন্তায় ১৩৩ ব্যবসায়ী

*চম্পাসারিতে অস্থায়ীভাবে তৈরি দোকানপাট।*

এরমধ্যে চম্পাসারি বাজার এলাকাও পড়ছে। রাস্তার সম্প্রসারণের জন্য চম্পাসারিতে ১৩৩ জন পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। সেই ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ হয় ভাড়ায় দোকান নিয়েছেন, কেউ আবার সেটাও করতে না পরে ব্যবসাই বন্ধ রেখেছেন। এই ব্যবসায়ীরা প্রথম থেকেই পুনর্বাসনের দাবি তুলেছিলেন। এই জাতীয় সড়ক নির্মাণের দায়িত্বে থাকা এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের সঙ্গে একাধিকবার তাঁরা বৈঠক করেছেন। ব্যবসায়ী সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ বিকাশ দত্তের বক্তব্য, সেই সময় আমাদের বলা হয়েছিল যে রাস্তা তৈরি হওয়ার পরে পাশে যে ফাঁকা জায়গা থাকবে সেখানে অস্থায়ীভাবে ব্যবসায়ীরা দোকান করে বসতে পারবেন। পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবও এই কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'সেই সময় ব্যবসায়ীরা না সরলে রাস্তার কাজে বিলম্ব হত। আমরা উজানু মৌজায় কিছু জমির পাট্টার জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু সেই সময় পাট্টার অনুমোদন আসেনি। ফলে আমরা এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলাম। সেখানে ঠিক হয়েছিল যে ব্যবসায়ীরা রাস্তা তৈরি হওয়ার পরে পাশে যে জায়গা থাকবে সেখানে অস্থায়ীভাবে ব্যবসা করতে পারবেন।' মেয়রের দাবি, এখন এশিয়ান হাইওয়ে কর্তারা বলছেন, সরকার বদলেছে, নীতিও বদলে গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'ব্যবসায়ীরা আমার কাছে এসেছিলেন, আমি তাঁদের সাংসদ, বিধায়কের কাছে যেতে বলেছি, এখানে আমার আর কিছু করার নেই।'

ব্যবসায়ীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, নীচে কংক্রিটের মেঝে তৈরি করে টিনের ছাউনি এবং বেড়া দিয়ে ঘিরে ১৩৩টা দোকান তৈরির জন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা করে খরচ পড়ছে। এখন এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ নোটিশ পাঠিয়ে দোকানগুলি ভেঙে ফেলতে বলছে। তাহলে তাঁরা কোথায় যাবেন, কীভাবে সংসার চলবে সেই প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবসায়ীরা।

## চা দিবসে কৃতী সংবর্ধনা

**খড়িবাড়ি ও চোপড়া ২১ মে :** টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ও নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক চা দিবস পালিত হল। সংবর্ধিত করা হল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে এলাকার কৃতী ৩২ জন শিক্ষার্থীকে। এছাড়াও কৃতীদের নিয়ে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার আমবাড়িতে নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে এই অনুষ্ঠানে ছিলেন টি বোর্ডের আঞ্চলিক অধিকর্তা কমল বৈশ্য ও সঞ্জীব রাজবংশী, অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভজহরি ভৌমিক, চা বিশেষজ্ঞ কৌশিক দাস, বিপ্লব দে প্রমুখ। পড়ুয়া ও চা চাষিদের মধ্যে এদিন পানীয় হিসেবে চায়ের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক চা দিবস উপলক্ষ্যে চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আলোচনাচক্রের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষিদের রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চা চাষে উৎসাহিত করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর মহকুমা কৃষি অধিকর্তা মেহেফুজ আহমেদ, উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ধনঞ্জয় মণ্ডল, টি বোর্ডের আধিকারিক ধ্রুবজ্যোতি গোহাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শতাধিক ক্ষুদ্র চা চাষি অংশগ্রহণ করেন। ধনঞ্জয় প্রাকৃতিক উপায়ে চা চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অন্যদিকে, এদিন ফটিকচন্দ্র টি কোম্পানি কারখানায় মালিকপক্ষ কর্মচারীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক চা দিবস উদযাপন করে।

## শুভেন্দু-মোর্চা বৈঠক ২৫ মে

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতৃত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছে। ২৫ মে বিকেল ৫টা নাগাদ কলকাতায় বৈঠকটি হবে। ওই বৈঠকে মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং ও সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি উপস্থিত থাকবেন। সেখানে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান সহ গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে তৎকালীন মোর্চা নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পুরোনো মামলা প্রত্যাহার ইস্যুতে আলোচনা হতে পারে বলে খবর। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মোর্চা নেতৃত্ব শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করার আবেদন জানিয়েছিল। মোর্চা নেতৃত্বের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্য এবার তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার দিনক্ষণ জানাল।

## ধৃত তরুণ

**নকশালবাড়ি, ২১ মে :** ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার হলেন মুর্শিদাবাদের তরুণ। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত দুই নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের সাতভাইয়া এলাকায়। ধৃত তরুণের নাম বিশ্বজিৎ প্রামাণিক। এদিন তাঁর ব্যাগ থেকে ৩১০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। বাসে চেপে এই এলাকায় মাদক পাচার করতেই ধৃত এসেছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই অভিযুক্তকে আটক করে তল্লাশি করা হয়। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

*ফার্নিচারের গোডাউনের সামনে ভিড়। বৃহস্পতিবার চেকপোস্ট এলাকায়।*

### ফার্নিচারের গোডাউনে দুর্ঘটনা

# লোহার সামগ্রী চাপা পড়ে মৃত ২

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** ফার্নিচারের গোডাউনে লোহার সামগ্রী র‍্যাকে ওঠানোর সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল। অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে মিস্ত্রি ও শ্রমিকের ওপরেই লোহার সামগ্রী হুড়মুড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলিগুড়ি শহরের চেকপোস্টের ঘটনা। লোহার সামগ্রী এতটাই ছিল যে, সেসব সরিয়ে রণজিৎ অধিকারী (৩৫) ও কৃষ্ণ সিংহ (৫০) নামে দুজনকে বের করতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। সেখান থেকে তাঁদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। রণজিৎ তালমার বাসিন্দা। কৃষ্ণ ইসলামপুরের বাসিন্দা হলেও কয়েক মাস ধরে রাজপ্রহরী এলাকায় থাকছিলেন। গোটা ঘটনাকে ঘিরে ওই গোডাউন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এদিকে, তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও গোডাউনে কর্মরত শ্রমিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রাকে করে লোহার সামগ্রী আসার পর সেই মালগুলো গোডাউনের ভেতরে র‍্যাকে রাখার কাজ চলছিল।

গোডাউনের শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, কোনও ধরনের নিরাপত্তা ছাড়াই সেখানে কাজ করানো হত। যদিও সেই অভিযোগ মানতে নারাজ গোডাউনের ম্যানেজার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ম্যানেজারের বক্তব্য, 'শ্রমিকদের হেলমেট সহ যাবতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সামগ্রী দেওয়া হয়। এদিনও তাঁরা নিরাপত্তা সংক্রান্ত সামগ্রী ব্যবহার করেছিলেন। হয়তো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লোহার সামগ্রীগুলো পড়ার কারণে ওঁদের মৃত্যু হয়েছে।'

অমর সাহানি নামে এক শ্রমিক বলেন, 'লোহার সামগ্রীর তুলনায় র‍্যাক ছোট হয়ে গিয়েছিল। ঘটনার সময় রণজিৎ বসেছিলেন র‍্যাকের ওপরের দিকে, মাল ওঠানোর জন্য। কৃষ্ণ সে সময়ই র‍্যাকের ওপর মাল তোলার চেষ্টা করছিলেন। সে সময়ই গোটা র‍্যাক ভেঙে পড়ে যায়।' এর পরই অমর তাঁর ঘাড়ের পরিস্থিতি দেখিয়ে বলেন, 'মাল তোলার জন্য কোনও ধরনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সামগ্রী আমাদের দেওয়া হয়নি। কোনও হেলমেটও ছিল না। ঘাড়ে মাল নিয়েই আমরা র‍্যাকে লোহার সামগ্রীগুলো রাখতে যাচ্ছিলাম।'

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হন কৃষ্ণের ছেলে সুভাষ সিংহ। চোখে জল নিয়ে তিনি বলেন, 'আমার এক পরিচিত ফোন করে আমাকে ঘটনার কথা জানান। বাবা এখানে মাঝেমধ্যে এসে কাজ করে যেতেন। আজ সকালে বাবা রঙের কাজ করতে বেরিয়েছিলেন। পরে হয়তো মাল আসার কথা শুনে বাবা এই গোডাউনে চলে এসেছিলেন।' তিনি বলেন, 'সব শেষ হয়ে গেল।'

## আয়কর আইন নিয়ে আলোচনা

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** আয়কর দপ্তর এবং দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই)-এর শিলিগুড়ি শাখার যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। তিনবাত্তি মোড়ের আইসিএআই ভবনে আয়োজিত এই আলোচনা সভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'নতুন আয়কর আইন, ২০২৫'। এই আলোচনা সভায় করদাতা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ট্যাক্স অ্যাডভোকেট এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে নতুন আইনের মূল ধারাগুলি সম্পর্কে বোঝানো হয়।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রিন্সিপাল চিফ কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স, শিলিগুড়ি, রাজীব কুমার এবং কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স (টিডিএস), চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিএস হোরা।

রাজীব নতুন আয়কর আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স, শিলিগুড়ি, টি রামলিঙ্গমও এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত আধিকারিকরা উপস্থিত ব্যবসায়ীদের এই আইন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এদিনের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কালিম্পংয়ের আয়কর আধিকারিক আশুতোষ কুমার।

## পুলিশি অভিযান

**ফাঁসিদেওয়া, ২১ মে :** গোপন খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ পেটকি সংলগ্ন কাশিগাছ এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকে একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু তার আগেই পুলিশের গাড়ি দেখে চম্পট দেয় চালক। বালি পরিবহণের কোনও বৈধ নথি বা রয়্যালটি চালান পায়নি পুলিশ। পুলিশ বালি সহ ট্র্যাক্টর-ট্রলিটি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পলাতক চালকের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

## গোরু উদ্ধার

**নকশালবাড়ি, ২১ মে :** ভারত-নেপাল সীমান্তে গোরু পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক তরুণ। ধৃতের নাম পিন্টু সিংহ। তিনি ছোট নকশালবাড়ির মণিরামজোতের বাসিন্দা। বুধবার নকশালবাড়ি থানার পুলিশ পিন্টুকে দুটি গোরু সহ ছোট মণিরামজোত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার পিন্টুকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। এদিকে, দুটি গোরুকে নকশালবাড়ির একটি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে।

## মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় শিবির

**ফাঁসিদেওয়া, ২১ মে :** মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা এবং সামাজিক সংহতি বজায় রাখতে উদ্যোগ নেওয়া হল। বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির বিরসা মুন্ডা কমিউনিটি হলে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে একদিবসীয় একটি ওরিয়েন্টেশন শিবিরের আয়োজন করা হল।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অণিমা রায়, পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্ব বিশ্বাস সহ অনেকে। সংস্থার কর্ণধার তরুণকুমার মাইতি জানান, আগামী তিন বছর বন্দরগছ, ধামনাগছ, মহিপাল, কান্তিভিটা এবং লিম্বুটারি-এই পাঁচটি গ্রামে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

### জিটিএ ও পুরসভায় টেন্ডার বাতিলের নির্দেশ

# জুন থেকে রোহিণীতে আর টোল আদায় নয়

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** বুধবার প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এবং পাহাড়ের পুরসভাগুলির ওপরে নজর রাখার জন্য দার্জিলিংয়ের সাংসদ এবং তিন বিধায়ককে বলেছেন। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দার্জিলিংয়ে বৈঠক করে সাংসদ রাজু বিস্ট জানালেন, '১ জুন রোহিণীর টোল প্লাজা বন্ধ হবে। জিটিএ এবং দার্জিলিং পুরসভা নতুন করে কোনও টেন্ডার করতে পারবে না। যে টেন্ডারগুলি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, সেগুলিও বাতিল করতে হবে।' এদিন দার্জিলিংয়ে জিটিএ-র সচিব এবং দার্জিলিং পুরসভার আধিকারিককে ডেকে তিনি এই বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন বলে সাংসদ দাবি করেছেন। সাংসদের এই পদক্ষেপ ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জিটিএ এবং পুরসভায় নির্বাচিত বোর্ডের সিদ্ধান্ত একা সাংসদ কীভাবে খারিজ করে দিচ্ছেন, সেই প্রশ্ন তুলেছে জিটিএ এবং দার্জিলিং পুরসভার শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, '২০১৪ সালে জিটিএ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েই টোল প্লাজা তৈরি হয়েছিল। টোল আদায় বাতিল করতে হলে জিটিএ সভাতেই সিদ্ধান্ত নিয়েই তা কার্যকর করতে হবে। কিন্তু সাংসদ কোন আইনে এসব বলছেন, জানা নেই।'

বিধানসভা ভোটের প্রচারে

- ১ জুন থেকে রোহিণীতে আর টোল আদায় হবে না, বৃহস্পতিবার পাহাড়ে বৈঠক করে ঘোষণা রাজু বিস্টের
- কোন আইনের বলে জিটিএ এবং পুরসভার কাজে হস্তক্ষেপ করেন সাংসদ, প্রশ্ন তুলেছে ক্ষমতাসীন বিজিপিএম

পাহাড়ে সাংসদ রোহিণী টোল প্লাজা বন্ধ করার কথা বলেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, ২৫ বছর আগে সুভাষ ঘিসিং এই রোহিণী রোড তৈরি করেছিলেন। সেই সময় কোনও টোল নেওয়া হয়নি। আর এত বছর পরে এসে জিটিএ টোল আদায় করছে। এতে মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। পাহাড়ের তিনটি আসনে জয় এবং রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সাংসদ বারবার রোহিণী টোল প্লাজা বন্ধ করার পক্ষে সওয়াল করেছেন। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে গিয়ে জিটিএ-র সচিব এবং দার্জিলিং পুরসভার আধিকারিককে ডেকে পাঠান তিনি। পরে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্সিয়াংয়ের বিধায়ককে পাশে বসিয়ে তিনি বলেন, 'আইনি হোক বা বেআইনি, ১ জুন থেকে রোহিণীতে কোনও টোল আদায় হবে না।'

এরপরই সাংসদের ঘোষণা, জিটিএ এবং দার্জিলিং পুরসভায় যে সমস্ত প্রকল্পের টেন্ডার আগেই হয়েছে, সেগুলির কাজ হবে। কিন্তু নতুনভাবে যে সমস্ত কাজের টেন্ডার ডাকার কথা ছিল, সেগুলি বাতিল করতে বলা হয়েছে। জিটিএ এবং পুরসভা নির্বাচিত বোর্ড দ্বারা পরিচালিত, তাহলে কীভাবে এখানে টেন্ডার প্রক্রিয়া সাংসদের কথায় স্তব্ধ হবে, তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের কোনও আধিকারিক এই ইস্যুতে মুখ খুলতে চাননি।

# উচ্ছেদ নিয়ে সালিশি, হুমকিও

## সরকার বদলাতেই থানায় ব্যবসায়ীরা

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** সরকার বদলাতেই বেরিয়ে আসছে একের পর এক কীর্তি। বৃহস্পতিবার ভক্তিনগর থানায় দায়ের হওয়া একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িতে সেই চর্চাই শুরু হয়েছে। এদিন সকালে সাত ব্যবসায়ী ভক্তিনগর থানায় এসে হাজির হন। তাঁদের দাবি, চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় তাঁদের দোকান ছিল। ফোর লেনের কাজকে কেন্দ্র করে দোকানের একাংশ ভাঙা পড়লেও পূর্ত দপ্তরের জমিতে থাকা বেশ কিছুটা অংশ বাকি থেকে যায়। অভিযোগ, গত জানুয়ারি মাসের ২৬ তারিখ গভীর রাতে ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার সিপিএমের রাগিণী সিংয়ের স্বামী মনজয় সিং সহ তাঁর ভাইরা মিলে বুলডোজার দিয়ে ওই সাতজনের দোকানের অবশিষ্ট অংশ ভেঙে দেন। পরের দিন ওয়ার্ডের বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতোর অফিসে সালিশি সভা হয়। সেখানে মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শাও উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, উচ্ছেদ করতে সালিশির পাশাপাশি হুমকিও দেওয়া হয়। হুমকির রেকর্ডিং, দোকানের ছবি সহ যাবতীয় তথ্য ভক্তিনগর থানায় জমা দেওয়া হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে নবীনকুমার সিং বলছেন, 'সেখানে মনজয় ৭ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলে প্রত্যেকের হাতে ৫০ হাজার টাকা জোর করে দেওয়ার চেষ্টা করেন।' অভিযোগ, সুখদেব ও রাজেশপ্রসাদ চাপ দিতে শুরু করেন। তিনজন ব্যবসায়ীকে চাপ দিয়ে সই করিয়ে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। তবে বাকি চার ব্যবসায়ী টাকা না নিয়েই ফিরে যান। পরবর্তীতে অবশ্য আর কোনও টাকাই দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিকে সরকার বদলাতেই গোটা বিষয়টা নিয়ে ভক্তিনগর থানার দ্বারস্থ হন ওই ব্যবসায়ীরা। মনজয় ও তাঁর ভাইদের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নবীন বলেছেন, 'আমরা কেউই টাকা নিতে চাইনি। আমরা দোকানের বাকি অংশ রাখতে চেয়েছিলাম। সরকার ভেঙে দিলে আলাদা ব্যাপার ছিল। সিপিএমের



■ প্রাক্তন কাউন্সিলার রাগিনীর স্বামী মনজয় সহ তাঁর ভাইরা মিলে কয়েকটি দোকানের অবশিষ্ট অংশ ভাঙেন বলে অভিযোগ

■ এ নিয়ে ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতোর অফিসে সালিশি

■ সে সময়ে ভয়ে ব্যবসায়ীরা পুলিশে অভিযোগ জানাননি বলে দাবি

ওই নেতার সঙ্গে এলাকার তৃণমূল নেতারা জড়িত থাকায় আমরা আর সেসময় অভিযোগ করার সাহস পাইনি। তবে এখন সময় বদলেছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা ৫০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন, তাঁরাও সেই টাকা ফিরিয়ে দিতে চাইছেন। আমরা ওই জায়গাটা ফেরত পেতে চাই।'

এদিকে কাউন্সিলার সুখদেবের বক্তব্য, 'দুই পক্ষ আমার অফিসে বসেছিল। আমি বলেছিলাম, নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে। ওরা সে সময় মিটিয়ে নিয়েছিল।' মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা বলেছেন, 'মনজয় যে বুলডোজার নিয়ে এসে দোকানগুলো ভেঙেছেন, তার কোনও প্রমাণ আছে ওদের কাছে? ওগুলো সব জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও পুরনিগম ভেঙেছে।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে- জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও পুরনিগমই যদি ওই বাকি অংশ ভেঙে থাকে, তাহলে মনজয় ওই ব্যবসায়ীদের টাকা দিতে গেলেন কেন?

মনজয়ের বক্তব্য, 'ওদের দোকান আমাদের জমির সামনে ছিল। গ্রামবাসীরা বললেন কিছু আর্থিক সহযোগিতা করতে, তাই করলাম। আমি তো বাকি টাকা দিতেও তৈরি রয়েছি। ওদের সইও রয়েছে। তবে ওরা নিচ্ছে না।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দোকানগুলো পূর্ত দপ্তরের জায়গাতেই ছিল। মনজয়ের বাবা বিশ্বনাথ সিং ৩০ বছর আগে ওই জায়গায় নবীনদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দোকান বসিয়েছিলেন। নবীনের বক্তব্য, 'কাউন্সিলারের অফিসের বৈঠকে একটি গাড়ি কোম্পানির শোরুমের মালিকও ছিলেন। ওরা এই জায়গা শোরুম হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। পুরনিগম ফোর লেনের কাজের জন্য জায়গা নেওয়ার সময় আমাদের অংশে বেশি জায়গা ভাঙা হয়েছিল। আমরা ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলাম। তবে তার পরও আমাদের ১৭ ফুট লম্বা ও ১২ ফুট চওড়া দোকান ছিল। দোকানের অবশিষ্ট অংশগুলো ভাঙার পরদিন সকালে এলাকায় যেতেই দেখেছিলাম, সেখানে মনজয় ও তাঁর ভাইয়েরা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।'

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক সহ সভাপতি মানিক অরোরা বলছেন, 'আমরা বিষয়টা শুনেছি। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার জন্য পুলিশের কাছে অনুরোধ করব।'

## দুর্নীতিমুক্তের ডাক বিস্টের

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** শিলিগুড়িতে কোনও বেআইনি কাজকর্ম করতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তাঁর বক্তব্য, 'হয় বেআইনি কারবার চলবে, বেআইনি কারবারিরা থাকবেন, নতুবা আমি রাজনীতিতে থাকব।' বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি টি অকশন কমিটির এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ এই মন্তব্য করেছেন। তাঁর বক্তব্য, দুর্নীতি, বেআইনি কারবার অনেক হয়েছে। সেইজন্যই মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছেন। তাই দুর্নীতিমুক্ত শিলিগুড়ি গড়তে হবে।

সাংসদ এদিন চা শিল্পের উন্নয়ন, চা চাষিদের উন্নয়নে পদক্ষেপের কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, সবে রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার হয়েছে। দ্রুত চায়ের উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীকে শিলিগুড়িতে এনে আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে চা শিল্পের সব সমস্যা মিটে যাবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। এদিন চা শিল্পপতিরা নেপালের চায়ের অবৈধ আমদানি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'নেপালের চা অবৈধভাবে ভারতে ঢোকায় দার্জিলিং চায়ের সুনাম নষ্ট হচ্ছে।' সাংসদ বলেছেন, 'নেপালের চা কেন আসছে? ব্যবসায়ীদের একাংশই তো নিয়ে আসছেন। তাঁদের নিজেদের নীতি বদলাতে হবে। বাকিটা তো সরকার নিশ্চয়ই দেখবে।' রাজু এদিন বলেছেন, 'রাজনীতি আমার পেশা নয়, নেশা। আমি একটি কোম্পানিতে চাকরি করি। সেখান থেকে মাসে এক কোটি টাকা বেতন পাই। এর মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা কর দিতে হয়। বাকি ৬০ লক্ষ টাকার মধ্যে সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করি এবং সংসার চালাই।' তাঁর বক্তব্য, 'আগামী ১০ বছরের মধ্যে শিলিগুড়িকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে চাই।'

## গ্রেপ্তার ৪

**চোপড়া, ২১ মে :** নকল লটারি টিকিট বিক্রির অভিযোগে চোপড়া থানার পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। চোপড়া থানার পুলিশ বিভিন্ন জায়গা থেকে মন্টু মহম্মদ, পারভেজ মুশারফ, মহিবর রহমান ও নজরুল নামে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের থেকে জাল লটারির টিকিটের নমুনা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

## রাজীব স্মরণ

**চোপড়া, ২১ মে :** প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার চোপড়ায় শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সদর চোপড়ার দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরুদ্দিন সহ কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

## মাদক বিরোধী র‍্যালি

**বাগডোগরা, ২১ মে :** বৃহস্পতিবার স্কুল পড়ুয়া, শিক্ষক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে মাটিগাড়ায় একটি মাদকবিরোধী র‍্যালি হয়। থানার সামনে থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়। মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা এই র‍্যালিতে অংশ নেন। সমাজসেবী বিজন সাহা জানান, মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়।



পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
জীবনতরী।। জলপাইগুড়ির তিস্তাপারে ছবিটি তুলেছেন ঋতুপর্ণা ধর।

# ছাদে টাওয়ার বসানো নিয়ে উত্তেজনা

## বিক্ষোভ সামলাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** বাড়ির ছাদে মোবাইল টাওয়ার বসানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল ডাবগ্রাম-২'এর নরেশ মোড় এলাকায়। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হন স্থানীয়রা। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা অবরোধে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। সমস্যায় পড়েন পথচলতি সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের পাশাপাশি এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীও আসে।

এর আগেও এই সমস্যা নিয়ে এলাকায় পথ অবরোধে শামিল হয়েছিলেন স্থানীয়রা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এলাকার বাসিন্দা তথা ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সুষেণ রায় তাঁর বাড়ির ছাদে প্রশাসন ও এলাকাবাসীর কোনওরকম ছাড়পত্র ছাড়াই মোবাইল টাওয়ার বসাচ্ছিলেন। অভিযোগ, এলাকাবাসী যাতে টের না পান সেই কারণে বেশিরভাগ কাজই সারা হচ্ছিল রাতের অন্ধকারে। এদিন সকালে সুষেণের বাড়ির ছাদে টাওয়ার দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সকলে। পথ অবরোধে শামিল হয়েছিলেন স্থানীয়রা। পুলিশ, প্রশাসন গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ডাবগ্রাম-২'এর প্রধান মিতালি মালাকার বলেছিলেন, 'এখন কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল, ভোট পার হলেই টাওয়ার খুলে ফেলতে বলা হবে।'

তবে সেই টাওয়ার খোলা তো দূরে থাক বরং বৃহস্পতিবার আরও জোরকদমে কাজ শুরু হয়। এদিন দুপুরে ফের পথ অবরোধে শামিল হল এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা পূর্ণিমা রায় বলেন, 'এই টাওয়ার তৈরি হলে এলাকায় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়বে। বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েরা রয়েছে। আমরা এই টাওয়ার বসাতে দেব না।'

মঞ্জিরা রায় নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, 'টাওয়ার থেকে যে শরীরে মারাত্মকরকমের ক্ষতি হতে পারে, সেটা সকলেরই জানা। এই কাজে পুলিশ-প্রশাসন কেন বাধা দিচ্ছে না সেটাই বুঝতে পারছি না। টাওয়ার খুলে না ফেলা পর্যন্ত আমাদের প্রতিবাদ চলবে।'

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ঘটনাস্থলে এসে অবরোধ তুলতে গেলে স্থানীয়রা প্রধানকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান। বিজেপির দখলে থাকা পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে ব্যাপক ঝামেলা বাঁধে বিজেপি কর্মী শিল্পী সাহারই। বিক্ষোভের মুখে প্রধান এলাকা ছেড়ে চলে যান। তবে প্রধান জানান, পঞ্চায়েত অফিস থেকে এই টাওয়ার তৈরির জন্য কোনও ছাড়পত্র নেওয়া হয়নি। সুষেণ বলছেন, কোম্পানি কাজ বন্ধ করতে চাইলে করুক, আমি কাজ বন্ধ করতে বলতে পারব না। এই কথায় এলাকায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে। যদিও পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে পথ অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয়রা। স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, 'ওই বাড়ির মালিক, এলাকাবাসী, কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানেই সবকিছু আলোচনা হবে।'



নরেশ মোড় এলাকায় বিক্ষোভ স্থানীয়দের। বৃহস্পতিবার।

## খাঁচায় বন্দি চিতাবাঘ, তবু কাটেনি আতঙ্ক

**ফাঁসিদেওয়া, ২১ মে :** পরিত্যক্ত চা বাগানে চিতাবাঘের উপদ্রবে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের তারবান্ধা সংলগ্ন বাঁওকালি এলাকায়। অবশেষে বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় বৃহস্পতিবার একটি চিতাবাঘ বন্দি হওয়ার খবরে এলাকায় সাময়িক স্বস্তি মিলেছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, ওই নির্দিষ্ট চা বাগানটির জমি নিয়ে আদালতে মামলা চলায় দীর্ঘদিন ধরে সেখানে পরিচর্যা হয়নি। ফলে আগাছা ও ঝোপঝাড়ে বাগানটি কার্যত জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। এই ঝোপের কারণেই সেখানে একাধিক চিতাবাঘ আস্তানা তৈরি করেছে, যা স্থানীয় জনবসতির কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া বাগানের পাশেই বাগডোগরা বিমানবন্দরের অনেকটা পরিত্যক্ত জমি একইরকমভাবে জঙ্গলে ভরে গিয়েছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে, তাঁদের দাবি অনুযায়ী বুধবার বাগানে ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পাতা হয়েছিল। সেই খাঁচাতেই একটি চিতাবাঘ বন্দি হয়। এলাকায় আরও চিতাবাঘ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। স্থানীয় বাসিন্দা অরবিন্দ সিংহ বলেন, 'আতঙ্ক এখনও পুরোপুরি কাটেনি।' যদিও বন দপ্তরের তরফে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার আশ্বাস এবং স্থানীয় মানুষজনকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

## ইদ আয়োজনে শান্তি বৈঠক

**চাকুলিয়া ও চোপড়া, ২১ মে :** ইদ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধি, ইমাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধর ও চাকুলিয়া থানার আইসি অরিন্দম মণ্ডল বৈঠকে অংশ নেন। পুলিশের তরফে ইদের কোরবানি নিয়ে বিস্তারিত গাইডলাইন দেওয়া হয়। বৈঠকে চাকুলিয়ার ইমাম আবদুল বাসির বলেন, 'আশা করি, সুষ্ঠুভাবে উৎসব পালিত হবে। তবে কোরবানি নিয়ে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা শিথিল করার অনুরোধ জানাই। আগের নিয়ম অনুসারেই যেন পালন করতে দেওয়া হয়।' এ প্রসঙ্গে বিডিও বলেছেন, 'সকলকে আইন মেনে চলতে হবে।' তরিয়াল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সেলিনা আক্তার বলেছেন, 'আইন মেনে কাজ করা সকলের কর্তব্য। এই বার্তাই এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।' এদিকে, বৃহস্পতিবার চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরেও সর্বদলীয় শান্তি বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চোপড়া থানার আইসি কেশব বড়াল, ডিএসপি রাহুল বর্মন ও জনপ্রতিনিধিরা।

# প্রশান্ত মামলার ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি শিখার

**রাজগঞ্জ, ২১ মে :** খুনের দায়ে অভিযুক্ত পলাতক রাজগঞ্জ ব্লকের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে তীব্র আক্রমণ করলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে বৈঠক করতে আসেন বিধায়ক। বৈঠক শেষে বেরিয়ে তিনি বলেন, 'একজন খুনের আসামি, স্মাগলার কী করে ঘুরে বেড়ান। কার হাত, পা ছিল প্রশান্ত বর্মনের মাথায় যে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নির্বাচনের আগে গজলডোবায় এসে নাচানাচি করে গিয়েছেন। বিডিও অফিসে ঘুরে গিয়েছেন। তারপরেও তাঁকে ধরা হয়নি।' প্রশান্ত মামলার ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি দিয়ে শিখা বলেছেন, 'রাজ্যে তৃণমূলের চটিচাটা পুলিশ ছিল বলেই প্রশান্ত বর্মন গ্রেপ্তার হননি। বর্তমান পুলিশ যদি সেই ধরনের ব্যবহার করে, তাহলে তার ব্যবস্থা হবে। ওই মামলার ফাইল নতুন করে আবার খোলা হবে।'

এদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে এদিন বিধায়ক বলেছেন, 'উনি ছিলেন নাটের গুরু, বদমাশ মহিলা। তাঁর জন্য আমি আর কিছু বলতে চাই না।' বিডিও অফিসে বৈঠক সম্পর্কে শিখা বলেছেন, 'আগামীদিনে কী কী কাজ হবে, কী কী পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেসব জানতে চাওয়া হয়েছে। পরিষ্কারভাবে বিডিও এবং ব্লক প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগের সরকারের আমলে যেটা হয়েছে, বর্তমানে সেভাবে করলে চলবে না। সমস্ত কাজ স্বচ্ছতা বজায় রেখে করতে হবে।' শিখা বলেন, '১০০ দিনের কাজ সম্ভবত খুব শীঘ্রই শুরু হবে। আগের সরকারের আমলে যে ঘোটালাবাজি হয়েছিল, সেই ঘটনা এখন আর চলতে দেওয়া হবে না। একই পরিবারের একাধিক জব কার্ড দেখা গেলে সেটা বাতিল করতে হবে, এটা আমি বিডিওকে বলেছি।' রাজগঞ্জ ব্লকের দুর্নীতি প্রসঙ্গে



বৈঠকে বিডিও'র সঙ্গে দুই বিধায়ক।

তিনি বলেন, 'সমস্তকিছুই তদন্ত করে দেখা হবে।' পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সোলার লাইট বসাবেন ঠিক করলেও প্রধানের মদতে তৃণমূল নেতার পার্টে এই লাইট বসানো হয়েছে। এই কাজে বিডিও জড়িত না থাকলে এমনটা হওয়ার কথা নয়। এই বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখা হবে।'

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জের বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডল, জয়েন্ট ভিডিও নাজিবুল শেখ, বিএমওএইচ রাহুল রায় সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

# প্যানেল বিতর্কে অনিশ্চয়তা স্কুলে

**খড়িবাড়ি, ২১ মে :** পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৭৯ জন পড়ুয়া আছে। কিন্তু তবু স্কুলের গেটে তালা। কারণ চলতি বছরে মার্চ মাসের ৩১ তারিখ স্বরজিৎ ঘোষ নামে শিক্ষক অবসর নেওয়ার পর এই মুহূর্তে আর পড়ানোর কেউ নেই। শুধু শিক্ষকই নন, খড়িবাড়ি গভর্নমেন্ট মডেল হাইস্কুলে কোনও শিক্ষাকর্মীও আর নেই। তার ওপর স্কুলের তালা খুলতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত হলেও ইন্টারভিউয়ের পর প্যানেল নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

এই স্কুলের এক পড়ুয়ার অভিভাবক তথা বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সদস্য কল্যাণ প্রাসাদ বলছেন, 'নিয়োগের ক্ষেত্রে তৃণমূল শিক্ষা সেলের শিলিগুড়ির এক প্রভাবশালী শিক্ষক নেতার ঘনিষ্ঠদের নামমাত্র ইন্টারভিউ নিয়ে প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। ওই প্যানেল বাতিল ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করে দ্রুত স্কুল চালুর ব্যবস্থা করতে হবে।'

যদিও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না সিংহ রায়ের বক্তব্য, 'বিডিওর তত্ত্বাবধানে ইন্টারভিউ হয়েছে। প্যানেল অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। দ্রুত স্কুল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে বলে শুনেছি।'



■ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে একজন এবং বাকি একজন মার্চে অবসর নেওয়ার পর থেকে স্কুলে আর শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নেই

■ ১৩ মার্চ ইন্টারভিউয়ের পর প্যানেল অনুমোদনের জন্য বিকাশ ভবনে পাঠানো হলেও অনুমোদন পায়নি

■ অবসরপ্রাপ্তদের নিয়োগের ওই প্যানেল নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু এখন নতুন সরকারি নির্দেশিকায় স্কুলে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর তার জেরেই আগের সরকারের আমলে তৈরি প্যানেল এখনও বহাল থাকবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ফলে কবে স্কুল খুলবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি।

বুড়াগঞ্জের তেলেঙ্গাজোতে ২০২১ সালে ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনতলা স্কুল ভবনটি তৈরি হয়। ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠনপাঠন শুরু হয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে একজন এবং বাকি একজন মার্চ মাসের ৩১ তারিখে অবসর নেওয়ার পর থেকে স্কুলে আর কোনও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ছিলেন না। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক স্বরজিৎ ঘোষের কথায়, '৩১ মার্চ অবসরের পর খড়িবাড়ি বিডিও অফিসে চাবি দিয়ে এসেছি। এখন স্কুলে কোনও শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী নেই।'

স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মডেল স্কুলগুলির তত্ত্বাবধানে রয়েছে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাড হক কমিটি। জেলা শাসক এই কমিটির সভাপতি এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কমিটির সম্পাদক। আগে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত চুক্তির ভিত্তিতে অ্যাড হক কমিটি নিয়োগ করত। এই স্কুলটিতে ৫ জন শিক্ষক, দুজন ক্লার্ক, দুজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী, দুজন নৈশপ্রহরী ও একজন সাফাইকর্মীর অনুমোদিত পদ রয়েছে। বিডিও অফিস সূত্রে খবর, ১৩ মার্চ ইন্টারভিউ হয়েছিল। ইন্টারভিউয়ের প্যানেল অনুমোদনের জন্য বিকাশ ভবনে পাঠানোও হয়। তারপরই নির্বাচনি আচরণবিধি কার্যকর হয়ে যায়। এখনও সেই ফাইল অনুমোদন পায়নি।

খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ নিয়োগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে বিডিও অফিস সূত্রে খবর, নিয়োগের প্যানেলটি বাতিল হতে পারে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ডেপুটেশনে পার্শ্ববর্তী স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে স্কুলটি স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করেছে প্রশাসন।

## স্কুল ভিত্তিক ফলাফল — উচ্চমাধ্যমিক

| স্কুল | মোট পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ | সর্বোচ্চ |
|---|---|---|---|
| শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল | ৩১৩ | ২৯৩ | প্রান্তিক বিশ্বাস (৪৭৭) |
| শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল | ৩৪১ | ৩৪০ | শ্রেয়সী শীল (৪৮৯) |
| নজরুল শতবার্ষিকী বিদ্যালয় | ৬৫ | ৬০ | মহম্মদ আর্মান (৪০০) |
| নেতাজি হাইস্কুল | ২০২ | ১৯১ | শ্রীজা ভৌমিক (৪৭৩) |
| শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয় | ১৯৫ | | স্নেহা সরকার (৪৫০) |
| জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল | ১৪৩ | ১৩৮ | মিষ্টু সিংহ (৪৭২) |
| হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয় | ১১৬ | ১০৩ | ববিতা ঘোষ (৪৫৭) |
| তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় | ৩৫৯ | ৩৪২ | রৌনক কর্মকার (৪৭৮) |
| শ্যামধনজোত হাইস্কুল | ৮২ | ৮০ | তানিশা মণ্ডল (৪৪৩) |
| খড়িবাড়ি হাইস্কুল | ১৩৭ | ১২৮ | কুন্তল সিংহ (৪৫৮) |
| খড়িবাড়ি তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয় | ১৭১ | ১৪৪ | ঈশা সিংহ (৪৪৭) |
| বাতাসি শাস্ত্রীজি হাইস্কুল | ১০১ | ৮০ | কুণাল দেবনাথ (৪১০) |
| খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাইস্কুল | ৭০ | ৫০ | সুজিত গুপ্তা (৪০৫) |
| অধিকারী কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুল | ৪৮ | ৩৯ | সুমন বিশ্বাস (৩৬৮) |
| বুড়াগঞ্জ কালকূট সিং হাইস্কুল | ৫৯ | ৫৩ | বিপাশা রায় (৩৯৪) |
| আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয় | ৭০ | ৬৬ | নবনীতা ঘোষ (৪২৬) |
| বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয় | ৬০ | ৫২ | দীপিকা সিংহ (৪০২) |
| শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠ | ৩১৩ | ২৯৮ | সুপ্রিয়া বর্মন (৪৫৯) |
| বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল | ৯০ | ৫২ | ধীরাজ দাস (৪২৭) |
| বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র | ১২১ | ১০২ | তন্ময় পাল (৪৮৬) |

# বাঁধের বোল্ডারে জমির প্লট কাটায় বাধা প্রশাসনের

**নকশালবাড়ি, ২১ মে :** সরকারি বাঁধের পাথর চুরি করে জমি প্লটিংয়ের অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচি নদীর চরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হয় পুলিশকে, জমি প্লটিংয়ের কাজ বন্ধ করে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার ভোরে। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কিলারাম, বড় মণিরামজোত এলাকায় বেশ কিছু বাসিন্দা এদিন মেচি নদীর চরের পুরোনো বাঁধের বোল্ডার আর্থমুভার দিয়ে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে বোঝাই করে মেচি নদীর চরে ফেলছিলেন এবং ওই জমি প্লটিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছিল ওই বোল্ডার। তা দেখতে পেয়ে বাধা দেন স্থানীয়রা। দুই পক্ষের বচসায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান নকশালবাড়ির বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদার। বন্ধ হয়ে যায় জমি প্লটিং।

ওই এলাকার মেচি নদীর চরে কয়েকশো বিঘা সরকারি জমি রয়েছে। জমিতে যাতে নদীর জল না জমে, সেই যুক্তিকে সামনে রেখে এদিন কিলারাম ও বড় মণিরামের বাসিন্দারা বোল্ডার দিয়ে জমি প্লটিংয়ের কাজ শুরু করেন। সেই অভিযোগ পৌঁছায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পুলিশের কাছে। উল্লেখ্য, নতুন সরকার গঠন হতেই অবৈধ কার্যকলাপ খতিয়ে দেখে শক্ত হাতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা টিকারাম দাহাল বলেন, 'গ্রামের বাঁধের পাথর চুরি করে অবৈধভাবে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছিল। যা নজরে পড়তেই আমরা ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছি।' এদিকে পালটা অভিযোগে সরব সঞ্জীব সিং ছেত্রী। তিনি বলেন, 'ওখানে আমার জমি রয়েছে। বন্যা থেকে জমিকে বাঁচাতে বাঁধ দিচ্ছিলাম। পুরো বিষয়টি জানিয়ে ভূমি দপ্তরে আবেদন জানিয়েছি।' নকশালবাড়ির বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদার বলেন, 'এ ধরনের কাজ করতে হলে সেচ দপ্তরের অনুমতি নিতে হয়। যদিও বিষয়টি নিয়ে আমরা থানায় দুজনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছি। একইসঙ্গে এ নিয়ে জরিমানা করার নির্দেশ দিয়েছি। পুলিশকে এলাকায় নজরদারি রাখতে বলা হয়েছে।'



মেচি নদীর চরের জমি প্লট করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার।

## হিংসায় মদত

২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় মদত দেওয়ার অভিযোগে অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল গড়িয়াহাট থানায়।



## দখলমুক্ত স্টেডিয়াম

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম দখলমুক্ত করল প্রশাসন। ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের নির্দেশে একাধিক ক্লাবঘরের তালা ভেঙে দিল প্রশাসন। অরূপ বিশ্বাসের সুরুচি সংঘের ঘর সহ একাধিক ঘর দখলমুক্ত হল।



## ফের হেপাজতে

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুকে ৪ জুন পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠাল নিম্ন আদালত। দক্ষিণ দমদম পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়ের বয়ানকে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে হাতিয়ার করেছে ইডি।



## শঙ্কা কাইজারের

খুন হতে পারেন তিনি এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন ভাঙড়ের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদ। দুজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাঁর বাড়ির সামনে অস্ত্র হাতে ঘোরাঘুরি করছেন বলে দাবি তাঁর।

## আরজি কর মামলায় ফের সিট গঠন

**কলকাতা, ২১ মে :** আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিবিআইয়ের যুগ্ম অধিকর্তার (পূর্বাঞ্চলীয়) নেতৃত্বে তিন সদস্যের দল গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ। ঘটনার দিন রাতে নির্যাতিতার রাতের খাবার সময় থেকে শুরু করে তাঁর মৃতদেহ সৎকার হওয়া পর্যন্ত ঠিক কী কী ঘটেছিল তা জানতে চায় আদালত। সেই সম্পূর্ণ ঘটনাক্রম নতুন করে এবং সুনির্দিষ্টভাবে খতিয়ে দেখতে হবে সিট'কে। তথ্য প্রমাণ নষ্ট, বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া, লঘু করে দেখানো সহ পরিবারের তরফে যা যা অভিযোগ উঠেছে তা পুনরায় তদন্ত করবে সিট। প্রয়োজনে পরিবারের সঙ্গেও কথা বলবেন তাঁরা। গত দেড় বছরে সিবিআই কী তদন্ত করেছে তা নিয়ে অসন্তুষ্ট আদালত।

## মাদ্রাসাতেও বন্দে মাতরম

**কলকাতা, ২১ মে :** রাজ্যের সমস্ত স্কুলে বন্দে মাতরম বাধ্যতামূলক করার ঠিক এক সপ্তাহের মাথাতেই এবার মাদ্রাসার জন্যও কড়া নির্দেশিকা জারি করল রাজ্যের নতুন সরকার। মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের জারি করা নয়া নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সরকারি, সরকার-পোষিত এবং অনুমোদনপ্রাপ্ত সমস্ত মাদ্রাসায় ক্লাস শুরুর আগে প্রাত্যহিক প্রার্থনায় এবার থেকে বাধ্যতামূলকভাবে বন্দে মাতরম গাইতে হবে। দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রার্থনার নিয়মে সমতা আনতেই এই পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই জেলাশাসক ও স্কুল পরিদর্শকদের কাছে এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, সম্প্রতি জাতীয় প্রতীকের অবমাননা রুখতে কড়া আইন আনার উদ্যোগ নিয়েছে খোদ কেন্দ্র সরকারও। তার আবহে রাজ্য সরকারের এই নির্দেশিকা যথেষ্ট অর্থবহ।



*সাষ্টাঙ্গে।। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার বেলুড় মঠে শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।*

### চলতি বছরেই হাওড়া ও বালিতে পুরভোট

# পুরসভায় ডামাডোল চরমে

**কলকাতা, ২১ মে :** পশ্চিমবঙ্গে পালাবদলের পরই রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে শুরু করেছে রাজ্যের অধিকাংশ পুরসভায়। এখনও কলকাতা, বিধাননগর সহ রাজ্যের সিংহভাগ পুরসভা তৃণমূলেরই দখলে। কিন্তু ৪ মে-র পর থেকে পুরসভাগুলিতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। তৃণমূলের কাউন্সিলাররা বেপাত্তা। কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, ভাটপাড়ার মতো গঙ্গাপাড়ের একাধিক পুরসভায় ইতিমধ্যে গণ হারে ইস্তফা দিতে শুরু করেছেন জোড়াফুলের কাউন্সিলাররা। বেশ কিছু পুরসভার একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলারকে নানা অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অনেকে আবার এলাকায় থাকলেও ওয়ার্ড অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় বাংলার পুর মানচিত্রে পরিবর্তন আর মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে রং বদলের এই বিচিত্র টানাপোড়েনের জেরে পুর পরিষেবা বহু ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের।

এই সুযোগে ফাঁকা ওয়ার্ড অফিসগুলির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে শুরু করেছে বিজেপি। কোথাও আবার বিজেপি বিধায়করা পুর পরিষেবা সচল রাখার জন্য বিভিন্ন পুরসভার পুরপ্রধান ও কাউন্সিলারদের ফোন বা বৈঠক করে নির্দেশ দিতে শুরু করেছেন। চলতি বছরের শেষে কলকাতা পুরসভায় ভোট হওয়ার কথা। এদিনই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, এই বছরই হাওড়া ও বালি পুরসভায় ভোট হবে। বছর ঘুরলেই রাজ্যের আরও ১০৮টি পুরসভায় ভোট হওয়ার কথা। তার আগেই কলকাতা ও তৎসংলগ্ন পুরসভাগুলিতে তৃণমূল নেতাদের গা-ছাড়া মনোভাবে ক্ষুব্ধ খোদ তৃণমূল চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভা ভোটের ফল অনুযায়ী, কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০২টিতেই এগিয়ে বিজেপি। মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে অন্ধকারে রেখে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক সম্পত্তি পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের তরফে ভাঙার নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, মেয়র পদে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন ফিরহাদ। দলনেত্রীকেও তিনি নাকি এমনটা জানিয়েছেন। অশনিসংকেত টের পেয়ে শুক্রবার বিকাল চারটেয় কালীঘাটের বাড়িতে দলের কাউন্সিলারদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তৃণমূলনেত্রী। ঘটনা হল, ডামাডোলের কারণে কলকাতা পুরসভাতে মেয়র পারিষদের বৈঠকও পিছিয়ে গিয়েছে। বর্ষার আগে প্রতি বছর প্রস্তুতি বৈঠকও হয়। তাও এখনও হয়নি। ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জানান, 'বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কাউন্সিলাররা বাড়িছাড়া। আমরা ফেরানোর চেষ্টা করছি, যাতে অন্তত পরিষেবা দিতে বিঘ্ন না হয়।'

শুধু কলকাতাতেই নয়, রাজ্যের একাধিক পুরসভায় প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, 'অনেক প্রতিনিধি ফিরতে পারছেন না, এটা সত্য। সেক্ষেত্রে তাঁদের থানায় অভিযোগ জানাতে হবে।'

চলতি বছরের শেষেই হাওড়া ও বালিতে পুরভোট হতে পারে। বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর সেই সম্ভাবনার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে তৈরি পুরবোর্ডের পরিবর্তে প্রশাসক দিয়ে পুরসভা, পঞ্চায়েত চলতে পারে না। সব ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের শেষে ডিসেম্বর নাগাদ হাওড়া কর্পোরেশন এবং বালি পুরসভার ভোট করার চেষ্টা করবে সরকার।'

### সোশ্যাল মিডিয়াতেও কর্মচারীদের নিষেধাজ্ঞা

# মতামত প্রকাশে সরকারি 'লাগাম'

**কলকাতা, ২১ মে :** মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধির হার মনমতো হয়নি? প্রকাশ্যে অসন্তোষ করতে যাবেন না প্লিজ! কেস খেয়ে যেতে পারেন! রাজ্য সরকারের নীতির বিরুদ্ধাচরণে অভিযুক্ত হয়ে যেতে পারেন আপনি। শুধু ছাপার অক্ষরে নয়, সংবাদমাধ্যম আপনাকে জিজ্ঞাসা করলেও স্পিকটি নট না থাকলে আপনার বিপদ হতে পারে। কোথাও কিছু বলার জায়গা না থাকলে লোকে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় মন খুলে লেখে।

খবরদার! সেই কাজটিও করবেন না। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় (নম্বর ১৩৯- সিএস/২০২৬) স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে। বিধিনিষেধ অনুযায়ী সরকারের সমস্ত নিয়মিত প্রতিষ্ঠানের আধিকারিক, কর্মীরা এর আওতায় পড়বেন। শিক্ষক, অধ্যাপক ইত্যাদি পেশায় কর্মরতরা কি ছাড় পাবেন? বৃহস্পতিবার আগের নির্দেশিকার কিছু সংশোধনী ঘিরে কেউ কেউ সেই ছাড়ের কথা বলছেন বটে। কিন্তু সরকারি তরফে পরিষ্কার করা হয়নি। বরং হাইস্কুল ও জুনিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষকদের গুগল মিটে নিষেধাজ্ঞার পাঠ পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যসচিবের মঙ্গলবারের নির্দেশিকার ৪ ধারায় কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনও নীতি বা সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে মন্তব্য, লেখা, সম্প্রচার, প্রকাশনা নিষিদ্ধ। সোশ্যাল মিডিয়াও সেই নিষেধাজ্ঞার আওতায়। এমন নয় যে, এমন সরকারি নিয়ম আগে ছিল না। বেশ কয়েকটি আইনের উল্লেখ মুখ্যসচিবের নির্দেশে আছে। যেমন ১৯৫৯-এর পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট সার্ভিস কনডাক্ট রুল, ১৯৬৮-র অল ইন্ডিয়া সার্ভিস কনডাক্ট রুল ও ১৯৮০-র ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিস রুল।

নিয়মগুলি থাকলেও তা নিয়ে তেমন কড়াকড়ি বা সরকারের তেমন নজরদারি ছিল না। ফলে সরকারি চাকরি করেও অনেকে খোলাখুলি নানা মন্তব্য করতেন বা লিখতেন। কেউ কেউ সংবাদমাধ্যমেও নিজের অভিমত প্রকাশ করতেন। বাংলায় ক্ষমতায় এসে প্রথম বিজেপি সরকার



- কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনও নীতি বা সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে মন্তব্য, লেখা, সম্প্রচার, প্রকাশনা নিষিদ্ধ
- সরকারি কর্মীদের সংবাদপত্র, সাময়িকী, অন্য কোনও প্রকাশনায় লেখা বা সম্পাদনাও নিষিদ্ধ
- প্রশ্ন উঠছে, সংবাদমাধ্যম সরকারি তথ্য কার কাছ থেকে পাবে

সেই অভিমত প্রকাশে লাগাম টানতে কড়া হতে চাইছে। এই নিয়ে বিভিন্ন স্তরে প্রতিবাদের মধ্যে আগের নির্দেশিকা সংশোধন করলেও থেকে গিয়েছে প্রচুর প্রশ্ন ও ধন্দ।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি নির্দেশিকাটিকে বাকস্বাধীনতা হরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বৃহস্পতিবার তিনি লিখেছেন, 'এই সার্কুলারজুড়ে একটি সতর্কবার্তার মতো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা। এটা সুশাসন বজায় রাখার জন্য নয়, বরং বাংলার সরকারি কর্মচারীদের মুখ বন্ধ করে রাখার চেষ্টা।'

তাঁর বক্তব্য, 'এই নিয়মের সহজ অর্থ হল, তোমাকে যা বলা হবে, তুমি সেটাই ভাববে। আর যখন অনুমতি দেওয়া হবে, তখনই শুধু মুখ খুলবে।' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনের (জুটা) মতে, এই নির্দেশিকা মুক্তচিন্তা ও জ্ঞানচর্চায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

মুখ্যসচিব স্বাক্ষরিত সার্কুলারে আরও যেসব বিধিনিষেধ আছে, তার সবক'টিই মতপ্রকাশে লাগাম বলা যেতে পারে। তার মধ্যে আছে সরকারের আগাম অনুমতি না নিয়ে কোনও সরকারি কর্মী বেসরকারি তো বটেই, সরকার স্পনসর্ড মিডিয়া অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, সরকারের অনুমতি ছাড়া সরকারি কর্মীদের সংবাদপত্র, সাময়িকী, অন্য কোনও প্রকাশনায় লেখা বা সম্পাদনা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এমনকি তাঁরা সংবাদপত্রে চিঠিও লিখতে পারবেন না।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতাতেও সরাসরি লাগাম পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে কোনও অফিসার আর সরকারি নির্দেশ ছাড়া সরকারি নথি বা তথ্য সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সংবাদমাধ্যমকে দিতে পারবেন না। এতে অবশ্য প্রশ্ন উঠছে, সংবাদমাধ্যম সরকারি তথ্য তবে কার কাছ থেকে পাবে? নির্দেশিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অফিসাররা মুখে কুলুপ আঁটায় সেই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।



*ফলতার একটি ভোটকেন্দ্রে। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই*

## ফলতায় বাড়ল ভোটের হার

অরূপ দত্ত

**কলকাতা, ২১ মে :** জাহাঙ্গিরহীন ফলতায় নির্বিঘ্নেই ভোট হল। শুধু শান্তিপূর্ণ ভোটই নয়, অতীতের নির্বাচনের থেকে এবার ফলতায় ভোটের হারও বেড়েছে। কমিশন জানিয়েছে, এদিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত ফলতায় ভোট পড়েছে ৮৬.৭১ শতাংশ। ২৪ মে ফলতার ভোট গণনা। এই পর্যন্ত বিধানসভায় বিজেপির আসন ২০৭, তৃণমূলের ৮০। ফলতায় জিতলে আরও একটি আসন বাড়বে বিজেপির। এবার নওদা এবং রেজিনগর দুটি কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীর। তবে শপথ নিয়েছেন নওদা আসনের বিধায়ক হিসেবে। তার ফলে রেজিনগর আসনে আগামী ৬ মাসের মধ্যে ফের ভোটের সম্ভাবনা রয়েছে। ভোট শেষ হয়ে গেলেও আরও একমাস ৫০০ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে ভোট পরবর্তী হিংসার আশঙ্কায়। রাজ্যের অনুরোধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই নির্দেশ দিয়েছে।

এদিন ফলতার ২৮৫টি বুথের অধিকাংশ জায়গায় ভোটারদের লাইনে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই ভোটের হার ছিল অন্যান্য বারের তুলনায় অনেকটাই বেশি। সকাল ১১টার মধ্যেই ৪২ শতাংশের বেশি ভোট পড়ে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটের হারও বাড়তে থাকে। বিকাল ৫টা পর্যন্ত ফলতায় ভোট পড়েছে ৮৬.৭১ শতাংশ। তখনও বেশকিছু বুথে ভোটের লাইনে যথেষ্টই ভিড় দেখা গিয়েছে।

এদিকে ভোটের দিন সকাল থেকেই উৎসুক মানুষের নজর ছিল ফলতার শ্রীরামপুরে তৃণমূল প্রার্থী একদা ফলতার বেতাজ বাদশা জাহাঙ্গির খানের বাড়ির দিকে। কিন্তু দিনভর বুথে তো নয়ই, নিজের বাড়িতেও জাহাঙ্গিরের খোঁজ মেলেনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভিতর থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়িতেই ছিলেন জাহাঙ্গির। ফলতায় জাহাঙ্গিরের পার্টি অফিসও ছিল বন্ধ। প্রচারের শেষদিনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন জাহাঙ্গির। তবে এদিন কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, মনোনয়ন প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট সময়ের পর কে কোথায় কী বললেন, তার কোনও ভিত্তি নেই। কমিশনের খাতায় ফলতা নির্বাচনে ৬ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন জাহাঙ্গির খান। জাহাঙ্গিরের ঘোষণার পর তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করার দাবি উঠেছিল।

এদিন কিছু বুথে জাহাঙ্গির ঘনিষ্ঠদের নজরে পড়েছে বিরোধীদের। ফতেপুরে একটি বুথের বাইরে জাহাঙ্গির ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে দেখতে পেয়ে চোর চোর করে তেড়ে যান মহিলারা। অভিযোগ, এদিন সকালেও তাঁদের ভোট না দেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে। সেই ঘটনার জেরে অভিযুক্তের বাড়িতে ধাওয়া করে পৌঁছোয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই ব্যাপারে কমিশনের মতে, দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও এদিনের ভোট হিংসামুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ হয়েছে।

# উচ্ছেদের প্রতিবাদে অবশেষে পথে তৃণমূল

**কলকাতা, ২১ মে :** বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর অবশেষে পথে নামল তৃণমূল। হকার উচ্ছেদ ও বুলডোজার অভিযানের বিরুদ্ধে শহরের তিন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় 'জীবন ও জীবিকা বাঁচাও' কর্মসূচি পালন করল রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। শিয়ালদায় দলের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন- বিধায়ক অশোক দেব, মদন মিত্র, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষসহ দলের স্থানীয় নেতারা। উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

বৃহস্পতিবার শহরের তিন গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন- শিয়ালদা, হাওড়া ও বালিগঞ্জ সেভেন পয়েন্টে 'জীবন ও জীবিকা বাঁচাও' কর্মসূচি পালন করল ঘাসফুল শিবির।

বুলডোজারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন আইএসএফের একমাত্র বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীও। কিন্তু দীর্ঘদিন রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা দল তৃণমূল কই? রবিবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে বুলডোজার রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তারপরেও রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি তৃণমূলের কোনও নেতা-নেত্রীকে। বিধানসভা নির্বাচনে আশিটি আসন জিতেও জনসংযোগ কি হারিয়ে ফেলেছে রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল? সেই জল্পনার মধ্যেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অবশেষে পথে নামল তৃণমূল।

শিয়ালদার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র, চৌরঙ্গির বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষসহ স্থানীয় নেতৃত্ব। প্রথমে ঠিক ছিল প্রাচী সিনেমা হলের সামনে মঞ্চ বেঁধে বিক্ষোভ দেখাবেন কুণালরা। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ সভার ৪৫ মিনিট আগে ফোন করে সভার অনুমতি বাতিল করে পুলিশ। রাস্তায় চাটাই-মাদুর বিছিয়ে বসে পড়েন তৃণমূল বিধায়করা। প্রায় একঘণ্টা ধরে হ্যান্ডমাইক হাতেই বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলের বিধায়করা। তাঁদের অভিযোগ তৃণমূল সৌন্দর্যায়নের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই গরিব হকারদের উচ্ছেদ করেছে রাজ্যের নতুন সরকার। ২০০৬ সালে বাম সরকারের অপারেশন সানশাইনের কথা উল্লেখ করে একযোগে বাম-বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়েছেন কুণাল-নয়নারা। আগামীদিনে উচ্ছেদের প্রতিবাদে দলনেত্রীও পথে নামবেন বলে জানিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র।



*শিয়ালদায় কর্মসূচিতে কুণাল, মদন সহ অন্যরা। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

# স্বস্তি দিয়েও ভর্ৎসনা অভিষেককে

**কলকাতা, ২১ মে :** নির্বাচনি জনসভায় বিতর্কিত ও উসকানিমূলক মন্তব্যের জেরে কলকাতা হাইকোর্টে ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্যকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অনভিপ্রেত বলে আখ্যা দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তবে আইনি লড়াইয়ে আপাতত সাময়িক স্বস্তিও পেয়েছেন অভিষেক। আদালত জানিয়েছে, আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ বা গ্রেপ্তার করতে পারবে না পুলিশ। তবে আদালতের অনুমতি ছাড়া তিনি দেশ ছাড়তে পারবেন না।

ভোটের প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে হুমকি ও উসকানি দেওয়ার অভিযোগে অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন রাজীব সরকার নামে এক ব্যক্তি। সেই এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'তিনবারের সাংসদ ও দলের শীর্ষ পদে থেকেও কীভাবে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করলেন? নির্বাচনের আগে এই ধরনের মন্তব্য কি তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে খাপ খায়?' এ রাজ্যের ভোট-পরবর্তী হিংসার কালো অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, 'তৃণমূল যদি ক্ষমতায় আসত, তাহলে ভেবে দেখেছেন পরিস্থিতি কী হত? তাঁর কাছ থেকে তো বিচক্ষণ মন্তব্য আশা করা যায়।'

নির্বাচনি জনসভা থেকে অভিষেক মন্তব্য করেছিলেন, '৪ মে ১২টার পর দেখে নেব কার কত ক্ষমতা। কোন গডফাদার বাঁচায়।' কিংবা 'বুকের পাটা থাকলে ৪ তারিখ বাংলায় থাকবেন, কত ধানে কত চাল বোঝাব।'

আদালতে অভিষেকের পক্ষে আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই মামলা করা হয়েছে। এই মন্তব্যের কারণে কোথাও আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও নানা উসকানিমূলক কথা বলেছেন বলে তিনি পালটা যুক্তি দেন। যদিও অন্য কারও প্রসঙ্গ টানতে রাজি হয়নি আদালত। মামলায় রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার জানান, অভিষেককে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই। পুলিশও গ্রেপ্তারের কোনও পদক্ষেপ করেনি।

সব শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এফআইআর খারিজের আবেদন নাকচ করে দেন এবং জানান তদন্ত চলবে। তবে আগামী ৩১ জুলাই বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না।

## পশু জবাই নিয়ে সরকারের বিজ্ঞপ্তি বহাল

**কলকাতা, ২১ মে :** ১৯৫০ সালের পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তি বাতিল করল না কলকাতা হাইকোর্ট। বরং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে খোলা স্থানে পশু জবাই এবং গোরু কোরবানি ইসলাম ধর্মের কোনও ধর্মীয় বাধ্যতামূলক নয়। এই দুটি শর্ত অবিলম্বে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে উৎসবের বিষয়টি বিবেচনা করে ওই আইনের ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী ছাড় দেওয়া যায় কি না, তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে রাজ্যকে। পশু জবাইয়ের শংসাপত্র দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও কর্মকর্তা আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধান করতে বলেছে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এই আইন দীর্ঘ ৭৬ বছর ধরে প্রচলিত। আইনের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে কোনও সংবিধিবদ্ধ আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বজায় থাকে যতক্ষণ তাকে অসাংবিধানিক না বলা হয়। আদালতের ২০১৮ সালের নির্দেশ অনুযায়ী, নোটিশটি দেওয়া হয়েছে, তাই তা বাতিল বা স্থগিত করার আইনগত ভিত্তি নেই।'

## গ্রেপ্তার পাক গুপ্তচর জাফর

**কলকাতা, ২১ মে :** এনআইএ-এর তল্লাশি অভিযানে গ্রেপ্তার পাক গুপ্তচর জাফর রিয়াজ। ধৃত জাফর এন্টালির বাসিন্দা, পেশায় জুতো ব্যবসায়ী। কলকাতায় দুটি কারখানা ছিল তার নামে। সেই কারখানার আড়ালেই চলত পাক গুপ্তচরবৃত্তি ও দেশ বিরোধী কাজ।

জাফর এদেশের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি, সেনা ছাউনি এবং সামরিক অবস্থানের ছবি তুলে আইএসআই-কে পাঠাত। বেনামী সিম ব্যবহার করে ওটিপিও পাঠাত একাধিক পাক হ্যান্ডেলারের কাছে। এর মাধ্যমে মেয়েদের নাম ও ছবি দিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হত। ট্র্যাপে ফেলা হত ভারতীয় জওয়ানদের। দু'দেশের মধ্যে যাতায়াতও ছিল জাফরের। সেই সূত্রে লাহোরে বিদেশি নথিভুক্তিকরণ দপ্তরে আওয়াইশ নামে এক পাক আধিকারিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার। আওয়াইশের নির্দেশেই ভারতে এই চোরাচক্রের শাখা মজবুত করতে থাকে রিয়াজ।

# অনুপ্রবেশকারীদের হিসাব চান শুভেন্দু

স্বরূপ বিশ্বাস

**কলকাতা, ২১ মে :** গত বুধবারই রাজ্যে সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) কার্যকর করার পর, এবার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ রুখতে পুলিশ ও প্রশাসনকে প্রথম দিন থেকেই 'হার্ড টাস্ক' দিয়ে রাখলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে পুলিশ ও প্রশাসনকে একেবারে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে কড়া বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে কোনও অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে তাঁকে আর আদালতে পেশ করার কোনও দরকার নেই। ধরা পড়লেই তাঁকে ভালো করে খাওয়াদাওয়া করিয়ে সোজা পাঠিয়ে দিন বনগাঁ পেট্রাপোল সীমান্তে অথবা বসিরহাটের বিএসএফ চৌকিতে। সেখান থেকে বিএসএফ-ই তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

রাজ্যের অন্যতম ব্যস্ত প্রবেশদ্বার হাওড়া স্টেশনকে পাখির চোখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিদিন এই স্টেশন দিয়ে অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করেন, যার সুযোগ নেয় অনুপ্রবেশকারীরাও। তাই হাওড়া স্টেশন চত্বরে নজরদারি আরও জোরদার করতে হাওড়ার পুলিশ কমিশনার এবং আরপিএফ-কে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, সিএএ-র আওতায় পড়েন না এমন কোনও অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হাওড়া স্টেশনে ধরা পড়লে, তাঁদের নিয়ে আইনি টানাপোড়েনে সময় নষ্ট না করে সরাসরি সীমান্তের বিওপি-তে পৌঁছে দিতে হবে।



তবে এখানেই ক্ষান্ত নন মুখ্যমন্ত্রী। এই পুরো প্রক্রিয়াটির ওপর তিনি নিজেই লাগাতার ও কড়া নজরদারি রাখতে চান। প্রশাসনের কাজে যাতে কোনওরকম ফাঁকি না হয়, তার জন্য এবার প্রতি সপ্তাহে কতজন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তলব করেছেন তিনি। প্রতি সপ্তাহের এই ধরপাকড়ের খতিয়ান রাজ্য পুলিশের ডিজি মারফত সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে পাঠাতে হবে। সিএএ-র নিয়ম অনুযায়ী পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে চলে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টানদের শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হবে। ভারত সরকার তাঁদের তাড়িয়ে দেবে না। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, এই সংক্রান্ত কেন্দ্রের পাঠানো নির্দেশিকা পূর্বতন সরকার চেপে রেখেছিল, যা বুধবার থেকে তিনি বাংলায় কার্যকর করে দিয়েছেন।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

## রসসিক্ত প্রজ্ঞা

রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের একাধিক গুণের অন্যতম হল, তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে অবলীলায় মিশে যেতে পারেন। সাধারণত তিনি প্রতিদিন প্রাতর্ভ্রমণের সময় চা চক্রে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায় রত হন। এই আলাপচারিতায় অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করেন, সহাস্যবদনে তাঁর কথা হৃদয়ংগম করেন।

কিন্তু যখন তিনি সকলের সঙ্গে বৌদ্ধিক আলোচনায় রত হন, তখন তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী বহুসময় অন্তরের কালিমা দূর করে হাস্যরসের পূর্ণ আলোকে বাঙালি হৃদয়কে আলোকোজ্জ্বল করে দিতে পারে। তাঁর সাম্প্রতিক বাণীটি তেমনই হাস্যরস উদ্রেককারী এবং মনোরঞ্জক। তিনি বলেছেন, গোয়ালের সাধের গোরুটিকে আদর করলে মানুষের শরীরের রক্তচাপ হ্রাস হয়ে থাকে।

এই বাণী একদিকে যেমন তাঁর স্বতন্ত্র এবং অভিনব চিন্তার প্রতিফলন, অন্যদিকে তেমন চিররুগ্ন বাঙালি হৃদয়ের কাছে বয়ে আনা অপার শান্তির বার্তা। তাঁর নিদান, গোরুর গলকম্বল অথবা পিঠের কুঁজে হাত বোলালেই রক্তচাপ কমতে থাকে। এখানেই শেষ নয়। তিনি চিররুগ্ন বাঙালিকে আরও সুপরামর্শ দিয়েছেন। গোময় বা গোমূত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অবহিত। তাঁর পরামর্শ, শরীরের কোনও অংশ কোনও কারণে ফুলে গেলে সেখানে ভালো করে গোময়ের প্রলেপ দেওয়া হলে নিরাময় অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রসঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতাও তিনি সকলের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে প্রভাতী চা চক্রে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের শরীরের একটি অংশ ফুলে গিয়েছিল, সেখানে গোবরের প্রলেপ দেওয়ায় ধীরে ধীরে সেই উপসর্গের উপশম হয়েছিল। গোমাতা সম্পর্কে তাঁর অমৃতবাণী এই প্রথম নয়। তিনি এর আগেও এই ধরনের অমূল্য বাণী বিতরণে কুণ্ঠিত হননি।

২০১৯ সালে বিজেপির রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন তিনি জানিয়েছিলেন, গোরুর কুঁজে সোনার সম্ভার আছে। তাঁর অমূল্য বাণী, দেশি গোরুর কুঁজে স্বর্ণনাড়ি থাকে, সেই নাড়ির মাধ্যমে সরাসরি সূর্যালোক থেকে সোনা আহরণ করে থাকে গোমাতারা। তাঁর বাণীর সারাংশ ছিল, গোমূত্রে মানবশরীরের জটিল ব্যাধিসকলের উপশম হয়। সেইসময় দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক এবং গবেষকরা দিলীপবাবুর অভিজ্ঞতালব্ধ 'জ্ঞানকে' বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করেছিলেন।

বিজ্ঞানীরা দিলীপবাবুর সমস্ত বাণী উপেক্ষা করে জানিয়েছিলেন, এইসব পরামর্শের পিছনে রয়েছে অন্ধবিশ্বাস এবং তমসাচ্ছন্ন মানসিকতা। তাতে কিছু যায় আসেনি ভারতীয় জনতা পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা এই রাজনীতিকের। তিনি তাঁর সমালোচকদের বিঁধে যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ, এইসব বুদ্ধিজীবীর ঘটে বুদ্ধি নেই। তিনি এইসব বুদ্ধিজীবীকে গর্দভ জ্ঞানে নস্যাৎ করেছিলেন।

মন্ত্রী হওয়ার পর তিনি তাঁর বাণীর ভাণ্ডার ফের খুলে বসেছেন। সমস্যা হল, এই মুহূর্তে তাঁর হাতে রয়েছে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর। সেখানে যদি তিনি নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রজ্ঞা দিয়ে দপ্তর পরিচালনা করতে চান, তাহলে তাঁর অধঃস্তন কর্মচারী, অফিসার বা প্রাণীবিজ্ঞানীরা বিপাকে পড়ে যেতে পারেন। প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রীর ধর্মীয় দর্শন তাঁকে যে প্রজ্ঞাদান করেছে আধুনিক বিজ্ঞান তো সেই ধর্মীয় ধারার অনুসারী নয়। ফলে তাঁর দপ্তরের আধিকারিকরা যদি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক হন, তাহলে মন্ত্রীর বিচারধারার বিপরীতে চলতে চাইবেন। তখন গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। আর তাঁরা যদি মন্ত্রীর বাণীকে আপ্তবাক্য হিসাবে শিরোধার্য করেন, তাহলে দপ্তরের সামগ্রিক উদ্দেশ্য পণ্ড হবে।

এই চতুষ্পদ প্রাণীটিকে গোমাতা বিবেচনায় পুজ্য মনে করতে বাধা নেই, কিন্তু তাতে প্রাণীবিকাশ সাধিত হয় না। যদি কোনওদিন গোমাতারা 'ম্যাড কাউ ডিজিজ'-এ আক্রান্ত হয় তখন তো গোমূত্র বা গোময়কে পবিত্র জ্ঞানে ব্যবহার করা যাবে না। তখন দেশি গোরুকে 'মা' এবং জার্সি গোরুকে 'মাসি' সম্বোধন করলেও গোধন রক্ষা করা যাবে না।

## অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। 'সাধু সোতেন সংবরো।' বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

- শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

# হয়েছে রাহুমুক্তি, ফিরুক কাজের পরিবেশ

১৫ বছরের অরাজকতা আর দুর্নীতির অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে পালাবদল হলেও, একেবারে গ্রাম স্তর পর্যন্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে না সাজালে এই পরিবর্তনের আসল সুফল কখনোই প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছাবে না।

**অরবিন্দ ভট্টাচার্য**





শুনসান।। ভোটের ফলাফল ঘোষণার দিন শিলিগুড়ি পুরনিগমে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

রাজ্যে এখনও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই একের পর এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে নতুন সরকার। এখন তাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ— একদিকে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এবং অন্যদিকে, দুর্নীতির মূলোৎপাটনে ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কার। এর পাশাপাশি কঠোর হাতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করাটাও সমান জরুরি।

আসলে গত ১৫ বছর ধরে গোটা রাজ্যে সর্বক্ষেত্রে যে অরাজক অবস্থা তৈরি হয়েছিল, দল ও প্রশাসন যেভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, তা এককথায় নজিরবিহীন। সর্বত্র যে পারিবারিক স্বৈরতন্ত্র কায়েম হয়েছিল, আইনের শাসন ভেঙে পড়েছিল এবং গোটা সিস্টেমে হিংসা ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছিল— সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে কিছুটা সময় তো লাগবেই। রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সংস্কৃতি থেকে কর্মসংস্থান— সবকিছুই আজ বিপর্যস্ত। এই ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠতে প্রয়োজন এক নতুন জাগরণের। সাতচল্লিশে স্বাধীনতার পর থেকেই যে মূল্যবোধের দরকার ছিল, তা অধরাই থেকে গেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দীর্ঘ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মবলিদানের গৌরবময় ইতিহাস বেমালুম ভুলে আমরা নীতি ও নৈতিকতা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি, যার বিষময় ফল আজ সমাজকে কুরে-কুরে খাচ্ছে।

শান্তিপূর্ণ ইভিএম-বিপ্লবের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গের এই 'রাহুমুক্তি'-র পর আজ সেই নবজাগরণ নতুন করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর এই সংস্কার শুধু রাজধানী কলকাতায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, দুর্নীতিমুক্তির এই অভিযান পৌঁছাতে হবে একদম গ্রাম স্তর পর্যন্ত। অফিস-কাছারি, প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল থেকে শ্মশানঘাট, কিংবা পাহাড়, নদী, অরণ্য— সর্বত্র সর্বগ্রাসী দলতন্ত্র আর সীমাহীন দুর্নীতির জাল কাটতে চাই ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কার।

সরকারি কর্মীরা সপ্তম পে কমিশনের হারে বেতন পাবেন, বকেয়া ডিএ মিলবে— এগুলো তাঁদের দীর্ঘ সংগ্রামের অর্জিত অধিকার। কিন্তু অধিকার আদায়ের পাশাপাশি একশ্রেণির কর্মচারীকে তাঁদের কর্তব্যটা শেখাবে কে? দপ্তরে দপ্তরে হারিয়ে যাওয়া কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে কে? জনগণের সেবক থেকে তাঁরা তো জনগণের প্রভু হয়ে উঠেছিলেন! 'আজ নয়, কাল আসুন', 'পুজোর পরে আসুন', 'সাহেব বাইরে আছেন, সামনের সপ্তাহে আসুন'— এভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়। শেষপর্যন্ত সমস্যা সমাধানে সেই দালাল বা এজেন্টদেরই হাত ধরতে হয়। ভূমি সংস্কার থেকে আঞ্চলিক পরিবহণ, রেজিস্ট্রি অফিস থেকে ব্লক অফিস— সর্বত্র হাজার হাজার দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনার সমস্যার 'মসিহা' সেজে। 'ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল'— তা না হলে কলুর বলদের মতো চক্কর কাটতে হবে দিনের পর দিন।

সর্বত্র মাত্রাছাড়া দুর্নীতির ঘুণপোকা বাসা বেঁধেছে। পূর্ত দপ্তর, সেচ, বিদ্যুৎ, বন, দমকল, পুরসভা, জেলা পরিষদ— রাজ্যে এমন কোনও দপ্তর নেই যেখানে সুনীতি বজায় আছে। সর্বত্রই শুধু 'পার্সেন্টেজ'-এর খেলা। বিগত সরকারের আমলে প্রচ্ছন্ন মদতে একশ্রেণির আমলা আর কর্মীর ফুলেফেঁপে ওঠাটা সচেতন মানুষের চোখ এড়ায়নি। রাজ্যে 'ভিজিলেন্স কমিশন' কার্যত চিরঘুমে আচ্ছন্ন। বছর বছর 'প্রপার্টি স্টেটমেন্ট' বা সম্পত্তির হিসেব দেওয়ার প্রথা এখন ইতিহাস। আর 'অডিট' মানেই ভালোমন্দ পানাহার, দামি গিফট প্যাকেট আর ডুয়ার্স বা ভুটানে প্রমোদভ্রমণ! একেবারে নিখুঁত সিস্টেম। নীলবাতি লাগানো সরকারি গাড়ির যথেচ্ছ ব্যবহার তো আরেক প্রহসন। সকালে বাচ্চাদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে সন্ধ্যায় বিউটি পার্লারের সামনে পর্যন্ত— সরকারি গাড়ির এমন অপব্যবহার কারও নজর এড়ায় না। একসময় শুধু পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠত, এখনও ওঠে। কিন্তু আজ গৌতম বুদ্ধের সেই 'অশোক নিলয়'-এর খোঁজের মতো, দুর্নীতিমুক্ত কোনও দপ্তর থেকে এক মুঠো সর্ষে আনতে বললে আপনাকে হতাশ হয়েই ফিরতে হবে। প্রশাসনিক ব্যয় শুধু বেড়েছে আর রাজস্ব আয় কমেছে। যার ফলশ্রুতিতে সাড়ে আট লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা রাজ্যবাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে বিদায় নিয়েছে পূর্বতন সরকার।

আমরা কলেজবেলায় দেখেছি, একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী একজনমাত্র রিভলভারধারী নিরাপত্তারক্ষী পেতেন। বাম আমল থেকে সেই ভিআইপি সংস্কৃতি বাড়তে থাকে। কোনও মন্ত্রী জেলায় বা শহরে এলেই হুটার বাজানো পাইলট কার নিয়ে সশব্দে ঘুরে বেড়াতেন। জনপ্রতিনিধিদের এমন আস্ফালন আর গরিমায় বিরক্ত মানুষ তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তৃণমূল আমলে তো সেটা আরও চরম আকার নিয়েছিল। শুধু মন্ত্রী বা বিধায়ক নন, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় কোটি কোটি টাকার গাড়ি আর পুলিশ দেওয়া হত শাসকদলের নেতাদের পাহারায়। এই ভিআইপি সংস্কৃতির খোলস থেকে বেরোতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গকে এক পা-ও এগিয়ে নেওয়া যাবে না।

পুরোনো দিনের মতো আবারও ভিজিলেন্স কমিশনকে সক্রিয় করে তোলা জরুরি। অডিট বিভাগের ওপর কঠোর নজরদারি কায়েম করতে হবে। অডিট কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনে 'কাউন্টার অডিট' প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। দপ্তরে দপ্তরে শুধু বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করলেই হবে না, প্রতিটি সরকারি কর্মচারীর কাজের হিসাব রাখতে আগের মতো 'ফরওয়ার্ড ডায়েরি' বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও পরামর্শ জানানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত প্রতিটি দপ্তরের নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ চালু করা এখন সময়ের দাবি। আগের মতো উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের 'সারপ্রাইজ ভিজিট' বা আচমকা পরিদর্শনও বাধ্যতামূলক করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, কলকাতা থেকে কয়েকজন আমলা বা কর্মীকে দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ি অথবা মেখলিগঞ্জে 'পানিশমেন্ট ট্রান্সফার' করে দায়িত্ব সারলেই হবে না। দুর্নীতিতে নিমজ্জিত, মরচে ধরা এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ব্লক স্তর পর্যন্ত সার্বিক পরিবর্তন আনতে না পারলে প্রান্তবাসী, বঞ্চিত মানুষের কাছে সরকার বদলের সুফল কখনোই পৌঁছাবে না।

এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এই বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষগুলোর দু'হাত ভরা আশীর্বাদ নিয়েই রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে।

*(লেখক সাংবাদিক)*

**রাজ্যে দীর্ঘ দেড় দশকের স্বৈরাচার ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অবসান ঘটিয়ে এক নতুন ভোরের সূচনা হয়েছে। ইভিএম-বিপ্লবের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যে গুরুদায়িত্ব নতুন সরকারের কাঁধে সঁপেছেন, তা পূরণে প্রধান শর্ত হল আপাদমস্তক প্রশাসনিক সংস্কার। বকেয়া ডিএ বা সপ্তম পে কমিশনের মতো ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারি কর্মীদের দায়িত্বশীলতা ফেরানো অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটি স্তরে দালালচক্রের বিলোপ, ভিআইপি সংস্কৃতির অবসান এবং ভিজিলেন্স কমিশনকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমেই কেবল প্রান্তিক ও বঞ্চিত মানুষের দুয়ার পর্যন্ত প্রকৃত পরিবর্তনের সুফল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে এই নতুন জমানায়।**

## আজ

**১৭৭২**



সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায় আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।



**১৮৫৯**

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক আর্থার কোনান ডয়েল।

## আলোচিত



বিজেপির রিমোট কন্ট্রোল শাসনে নীরবতাই এখন প্রশাসনের প্রধান যোগ্যতা। মারাত্মক সার্কুলারটি আসলে বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া ও মৌলিক অধিকারকে গলা টিপে মারার নীল নকশা। এর সহজ অর্থ- তোমাকে ঠিক যা বলা হবে, তুমি সেটাই ভাববে। যখন অনুমতি দেওয়া হবে, তখনই শুধু মুখ খুলবে।

-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

## ভাইরাল/১



অসমের মানস জাতীয় উদ্যানে জঙ্গল সাফারি চলাকালীন পর্যটকদের জিপে হানা একশৃঙ্গী গন্ডারের। খড়্গ দিয়ে গন্ডারটি জিপ উলটে দিতে উদ্যত হয়। জিপের সামনের অংশ কিছুটা ভেঙেও যায়। তবে চালকের উপস্থিতবুদ্ধির জোরে বড় ধরনের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়।

## ভাইরাল/২



পেশার কারণে হয়তো খেলা হয় না। তবে ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা অটুট। সামগ্রী ডেলিভারি করার পর ফ্ল্যাটের বাইরে থাকা ব্যাট নিয়ে শ্যাডো প্র্যাকটিস করলেন এক গিগকর্মী। শেষে ব্যাটে চুম্বন করে তারপর বিদায় নিলেন। সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড হওয়া দৃশ্যটি ভাইরাল।

জনমন
জনমত

## ক্রীড়ামন্ত্রীকে কয়েকটি আর্জি

জনতা জনার্দন আপনার ওপর বিশ্বাস রেখে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে সেইরকম উল্লেখযোগ্য কোনও অগ্রগতি না হলেও এমওয়াইএএস থেকে ইতিমধ্যে দেশব্যাপী কাজ করার অভিজ্ঞতা এবার বাংলার খেলাধুলোর ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে বলে আশা রাখি। আমার কিছু প্রস্তাব রয়েছে। যেমন -

এই রাজ্যে যেসব ক্রীড়া সংস্থা রয়েছে সেখানে আধিকারিকরূপে যাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন তাঁদের খেলা পরিচালনা অথবা ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা নিরূপণ করা দরকার। যাঁরা মাঠে শিশু সহ বড়দের প্রশিক্ষণ দেন তাঁদের যোগ্যতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আজকের শিশু ভবিষ্যতের খেলোয়াড়। সুতরাং কিডস কোচিং অত্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া উচিত। এরজন্য প্রশিক্ষিত কোচ নিয়োগ করা উচিত। অন্ততপক্ষে সাই থেকে ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করা। পাশ করা কোচদের পারিশ্রমিক ব্যবস্থা চালু হোক। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি যে কোনও স্পোর্টস অ্যাকাডেমি/সেন্টারগুলি আয়ব্যয় ও পরিচালনার ক্ষেত্রে টাস্ক ফোর্সের নিয়মাবিল পালন করছে কি না লক্ষ রাখতে হবে। এছাড়া স্পোর্টস সায়েন্স, স্পোর্টস সাইকোলজি, স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট এবং পারফরমেন্স অ্যানালিটিক্স বিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁদের মাঠমুখী ও সংস্থায় অন্তর্ভুক্তি করা দরকার।

আশা করি, এভাবেই পারিবারিককরণ রোধ করে খেলার আঙিনায় নতুন সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়বে।

**চৈতন্য ঘোষ, প্রশিক্ষক**
**হাজরাপাড়া, কোচবিহার।**

## ইসলামপুরে আইন কি শুধুই খাতায়-কলমে?

মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে হেলমেট পরে মোটর সাইকেল বা স্কুটার চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় নিয়মভঙ্গকারীকে শাস্তির মুখে পড়তে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এই শহরে বেশিরভাগ মানুষ নিয়ম মানেন না। কেউ কেউ অব্যবহৃত হেলমেটের ধুলো ঝেড়ে ব্যবহারযোগ্য করার চেষ্টা করছেন বা নতুন করে কিনছেন বটে, কিন্তু এখনও অনেকের মধ্যেই গা-ছাড়া ভাব। এখনও মোটর সাইকেলে তিন-চারজনকে দেখা যাচ্ছে। এতদিন ট্রাফিক পুলিশের কাজ ছিল হেলমেটহীন চালককে গোলাপ ফুল দিয়ে অথবা নতুন হেলমেট দিয়ে সচেতন করা। কিন্তু সেই প্রচেষ্টায় সাফল্য আসেনি এবং তাঁদের মধ্যে এতটুকু লজ্জাবোধ আসেনি। এখনও সেই অবস্থা চলছে। এ শহরের ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা সিভিক ভলান্টিয়ার বা পুলিশের ক্রিয়াকলাপ আশাব্যঞ্জক নয়। এই শহর ইসলামপুর পুলিশ জেলার সদর দপ্তর হলেও প্রশাসনিক উদ্যোগের অভাবে এবং শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ না থাকায় চতুর্দিকে একটা অরাজকতা তৈরি হয়েছে। আশা করি এবারে সরকারের পদক্ষেপকে আমরা সকলে ভালোভাবে রূপায়িত করতে পারব।

**সঞ্জীব বাগচী**
**আশ্রমপাড়া, ইসলামপুর।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, প্রাউড ক্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# পাহাড়চূড়ায় অদম্য ইচ্ছাশক্তির জয়গান

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পুনম বাম্বা'র এভারেস্ট বেস ক্যাম্প অভিযান বার্ধক্যের সংজ্ঞা আবারও বদলে দিল।

**শমিত বিশ্বাস**



আদালতের এজলাসে আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ আর পাহাড়ের দুর্গম পথে প্রাণপণ লড়াই— আপাতদৃষ্টিতে এই দুই মেরুর মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু দিল্লি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পুনম এ বাম্বা প্রমাণ করেছেন সংকল্প অটুট থাকলে জীবনের যে কোনও পর্যায়েই নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। বেশ কয়েক মাস আগে ৬৪ বছর বয়সে তিনি নেপালের হিমালয় অভিযানে পাড়ি দেন। মজার বিষয় বলতে এই অভিযানের জন্য তাঁর আগে থেকে কোনও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা হিমালয় অভিযানের প্রস্তুতি ছিল না। তাঁর ৬৬ বছর বয়সি স্বামী অনিল বাম্বা যখন এভারেস্ট বেস ক্যাম্প (ইবিসি) যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বিচারপতি বাম্বাও নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সেখানে যাবেন বলে ঠিক করেন। তাঁর এই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কাজ করেছিল এক অমোঘ বিশ্বাস— বয়স কেবল একটি সংখ্যা মাত্র।

৫,৩৬৪ মিটার উচ্চতার এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে পৌঁছাতে তাঁকে দশদিন ধরে প্রতিদিন প্রায় আট ঘণ্টা করে হাঁটতে হয়। ৬৫ কিলোমিটারের এই বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়া কোনও সাধারণ শারীরিক সক্ষমতার কাজ নয়। তিনি কোনও জিম বা বিশেষ অল্টিটিউড ট্রেনিং ছাড়াই এই দুঃসাধ্য সাধন করেন। তাঁর প্রস্তুতির মূল ভিত্তি ছিল দীর্ঘদিনের শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন। প্রতিদিন ভোরে পাঁচ কিলোমিটার হাঁটা, ধ্যান, প্রাণায়াম এবং মনের আনন্দে নৃত্যচর্চাই ছিল তাঁর প্রধান শক্তি। পাহাড়ে ওঠার কঠিন সময়ে যখন খিদে মরে গিয়েছিল বা হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় শরীর ভেঙে আসছিল, তখন এই মানসিক শৃঙ্খলা ও 'নদীর মতো বয়ে চলা'র দর্শনই তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যায়।




অদম্য।। এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পুনম বাম্বা।

হিমালয়ের এই পরিক্রমা তাঁর কাছে কেবল শারীরিক ভ্রমণ ছিল না, ছিল এক গভীর আত্মিক শিক্ষা। যাত্রাপথে দুধকোশী নদীর ওপর দোদুল্যমান ঝুলন্ত সেতুতে দাঁড়িয়ে যখন তিনি বিশাল হিমবাহের সামনে নিজেকে আবিষ্কার করেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল প্রকৃতি যেন তাঁকে এক অলৌকিক আশ্রয়ে ঘিরে রেখেছে। অন্ধকার ঘন অরণ্যের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় এক অজানা আশঙ্কার মুখে দাঁড়িয়েও তিনি শিখেছিলেন গাইড এবং নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে। নিজের ফুসফুস, পেশি এমনকি লালার গ্রন্থির মতো দেহের প্রতিটি অঙ্গের প্রতি কীভাবে কৃতজ্ঞ থাকতে হয় তা তিনি এই অভিজ্ঞতাতেই শেখেন। প্রতিকূল পরিবেশে মানুষের শরীরের অভিযোজন ক্ষমতা যে কতটা বিস্ময়কর, তা তিনি হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছেন।

বাম্বার এই অভিযান কেবল হিমালয়কেন্দ্রিক নয়, এর আগেও তিনি কুমেরু বা অ্যান্টার্কটিকার ড্রেক প্যাসেজের উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়েছেন। ১৯৮০-র দশকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে ২০০২ সালে বিচার বিভাগীয় কর্মজীবনে প্রবেশ করেন তিনি। দীর্ঘ উনিশ বছরেরও বেশি সময় বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার পর ২০২৩ সালের অগাস্টে তিনি অবসর নেন। তাঁর এই বর্ণময় জীবন ও পাহাড় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে বর্তমানে তিনি একটি বই লিখছেন। ইতিপূর্বেই তাঁর পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে 'পাতিয়ালা হাউস : প্যালেস টু জাস্টিস' অন্যতম। হিমালয় অভিযানের এই নতুন কাহিনী তাঁর সাহিত্যচর্চায় এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে চলেছে।

আমরা প্রায়শই বড় কোনও স্বপ্নকে 'দেরি হয়ে গেছে' বলে সরিয়ে রাখি। কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত এই বিচারপতির দুঃসাহসিক সমস্ত অভিযান প্রমাণ করে সাহসের কোনও অবসর হয় না। অল্পেই ভেঙে পড়ার কোনও মানেই হয় না।

*(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৫১

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ১ | | ২ | ★ | ৩ | ৪ | ★ |
| ★ | | ★ | ৫ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | | ★ | ৬ | | ৭ |
| ★ | ৮ | | | ★ | ★ | ★ | |
| ৯ | ★ | ★ | ★ | ১০ | | ১১ | ★ |
| ১২ | ১৩ | | ★ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ১৪ | | ★ | | ★ |
| ★ | ১৫ | | ★ | ১৬ | | | ★ |

**পাশাপাশি** : ১। ভৃত্য, সেবক বা মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ৩। বাতাসার আরেক নাম ৫। রাত, ছেঁড়া ন্যাকড়া ৬। গোলা, কেনাবেচার কেন্দ্র ৮। নয় ফোঁটাযুক্ত খেলার তাস ১০। বৈঠকখানা ১২। হিজ্জল বা অম্বুজ গাছ ১৪। ঝরনা কলমে থাকে, ঝরনা কলমের মোচ ১৫। অহংকার, গর্ব ১৬। ঢেউ, প্রবাহ, সারি বা প্যাঁচ।

**উপর-নীচ** : ১। টুকরো টুকরো, খণ্ড খণ্ড ২। সরল, অকপট ৪। একান্ত গুপ্ত, দুর্জ্ঞেয়, জটিল বা রহস্যময় ৭। বিছানাপত্রের গাঁটরি ৯। ত্রাণ করো, রক্ষা করো, বাঁচাও ১০। স্বপক্ষীয় লোকজন ১১। অন্য জন্ম, পূর্ব জন্ম বা পরজন্ম ১৩। দস্তা-এর আরেক নাম।

**সমাধান ■ ৪৪৫০**

**পাশাপাশি** : ১। প্রকৃত ৩। ইতিকথা ৪। বসতি ৫। উৎফুল্ল ৭। তক ১০। রিম ১২। হাবাগোবা ১৪। কাগজ ১৫। আলাভোলা ১৬। বখিল।

**উপর-নীচ** : ১। প্রত্যাঘাত ২। তবলা ৩। ইতিউতি ৬। ফুলুরি ৮। কসবা ৯। হাবাকালা ১১। মন্দানিল ১৩। আজব।

## বিন্দুবিসর্গ

## দেশজুড়ে রাজীব স্মরণ

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির প্রয়াণ দিবস। দিল্লির বীরভূমিতে বাবার স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সমাজমাধ্যমেও শেয়ার করেন বাবার একাধিক ছবি। তিনি লিখেছেন, 'বাবা, আপনি একটি দক্ষ, সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব আমি পালন করব। আপনার শিক্ষা, সংস্কার এবং স্মৃতি সর্বদা আমার সঙ্গে রয়েছে।' বীরভূমিতে রাজীব গান্ধির সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং ওয়েনাড়ের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও। রাজীব গান্ধির প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমাজমাধ্যমে রাজীব গান্ধিকে স্মরণ করেন এদিন।

## রুপোলি পর্দায় বিপন্ন নিরাপত্তা

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** বিনোদনের চক্করে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে না তো? রণবীর সিংয়ের স্পাই থ্রিলার 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' নিয়ে দায়ের হওয়া এক জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে সেন্সর বোর্ডের ভূমিকা নিয়ে এমনই প্রশ্ন তুলল দিল্লি হাই কোর্ট। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, গুপ্তচর বা স্পাই সিনেমা তৈরির ক্ষেত্রে সেন্সর বোর্ডের কিছু নির্দিষ্ট প্রোটোকল বা গাইডলাইন থাকা উচিত। অভিযোগ, ওই সিনেমায় দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর বহু গোপন ট্যাকটিকাল অপারেশন এবং আন্ডারকভার এজেন্টদের কাজ এমনভাবে দেখানো হয়েছে, যা অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট-এর সরাসরি পরিপন্থী। এর জেরে শত্রুপক্ষের মাটিতে কর্মরত আসল ভারতীয় এজেন্টদের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। আদালত অবিলম্বে এই বিষয়টি খতিয়ে দেখে সেন্সর বোর্ড এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রককে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

## মৃত্যুতে ২ কোটি ক্ষতিপূরণ

**আলিগড়, ২১ মে :** চিকিৎসা বিভ্রাটে ডান কিডনির বদলে বাম কিডনি কেটে বাদ দেওয়া হয় ৫৬ বছর বয়সি এক মহিলার। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের এহেন মারাত্মক ভুলের খেসারত দিয়ে দীর্ঘদিন রোগে ভুগে তিনি মারা যান। এরপর ন্যায়বিচার পেতে শুরু হয় দীর্ঘ আইনি লড়াই। প্রায় চোদ্দো বছর আগে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের ওই ঘটনায় শেষমেশ মৃতার পরিবারকে ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় ক্রেতা সুরক্ষা আদালত। বেঞ্চের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এপি শাহি এবং সদস্য ভারতকুমার পান্ড্য এই রায় দিতে গিয়ে চিকিৎসকের কুকীর্তিকে 'মেডিকেল ডিজাস্টার' বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিপর্যয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

## হাইকোর্ট অনলাইনে

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** পশ্চিম এশিয়া নিয়ে সংকটের কারণে জ্বালানি বাঁচাতে দেশের সমস্ত হাইকোর্টকে অনলাইনে শুনানি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেক হাইকোর্টে এই ব্যবস্থা চালুও হয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বৃহস্পতিবার এই তথ্য উল্লেখ করে এও জানিয়েছেন, সোম ও শুক্রবার ভার্চুয়াল শুনানি হচ্ছে সুপ্রিমকোর্টে। হাইকোর্টের পাশাপাশি জেলা আদালতগুলিকেও অনলাইন নিয়ম মানার অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, জ্বালানি বাঁচাতে বিচারপতিরাও গাড়ি শেয়ার করছেন। বার ও বেঞ্চ উভয় পক্ষকেই অনলাইন ব্যবস্থায় আসার ডাক দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।



রাজীব গান্ধির প্রয়াণ দিবসে বীরভূমিতে সোনিয়া, রাহুল, প্রিয়াংকার শ্রদ্ধার্ঘ্য। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

# গুলিতে ঝাঁঝরা পুলওয়ামার কুচক্রী

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** সীমান্তের ওপারে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজদের হামলায় মৃত্যু হল ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার অন্যতম চক্রী হামজা বুরহানের। সাত বছর আগে পুলওয়ামার ওই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান। সেই হামলাকারীদের বিস্ফোরক জুগিয়েছিল হামজা, এমনটাই তদন্তে জেনেছিলেন গোয়েন্দারা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে হামজার মৃত্যুর খবরটি সামনে আসে। পিওকে-র মুজফফরাবাদে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় কিছু সশস্ত্র লোক। অসংখ্য গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তার শরীর। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। হামজা বুরহান ওরফে 'ডাক্তার' আদতে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা ছিল। ২০২২ সালে ভারত সরকার 'জঙ্গি' তকমা দিয়েছিল তাকে।

গত কয়েক বছরে পাকিস্তানে একের পর এক জঙ্গি নেতার রহস্যমৃত্যুর তালিকায় নয়া সংযোজন এই হামজা, যার হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নাম এখনও সামনে আসেনি। কেউ দায় নেয়নি এই হত্যাকাণ্ডের।

২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি হামলায় নাম জড়িয়েছিল হামজার। গোয়েন্দাদের দাবি, পুলওয়ামায় হামলাকারীদের সে গ্রেনেড, বিস্ফোরক ইত্যাদি জুগিয়েছিল। ২০২০ সালের ১৮ নভেম্বর সিআরপিএফ জওয়ানদের ওপর হামলার ঘটনাতেও নাম জড়িয়েছিল তার। এরপর টানা তল্লাশি চালিয়ে তাদের ধরার চেষ্টা করলেও হামজা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে পালিয়ে যায়।

হামজা মৃত্যুর আবহে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নিয়ে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র চার্জশিটেও সীমান্তের ওপারের ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস হয়েছে। গত বছরের এপ্রিলে পহলগাম হামলার নেপথ্যেও ছিল লাহোর ও করাচির ব্লু-প্রিন্ট। এনআইএ জানাচ্ছে, লস্কর জঙ্গি সইফুল্লা ওরফে সাজিদ জাট লাহোর থেকে সোজাসুজি জঙ্গিদের 'রিয়েল টাইম' নির্দেশ দিচ্ছিল। হামলাকারী জঙ্গিদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনগুলিও কেনা হয়েছিল করাচি ও লাহোরের বিভিন্ন বাজার থেকে। অনলাইনে তা নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠানো হয়। এমনকি ভারতের ওপর দায় চাপাতে 'কাশ্মীর ফাইট' নামক টেলিগ্রাম চ্যানেলের মাধ্যমে পাকিস্তান একটি ভুয়ো প্রচার বা 'ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশন' চালানোর চেষ্টা করেছিল।

তদন্তকারী সংস্থার রিপোর্টে সইফুল্লার ভূমিকা নিয়ে স্পষ্ট তথ্য দেওয়া হয়েছে। এনআইএ-র চার্জশিট অনুযায়ী, 'সইফুল্লা লাহোর থেকে জঙ্গিদের রিয়েল টাইম নির্দেশ দিচ্ছিল, যার মধ্যে ছিল জঙ্গিদের আস্তানা ও পালানোর পথের বিশদ তথ্য।'



### পহলগাম কাণ্ডে চার্জশিট এনআইএ'র

### কে এই হামজা বুরহান

পুলওয়ামার রতনিপোরার বাসিন্দা হামজা বুরহানের প্রকৃত নাম অর্জুমন্দ গুলজার দার। ২০১৭ সালে উচ্চশিক্ষার অছিলায় পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে সে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আল-বদরে যোগ দেয় এবং দ্রুত কমান্ডার পদে উন্নীত হয়। ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলায় সিআরপিএফ কনভয়ে হামলার জন্য বিস্ফোরক ও গ্রেনেড সরবরাহ করেছিল এই হামজাই। ২০২২ সালে ভারত সরকার তাকে 'জঙ্গি' হিসাবে ঘোষণা করে।

## ৬ দশক পর তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের মন্ত্রী

**চেন্নাই, ২১ মে :** ১৯৬৩-৬৭ পর্যন্ত এম ভক্তবৎসলম ছিলেন মাদ্রাজ রাজ্যের শেষ কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী। তারপর রাজ্যের নাম বদলে তামিলনাড়ু হলেও দীর্ঘ ৫৯ বছর মুখ্যমন্ত্রিত্ব তো দূরস্থান, রাজ্য মন্ত্রীসভায় শিঁকে পর্যন্ত ছেড়েনি কংগ্রেসের। ডিএমকে-এআইএডিএমকে-র সঙ্গে মাঝেমধ্যে জোট বদলালেও দ্রাবিড়ভূমে মন্ত্রীর কুর্সি জোটেনি কংগ্রেসের। প্রায় ৬ দশক পর তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের ভাগ্যের চাকা ঘুরল মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়ের হাত ধরে। সরকার গঠনের ১০ দিন পর বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ করেন তিনি। এদিন মোট ২৩ জন বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বি আর্লেকার। ওই ২৩ জনের কংগ্রেসের দুই বিধায়ক এস রাজেশকুমার এবং পি বিশ্বনাথন রাজ্যের নতুন পর্যটন এবং উচ্চশিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। বাকিরা টিভিকের। এদিন সম্প্রসারণের পাশাপাশি মন্ত্রীসভার রদবদলও ঘটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়। তবে কংগ্রেস যোগ দিলেও ভিসিকে এবং বামেরা বিজয়ের সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করছে।

## পিকের নয়া ঠিকানা আশ্রম

**পাটনা, ২১ মে :** রাজনীতির রণাঙ্গনে গোহারা হয়ে কি শেষে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা ভাবছেন প্রশান্ত কিশোর! ততটা না হলেও তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাময়িকভাবে বানপ্রস্থে যাওয়ার।

বিলাসবহুল বাংলো ছেড়ে শহরের কোলাহল থেকে দূরে এক আশ্রমে আস্তানা গেড়েছেন একদা সাড়া জাগানো এই ভোটকুশলী। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর হাতে গড়া 'জন সুরজ' পার্টির শোচনীয় পরাজয়ের পরেই এই অভাবনীয় ভোল বদল পিকের। পাটনা বিমানবন্দরের কাছের রাজকীয় 'শেখপুরা হাউস' ছেড়ে



এখন 'বিহার নবনির্মাণ আশ্রম'-ই পিকের বর্তমান ঠিকানা।

বুধবার দ্বারভাঙায় এক অনুষ্ঠানে পিকে জানান, 'আমি গত রাতেই পাটনার পুরোনো আস্তানা ছেড়েছি। ২০৩০ সালের পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত আইআইটি-পাটনার কাছে একটা আশ্রমে থাকব। সেখান থেকেই আমার রাজনৈতিক কাজকর্ম চলবে।' সহনাগরিক বিহারিদের সতর্ক করে প্রশান্ত কিশোরের বার্তা, 'ভোট দেওয়ার সময় নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভাবুন, প্লিজ। নগদ ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে দয়া করে ভোট বিক্রি করবেন না আপনারা।'

## ফিরলেন 'মৃত' মানুষ

**রাঁচি, ২১ মে :** শেষকৃত্য, শ্রাদ্ধ-শান্তি সব হয়ে গিয়েছে। যাঁর পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবার তিনি বাড়ি ফিরলেন। ঝাড়খণ্ডের খুন্তি জেলার এই ঘটনায় হইচই পড়ে যায়। বিশ্রাম মুন্ডা নামে ওই ব্যক্তি কাউকে না জানিয়ে একটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে রামগড়ে গিয়ে ফেরেননি। অমনই জানিয়েছে পরিজনেরা। ১০ মে থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পরিবার প্রচুর খোঁজাখুঁজি করে। পুলিশে খবর যায়। এর মধ্যে ড্রেন থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ পুলিশ উদ্ধার করে। সেই দেহের উচ্চতা ও চেহারার সঙ্গে নিরুদিষ্ট ব্যক্তির মিল খুঁজে পান পরিজনেরা। প্রথা মেনে তাঁরা দেহটিকে কবর দেন। সম্প্রতি বিশ্রাম ফিরে আসায় ভুল ভাঙে পরিবারের। পুলিশ কবর থেকে দেহ তুলে ডিএনএ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

### চর্চায় আর্থিক প্যাকেজ, দপ্তর বণ্টন

# দিল্লিতে শুভেন্দুর ম্যারাথন বৈঠক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ মে :** পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকারের পথচলা শুরুর ১২ দিন পর রাজধানীতে পা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর এই সফরকে 'সৌজন্যমূলক' বলে দাবি করা হলেও রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সফরের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে বাংলায় বিজেপির দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশল, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের রূপরেখা এবং সংগঠনকে নতুন করে সাজানোর বড় পরিকল্পনা। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পৌঁছেই প্রথমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে বৈঠকে বসেন শুভেন্দু। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে শুধুমাত্র সরকার গঠন নয়, ভোট পরবর্তী বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রশাসনের পুনর্গঠন এবং আগামী কয়েক মাসে বিজেপির রাজনৈতিক বার্তা কী হবে, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বাংলায় প্রথমবার ক্ষমতায় এসে বিজেপি যাতে 'অস্থায়ী উচ্ছ্বাসে' না ভেসে গিয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক জমি তৈরি করতে পারে, সেই দিকেই এখন সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রাজ্যে দপ্তর বন্টনেও বিশেষ নজর দিচ্ছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সঙ্গে দেখা করার পর সবশেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হওয়ার কথা। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ধারাবাহিক সাক্ষাৎ শুধুমাত্র প্রোটোকল নয়, বরং দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে বাংলার নতুন বিজেপি সরকারকে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বীকৃতি এবং বার্তা দেওয়ার কৌশল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গেও বৈঠকে বসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। বাংলার জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ আদায় করে নিতে পারেন কিনা তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।

তবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শুভেন্দুর বৈঠক ঘিরে সবথেকে বেশি চর্চা চলছে। কারণ চলতি মাসের ২৭ তারিখের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত হতে পারে। সূত্রের খবর, সেই প্রক্রিয়ায় সরাসরি নজর রাখছেন অমিত শা স্বয়ং। ফলে মন্ত্রীসভায় কোন মুখ থাকবে, কোন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো হবে, কোন সামাজিক সমীকরণকে গুরুত্ব দেওয়া হবে- সেই সবকিছু নিয়েই দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্বের সক্রিয় ভূমিকা থাকবে।

এদিকে দিল্লির দরবারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গুরুত্ব কতটা বেড়েছে, তারও আভাস মিলেছে রাজধানীর রাস্তায়। শহরের একাধিক জায়গায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা এবং শুভেন্দু অধিকারীর বিশাল কাটআউট ও ব্যানার লাগানো হয়েছে। কোথাও আবার বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের ছবিও রাখা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই প্রচারের উদ্দেশ্য বাংলায় বিজেপির ক্ষমতা দখল করাকে বড় সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা। তবে শুভেন্দুর এই বৈঠকের পাশাপাশি দিল্লিতে সমান্তরালভাবে শুরু হয়েছে বঙ্গ বিজেপির সংগঠন নিয়ে আত্মসমালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণের কাজও। বুধবার রাতেই রাজধানীতে পৌঁছোন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার তিনি বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে। সংগঠনের দায়িত্বে থাকা সুনীল বনসালের সঙ্গেও তাঁর বৈঠকে বসার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, এই বৈঠকগুলিতে ভোট পরবর্তী বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়েছে। বিজেপি বিপুল জয় পেলেও, এখনও রাজ্যের বহু অংশে সংগঠনের দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে, এই বাস্তবতা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও মেনে নিয়েছেন। বিশেষ করে যে ৮০টি আসনে তৃণমূল জিতেছে সেখানে বিজেপির খারাপ ফল হওয়ার কারণ খতিয়ে দেখা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বিজেপির অন্দরে এখন সবচেয়ে বড় চিন্তার জায়গা সংখ্যালঘু ভোট। নির্বাচনে বিপুল সাফল্য এলেও সংখ্যালঘু সমাজের বড় অংশ এখনও বিজেপির থেকে দূরেই রয়েছে বলে দলের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে উঠে এসেছে। ফলে আগামী দিনে সামাজিক নিরাপত্তার বার্তা দিয়েও সংখ্যালঘু সমাজের একাংশকে নিজেদের দিকে টানার কৌশল নিচ্ছে দল।

## সাহিত্য পুরস্কারে এআই-বিতর্ক

**লন্ডন, ২১ মে :** গল্পটা মানুষের লেখা, নাকি যন্ত্রের? কমনওয়েলথ শর্ট স্টোরি প্রাইজ ঘিরে এখন সাহিত্য জগতে রীতিমতো তোলপাড়। এ বছর ক্যারিবিয়ান বিভাগে ত্রিনিদাদের লেখক জামির নাজির এবং এশিয়া বিভাগে মুম্বইয়ের শ্যারন অরুপারায়িল পুরস্কার জেতার পরেই শুরু হয়েছে চরম বিতর্ক। সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু মানুষের অভিযোগ, এই গল্পগুলো আদতে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে লেখা। বেশ কিছু এআই-ডিটেকশন টুলও গল্পগুলোতে যন্ত্রের ছোঁয়া পেয়েছে। যদিও বিচারকদের দাবি, অপ্রকাশিত লেখার ক্ষেত্রে তাঁরা এআই চেকার ব্যবহার করেননি, বরং লেখকদের ঘোষণার ওপরই ভরসা রেখেছিলেন। অভিযুক্ত লেখকরাও যন্ত্র ব্যবহারের কথা অস্বীকার করেছেন। তবে যে ব্রিটিশ পত্রিকা গ্রান্টা এই গল্পগুলো ছেপেছে, তারাও সতর্কতামূলক নোট জুড়েছে। যন্ত্র নাকি মানুষ, সাহিত্যের এই নয়া যুদ্ধে শেষ হাসি কার, তা নিয়ে ধন্দ কাটছে না।

## দিল্লি হাইকোর্টে উমর খালিদ

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** নিম্ন আদালতে ধাক্কা খাওয়ার পর অন্তর্বর্তী জামিনের আর্জি নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে গেলেন উমর খালিদ। ২০২০-র দিল্লি দাঙ্গা মামলায় অভিযুক্ত জেএনইউ-এর প্রাক্তন ছাত্র কাকার অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়া এবং মায়ের অস্ত্রোপচারের কারণে ১৫ দিনের মুক্তি চেয়েছিলেন। কিন্তু করকরডুমা আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সমীর বাজপেয়ী সেই আর্জি খারিজ করে জানান, 'অস্ত্রোপচারটি অতি সাধারণ এবং এতে আবেদনকারীর উপস্থিতির কোনও বাস্তব প্রয়োজন নেই।' এরপরেই উচ্চ আদালতের কড়া নাড়লেন উমর।




ছাত্র/ছাত্রীর নাম : ..............................
বাবার নাম : ..............................
সম্পূর্ণ ঠিকানা : ..............................
..............................
যোগাযোগের মোবাইল নং : ..............................
কোন বোর্ডের পরীক্ষার্থী : .............................. কোন শাখা : বিজ্ঞান / কলা / বাণিজ্য
বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত / পূর্ণ নম্বর : ........../.......... শতাংশের হিসাব : ..........%
বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষার্থীদের জন্য : জয়েন্ট এন্ট্রান্স / নিট দিয়ে থাকলে তার র‍্যাংক..............................
২০২৪ সালে সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি (মাধ্যমিক) পেয়েছ কি? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
বাবার পেশা এবং বার্ষিক আয় : ..............................
মায়ের পেশা এবং বার্ষিক আয় : ..............................
পারিবারিক মোট বার্ষিক আয় : ..............................
ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : ..............................
..............................
..............................
..............................
আবেদনকারীর বাবা-মা কেউ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের সদস্য ? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
(উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী/সংবাদদাতা/এজেন্ট/হকার/বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়
সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি কমিটি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

• নিজের হাতে পরিষ্কার অক্ষরে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে • শুধুমাত্র ২০২৬-এর পরীক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে • যাদের পারিবারিক মাসিক আয় ১০০০০ টাকার নীচে এবং যারা ন্যূনতম ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে • ফর্মের ফোটোকপি অথবা বাইরের ছাপানো ফর্ম গ্রাহ্য হবে না • প্রয়োজনে ফর্মের সঙ্গে বাড়তি পাতা যোগ করা যাবে • মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কোনওরকম সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না • পেশার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী / ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী / চাকুরিজীবী না লিখে বিশদে জানাতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে : ১) উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ২) মাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ৩) স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র ৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা মোট বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র।

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২৯ মে

## মোদিকে জ্ঞানের খোঁচা কংগ্রেসের

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধে দলের সাধারণ সম্পাদক (যোগাযোগ) জয়রাম রমেশের কটাক্ষ, 'প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনি মরশুমে জ্ঞানেশকে (মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার) দিয়ে কাজ চালালেও, দেশের অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে তাঁর এখন নতুন জ্ঞানের প্রয়োজন।' রমেশের দাবি, ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে দেশজুড়ে এমন এক নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে, সরকারের অন্ধ সমর্থকরাও এখন প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছেন। মুদ্রাস্ফীতির পারদ যেখানে ঊর্ধ্বমুখী, সেখানে আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস অনেকটাই নিম্নগামী। এমনকি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণও ক্রমাগত কমছে।

প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ইতালি সফর এবং সেদেশের প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে মেলোডি টফি উপহার দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেস নেতার খোঁচা, 'প্রধানমন্ত্রী যখন টফি বিলি আর ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে ব্যস্ত, তখন দেশের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।' দেশের বেসরকারি বিনিয়োগ থমকে থাকার পিছনে মোদি সরকারের ভ্রান্ত নীতিকেই দায়ী করেছেন তিনি। কংগ্রেসের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের প্রকৃত মজুরি না বাড়ায় বাজারে কেনাকাটার চাহিদা কমছে, যার ফলে কর্পোরেট সংস্থাগুলি নতুন বিনিয়োগে উৎসাহ পাচ্ছে না। অন্যদিকে আয়কর নোটিশ, কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা এবং নীতিগত অস্থিরতার কারণে ব্যবসায়ী মহলেও এক ধরনের আশঙ্কার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিদের সুবিধা করে দিতেই সুকৌশলে একচেটিয়া ব্যবসার পরিধি বাড়ানো হচ্ছে, যার অন্যতম উদাহরণ মোদানি। আর্থিক নীতির আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন হলেও, মোদি সরকারের কাছে আত্মপ্রচার ছাড়া আর কোনও নতুন দিশা নেই বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা।

## মায়াবতীর দরজায় ধাক্কা খেল কংগ্রেস

**লখনউ, ২১ মে :** উত্তরপ্রদেশে জোট-সমীকরণে ফের বড়সড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস। চলতি সপ্তাহে মল্লিকার্জুন খাড়গের নির্দেশে মায়াবতীর লখনউয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন কংগ্রেসের চার সদস্যের এক প্রতিনিধিদল। কিন্তু টানা এক ঘণ্টা অপেক্ষায় রেখেও তাঁদের সঙ্গে দেখাই করলেন না বিএসপি নেত্রী! অথচ যাওয়ার আগে মায়াবতীর দপ্তরের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেছিলেন দলিত নেতা তনুজ পুনিয়া ও রাজেন্দ্র পাল গৌতমরা। এর আগে অখিলেশ যাদবকেও জোটের প্রস্তাবে পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বহেনজি। তাঁর দাবি, জোট করলে অন্য দল ফায়দা লোটে, কিন্তু বিএসপির ভোট কমে। যদিও ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান বলছে অন্য কথা। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আসলে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে খুশি রাখতেই উত্তরপ্রদেশে বিরোধীদের থেকে সুকৌশলে দূরত্ব বজায় রাখছেন মায়াবতী।

## ইবোলা আতঙ্কে স্থগিত বৈঠক

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** আফ্রিকায় ফের থাবা বসিয়েছে প্রাণঘাতী ইবোলা ভাইরাস। এই পরিস্থিতিতে ২৮ মে থেকে দিল্লিতে শুরু হতে চলা চতুর্থ ভারত-আফ্রিকা ফোরাম শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত রাখা হল। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারত এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি কঙ্গোর দক্ষিণ কিভু প্রদেশে ইবোলার সংক্রমণ ছড়ায়। আফ্রিকার মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, 'আফ্রিকা রোগ নিয়ামক সংস্থা (আফ্রিকা-সিডিসি)-র মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে ভারত সবরকম সাহায্য করবে।' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা জারি করার পর ভারতজুড়ে বিশেষ সতর্কতা ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সম্মেলনের পরবর্তী দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।

আফ্রিকার রিপাবলিক অফ কঙ্গো ও উগান্ডায় ইবোলা ব্যাপকভাবে ছড়ানোয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জনস্বাস্থ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। ভারতে এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাস ঘটিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। বুধবার এবিষয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

# 'যাদের হাতে গণহত্যার রক্ত, তাদের মুখে নীতি'

**নিউ ইয়র্ক, ২১ মে :** রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তোলায় বুধবার পাকিস্তানকে আক্রমণ করল ভারত। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হরিশ পর্বতনেনি জানিয়েছেন, গণহত্যায় যে দেশের কলঙ্কিত ইতিহাস রয়েছে, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করার অধিকার নেই সেই দেশের।

পাকিস্তানের দ্বিচারিতা, হিংসাত্মক ইতিহাস উল্লেখ করে পর্বতনেনি আফগানিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে অসামরিক ব্যক্তিদের ওপর সাম্প্রতিক পাক হামলা ও ১৯৭১-এ বাংলাদেশে গণহত্যার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি বলেন, 'যে দেশ অসামরিক নাগরিকদের ওপর

### কাশ্মীর নিয়ে পাককে কড়া কটাক্ষ ভারতের

বোমাবর্ষণ করে, তার কাছে এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় না। হাতে গণহত্যার রক্ত, মুখে বড় কথা।'

'সশস্ত্র সংঘাতে অসামরিক ব্যক্তিদের সুরক্ষা' রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তার পরিষদের বার্ষিক বিতর্ক সভায় পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি অসীম ইফতিকার আহমেদ ভাষণে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তারই পালটা জবাব দেয় ভারত। হরিশ বলেন, 'পবিত্র রমজান মাসে কাবুলের এক হাসপাতালে বিমান হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান, বিশ্ব তা ভোলেনি। তাতে ২৬৯ জন অসামরিক ব্যক্তি নিহত হন। আহত হয়েছিলেন ১২২ জন। অন্ধকারে নিরীহ নাগরিকদের যারা নিশানা করে, তাদের মুখে নীতি মানায় না।'

# মেলোডি মুহূর্ত নিয়ে প্রিয়াংকাদের উচ্ছ্বাস

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির মজাদার মুহূর্ত নিয়ে নেটপাড়া উত্তাল। প্রিয়াংকা চোপড়া, ভূমি পেডনেকার, বিপাশা বসুরা সাফ লিখেছেন, 'এটার জন্যেই তো বেঁচে থাকা'। কূটনীতির গভীর আবহেও যে এভাবে রসিকতা করা যায়, তা দেখে নেটিজেনদের মতো বলিউডি তারকারাও একেবারে ভেসে গেছেন।

সম্প্রতি রোমে পা রেখেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সেখানে পৌঁছতেই তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান জর্জিয়া মেলোনি। তবে নজর কেড়েছে মেলোনির শেয়ার করা একটি বিশেষ কোলাবোরেটিভ রিল ভিডিয়ো। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, জর্জিয়া বেশ মজার ছলে বলছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি আমাদের জন্য একটা উপহার এনেছেন... দারুণ একটা টফি।' পাশ থেকে হাসিমুখে নরেন্দ্র মোদিকে বলতে শোনা যায়, 'মেলোডি!' দুই রাষ্ট্রপ্রধানের এই খুনসুটি আর মজা সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতেই তা আগুনের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাপশনে মেলোনি লিখেছেন, 'উপহারের জন্য ধন্যবাদ।'

নেটিজেনদের মধ্যেও এই নিয়ে চর্চার শেষ নেই। কেউ লিখেছেন, 'এর চেয়ে ভালো মার্কেটিং ক্যাম্পেইন আর হতেই পারে না পার্লের জন্য!' আবার কেউ রসিকতা করে লিখেছেন, 'মোদিজি মানুষের মনে জায়গা করে নেন, সহজে ওঁকে বোঝা যায় না।'

# সৌরভের বাবা শাশ্বত?

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক দাদা-তে সৌরভের বাবা চণ্ডী গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে দেখা যাবে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে। এখন ছবির শুটিং হচ্ছে মুম্বাইয়ে। শাশ্বত সেখানই ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে শুটিংয়ে যোগ দিয়েছেন অপরাজিতা আঢ্য ও রাহুল দেব বসু। অপরজিতা করছেন সৌরভের মা নিরুপা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্র, রাহুল আছেন সৌরভের দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে। সূত্রের খবর, তিনজন জোর কদমে শুটিং করছেন।

আগামী সপ্তাহ থেকে কলকাতায় ছবির পরের শিডিয়্যুলের শুটিং হবে। সৌরভের স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন তানিয়া মানিকতলা। সৌরভের চরিত্রে রাজকুমার রাও। চলতি সপ্তাহে মুম্বাইয়ের শুটিংয়ে সৌরভ নিজেই হাজির হয়েছিলেন।

ছবির সব চরিত্রের অভিনেতাদের নির্বাচন হয়ে যাওয়ায় শুটিং এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে। পরিচালক বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানের তত্ত্বাবধানে ছবিটিতে সৌরভের জীবনের প্রতিটি স্তর, তাঁর ক্রিকেটার হয়ে ওঠা, ভারতীয় ক্রিকেটের প্রভাবশালী একজন অধিনায়ক হয়ে ওঠা থেকে শুরু করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, ডোনার সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য এবং বাবা হিসেবে তাঁর সাফল্য-- সবই দেখা যাবে।

# বাংলা ধারাবাহিকে একজনের তিনটে বৌ আর নয়

ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী জেতার কিছুদিনের মধ্যেই জানিয়েছিলেন, বাংলা ধারাবাহিকে একাধিক বিয়ে, পরকীয়া না দেখানোই শ্রেয়। কারণ তাঁর কথায়, এগুলো সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সেক্ষেত্রে বাংলা ধারাবাহিকের চরিত্র কতটা বদলাবে—এই বিষয়ে আলোচনা চলছে। ২০২১ সাল কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রক জানিয়েছিল, ধারাবাহিকে মেয়েদের খলনায়ক হিসেবে দেখানো যাবে না, পরকীয়াও চলবে না, কারণ এতে মহিলাদের অসম্মান করা হয়। শুধু বাংলা নয়, হিন্দিরও একই অবস্থা। নির্মাতারা বলেন এসব গল্প দর্শকরা খায়। এই প্রসঙ্গে পাপিয়া বলেছেন, আমাদের দেশে পুরুষের একাধিক বিয়ে, পরকীয়া খুবই নিন্দনীয়। ধারাবাহিক বিভিন্ন বয়সের মানুষ দেখেন, তাদের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে। এই বিষয়ে তিনি ধারাবাহিক, সিরিজ ইত্যাদির চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, প্রযোজকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

অভিনেতা রুদ্রনীল বলেছেন, আমি পাপিয়াদি, রূপা, হিরণ, একা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। মুখ্যমন্ত্রীকে সব জানানো হবে, তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন তেমন কাজ হবে। এদিকে বাংলা ধারাবাহিক ফুলকি বা রানি রাসমণি-র পরিচালক রজেন্দ্রপ্রসাদ দাস বলেছেন, আমার ধারাবাহিকে এসব থাকে না। এই ধারার ধারাবাহিকে বিশ্বাস করি না, সুস্থ গল্প বলাই আমার লক্ষ্য। স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেছেন, মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাবে এমন কোনও উপাদান আমার ধারাবাহিকে থাকে না। আবার প্রযোজক স্নিগ্ধা বসু বলেছেন, গল্পের প্রয়োজনেই পরকীয়া আসে। আমরা জোর করে কিছু জুড়ে দিই না। তিনি মনে করেন আলোচনা করেই কোনও নিয়ম নিধারিত হওয়া উচিত। অভিনতাদের মধ্যে ঋষি কৌশিক বলেছেন, যা সমাজের কাছে ক্ষতিকর, তেমন কিছু ধারাবাহিকে না থাকাই ভালো। শোলাঙ্কি রায়ের কথায়, কোনও দিন এমন কোনও দৃশ্যে অভিনয় করিনি, যা নিয়ে ভবিষ্যতে প্রশ্ন উঠতে পারে। গল্পের ধাঁচ বদলালে কি দর্শক কমবে? উত্তরে তিনি বলেছেন, সব ধারার গল্প নিয়ে ধারাবাহিক হয়েছে, দর্শক দেখেওছেন। তাই গল্পের ধারা বদলালে দর্শক কমবে বলে মনে করি না।

# অঙ্কিতার শাস্তি তিন কোটি!

তিন কোটি টাকার আইনি নোটিস! দেবালয় ভট্টাচার্য যা করলেন, টালিগঞ্জের চোখ একেবারে চড়কগাছ। অঙ্কিতা চক্রবর্তীকে তিন কোটি টাকার আইনি নোটিস পাঠালেন দেবালয়। সেইসঙ্গে এও বলা হয়েছে, অঙ্কিতাকে জনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে হবে। আর ভবিষ্যতে দেবালয়ের নামে কোনও অপমানজনক কথা তিনি বলবেন না। এদিকে অঙ্কিতার পাঠানো আইনি নোটিস পাননি বলে জানিয়েছেন দেবালয়।

প্রসঙ্গত, দেবালয় ভট্টাচার্যকে নিয়ে যে প্রেস কনফারেন্স করেছেন অঙ্কিতা, তারপর থেকে দেবালয়ের ওপর নানা দিক থেকে চাপ বাড়ছে বলে জানা গিয়েছে।

সাকসেস পার্টিতে জোর করে অঙ্কিতাকে চুম্বন করার অভিযোগে দেবালয়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করেছেন অঙ্কিতা। আর ওদিকে দেবালয় চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন যে, অঙ্কিতা যা বলছেন, সব ভুল। তিনি কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ ব্যক্তিগত ক্ষোভ মেটাতে এই অভিযোগ এনেছেন তিনি। পরিচালক দেবালয় অঙ্কিতার অডিশন নিয়েও একটি ধারাবাহিকে তাঁকে নিতে পারেননি বলেই অঙ্কিতার রাগ। আর দেবালয় পুরুষ বলে এখন সব দোষটাই তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে।

অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিতে আবারও 'মি টু'। অঙ্কিতা হয়তো একা নন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে যে, কোনও একজনের পথ ধরেই বাকি অনেকেও পরপর হাঁটতে শুরু করেন। অঙ্কিতার পাশে এখন কারা বেরিয়ে আসেন, আপাতত সেটাই দেখার।

## একনজরে সেরা

### ধারাবাহিকের রেটিং

চলতি সপ্তাহে প্রথম হয়েছে পরশুরাম আজকের নায়ক ও প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি । দুয়ে,তাকে ধরি ধরি মনে করি। তিনে, পরিণীতা। চারে, জোয়ার ভাঁটা, পাঁচে, কুসুম, ঘূর্ণি, গঙ্গা। ছয়ে, ও মোর দরদিয়া। সাতে, প্রতিজ্ঞা, সংসার সংকীর্তন, কনে দেখা আলো। আটে, কমলা নিবাস, লক্ষ্মী ঝাঁপি। নয়ে, শুধু তোমারই জন্য, রাঙামতি তিরন্দাজ। দশে, সাত পাকে বাঁধা।

### দেব, শুভশ্রী

শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি অভিমানের টিজার নিজের ইন্সটায় শেয়ার করে শুভশ্রী ও ছবির টিমকে শুভেচ্ছা জানালেন দেব। গত বছর ধূমকেতু ছবিতে দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। দেশু ৭-এ আবার দুজন একসঙ্গে রয়েছেন। ছবির প্রি-প্রোডাকশনের কাজে ব্যস্ততার মধ্যেও পুরোনো বন্ধুত্ব ভোলেননি দেব। ধূমকেতু মুক্তি পাবার পর থেকে দুজনের সেই আগের বন্ধুত্ব ফিরে এসেছে।

### সহজ কথা

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সঞ্চালিত অনুষ্ঠান 'সহজ কথা' ফিরবে বলে রাহুলের স্ত্রী ও অভিনেত্রী প্রিয়াংকা সরকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ছেলে সহজকে নিয়ে একটি ছবি তিনি পোস্ট করেছেন। তাতে তাঁর হাতে একটি বই, নাম 'ইমোশন'। ছেলের হাতের বইয়ের মলাটে লেখা 'হোপ'। অর্থাৎ এই শো-এর আবেগকে ফেরানোর আশা করছেন প্রিয়াংকা।

### ককরোচ পার্টি

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছিলেন, বেকার তরুণ-তরুণীদের অনেকে আরশোলার মতো। তাকে ব্যাঙ্গ করে প্রাক্তন আম আদমি পার্টির অভিজিৎ দীপক 'ককরোচ জনতা পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক রাজনৈতিক নেতা এবং বিনোদন জগতের বিশাল দাদলানি, কুণাল কামরা, কুণাল কোহলি, কঙ্কনা সেনশর্মারা এই দলে এসেছেন। এদের ফলোয়ার এক কোটি ২৮ লক্ষ। নিট কেলেঙ্কারির মতো বিষয়ে তারা প্রতিবাদ করেছে।

### ফিরছেন আদৃত

মিঠাই-এর পর আবার ধারাবাহিকে দেখা যাবে আদৃত রায়কে। নায়িকার চরিত্রে নবাগতা অনুষ্কা। তাঁর চরিত্র, ধারাবাহিকের গল্প সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি। এতে থাকবেন নিম ফুলের মধু সিরিয়ালের অরিজিতা মুখোপাধ্যায়ও। এছাড়া আশিসকুমার পরিচালিত ফিরে এসো অনুরাধা ছবিতেও আদৃত আছেন। এটি রাহুল দেব বর্মণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নির্মিত।

# রুদ্রনীলের পাশে পরমব্রত

একদিন শুধু ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের জন্য রুদ্রনীল ঘোষের সঙ্গে কাজ করতে চাননি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা সে কথা নিজেই বলেছিলেন সংবাদমাধ্যমে। রুদ্রনীল এই সিদ্ধান্তকে বলেছিলেন, 'রাজনৈতিক নীচতা'। আজ বদলের পর টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে চলতে থাকা অরাজকতা কাটাতে তৎপর রুদ্রনীল, তাঁর পাশে এবার হাজির পরমব্রত। রুদ্রনীল, পরমব্রত আর সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রির দুই পক্ষের কথা শুনেছেন। তখনই পরমব্রত জানান, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন দাঁতে দাঁত চেপে ক্ষমা চেয়েছিলাম। আজ আমি এখানে কারণ রুদ্রর সঙ্গে আমার ২৫ বছরের বন্ধুত্ব। ওর সঙ্গে রাজনৈতিক মতপার্থক্য আছে, কিন্তু বন্ধুত্বের মধ্যে তাকে আসতে দিইনি। আমার মনে হয়, অভিনেতা, প্রযোজক পরিচালক, পরিবেশক যেই হোন, একমাত্র সিনেমা যাদের পেশা, তারাই এই সিনেমার বিবর্তন বুঝবে। কোনও রাজনৈতিক নেতা নয়। গত এক বছর বারবার ফেডারেশন আর অভিনেতা প্রযোজক-পরিচালকদের নিয়ে বৈঠক করার কথা বলেছি, হয়নি। উলটে পরিচালকদের সঙ্গে কাজে অসহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। তখনই আদালতে যাওয়া, তারপর ব্যানড করা হয়েছে। স্ত্রী, সন্তানের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা চেয়েছি।

রুদ্রনীল এই প্রেক্ষিতে বলেছেন, সব মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব। সময়ে যেন ফেডারেশনের ভোট হয়, তাও জানাব। শুটিং যেন বন্ধ না হয়, তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে। তিনি অবশ্য পরমের সেদিনের আচরণের কথা আর তোলেননি।

# সলমন ক্ষমা করলেন পাপারাৎজিদের

মঙ্গলবার নানাবতী হাসপাতালে কাউকে দেখতে গিয়েছিলেন সলমন খান। বেরোনোর সময় পাপারাৎজিদের চিৎকার, ছবি তোলার হুড়োহুড়ি দেখে তিনি খুব রেগে যান। বুধবার রাজা শিবাজির সাকসেস পার্টিতে এসেই পরিস্থিতি বদলে যায়। ছবিতে তিনি ক্যামেও করেছেন। তখন পাপারাৎজিরা তাঁকে বলেন, 'সরি ভাই'। কেউ বলে, 'লাভ ইউ ভাই'। সলমনও হেসে বলেন, এই জায়গা এসব বলার জন্য আদর্শ।

মঙ্গলবার হাসপাতালের সামনে তাঁকে ছবির কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন পাপারাৎজিরা। সলমন বলেছিলেন, এই জায়গাটা এসব প্রশ্নের জন্য আদর্শ নয়। তারপর পরপর পোস্ট করে ক্ষোভ উগরে লেখেন, হাসপাতালে আমার যন্ত্রণা উপভোগ করতে দেখলাম প্রেসকে। তোমাদের পরিবারের কেউ হাসপাতালে থাকলে আমি কি এমন করতাম? ষাট বছর বয়স হয়ে গেল, লড়তে ভুলিনি, জেলে ভরবে না কি?

## গোপাল সহ মঠে চুরি বাসনপত্র

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** দেশবন্ধুপাড়ার নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মঠের প্রায় পঞ্চাশটি অষ্টধাতুর গোপাল সহ কাঁসার বাসনপত্র, করতাল থেকে শুরু কাঁসরঘণ্টা চুরি গিয়েছে। এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে তুমুল ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ওই মঠে প্রায়ই চুরি হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মঠের পূজারিরা। তাঁদের বক্তব্য, 'ছোটখাটো চুরি নিয়ে পুলিশের কাছে যাইনি। তবে এবার বড় চুরির ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। এদিকে, চুরির ঘটনায় সরব হয়েছেন ২৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, 'প্রশাসনের উচিত, অভিযুক্তকে দ্রুত পাকড়াও করা।'

পূজারিদের কথায়, 'চুরি হয়েছে রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে। পূজারি সনৎকুমার বলেন, 'ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি মঠের ভেতরে তিনটে ঘরে কিছু নেই। মঠে ঢোকার মূল গেটের শিকল উধাও। এমনকি লোহার গেটের একটা অংশ ভেঙে রয়েছে। পরে পাশের বাড়ির সিসিটিভি দিয়ে দেখি, সমস্ত জিনিস একটা বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে একজন চোর ভেতর থেকে দেওয়ালের ওপর দিয়ে রাস্তায় ওই বস্তা ফেলার চেষ্টা করছে। এরপর গেট দিয়ে বেরিয়ে বস্তা নিয়ে চলে যায়। পূজারিদের অনুমান, ওই দুষ্কৃতী প্রায় এক ঘণ্টা ধরে মঠের ভেতরে এই অপারেশন চালিয়েছে। পূজারিদের কথায়, 'মঠের মূল ঘরেই আমাদের এক সেবাইত ঘুমোচ্ছিলেন। টের পেয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁর জীবন সংশয় হতে পারত।'

## লোগো সরল

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** বিতর্কের মুখে পড়ে এবার সাইনবোর্ড থেকে বিশ্ব বাংলার লোগো সরাল শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। বুধবার কর্তৃপক্ষের তরফে সাইনবোর্ড থেকে ওই লোগো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'সরকারি নির্দেশ মেনে সেখানে অশোকস্তম্ভ বসানো হবে।' যদিও আগামী কতদিনে পুরনিগমের সাইনবোর্ডে জাতীয় প্রতীক অশোকস্তম্ভ বসানো হবে, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়।

## দুই ভাই আটক

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** জমির সামনে শনি মন্দির। সেই শনি মন্দিরের ব্যারিয়ার ভাঙতে বৃহস্পতিবার জমির মালিক দুই ভাই ডোজার আনার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভক্তিনগর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই দুই ভাইকে আটক করে। জমির সামনে শনি মন্দির থাকায় তাঁদের যাওয়া-আসায় সমস্যা হচ্ছিল বলে ওই দুজন পুলিশকে জানান। পুলিশ পরে দুজনকে ছেড়ে দেয়।

## কিশোরী উদ্ধার

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** জংশন এলাকায় বুধবার রাতে নেপালের এক কিশোরী ঘোরাঘুরি করছিল। প্রধাননগর থানার পুলিশ ওই কিশোরীকে হোমে পাঠায়। বাড়িতে রাগারাগি করে ওই কিশোরী শিলিগুড়িতে চলে এসেছিল বলে পরে তদন্তকারীরা জানতে পারেন। অবশ্য তার শিলিগুড়িতে আসার পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা-ও পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

### লিংক করাতে লম্বা লাইন, নাজেহাল মহিলারা

# অন্নপূর্ণার জন্য প্রতীক্ষা

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

*ডিবিটি লিংক করাতে শিলিগুড়ির প্রধান ডাকঘরের সামনে মহিলাদের ভিড়। বৃহস্পতিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর*

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** 'দিদি একটু জায়গাটা দেখে রাখবেন। গরমে শরীর হাঁসফাঁস করছে। গাছের তলায় একটু বসতে যাচ্ছি।' এই কথা বলে শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘরের সামনে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে খানিকটা জিরোলেন ঘোগোমালির মালতী মণ্ডল।

ডাকঘরের দুই পাশে দুটো লম্বা লাইন। দুটোতেই চলছে আধার সংযোগ। একটা লাইনে ব্যাংকের সঙ্গে আধারের সংযোগ আর অন্য লাইনে আধার কার্ডের সঙ্গে ফোন নম্বরের। সকাল ৯টায় মালতী এসেছিলেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযোগ করাবেন বলে। এসে দেখেন ডাকঘরের ভেতর থেকে লাইন শুরু হয়ে তা ছাড়িয়েছে মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়িকেও। দুপুর ১টা পর্যন্ত লাইন খানিকটা এগোলেও তখনও ডাকঘরের ভেতর ঢুকতে পারেনি তিনি। কারণ হিসেবে শোনা গেল মাঝেমধ্যেই নাকি সার্ভার ডাউন হয়ে যাচ্ছে। সেই সময় কার্যত কাজ থমকে থাকছে। ফলে সকালে এসে লাইনে দাঁড়িয়েও খুব একটা সুবিধা হয়নি এদিন।

গত কয়েকদিন ধরেই শিলিগুড়ির প্রধান ডাকঘর সহ বিভিন্ন উপ ডাকঘর, আধার সেবাকেন্দ্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অথবা মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধারের সংযোগ করাতে ছুটছেন মানুষ। কারণ নতুন সরকারের 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'। আধারের সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর ফোন নম্বরের লিংক করা না থাকলে মিলবে না মাসিক ৩ হাজার টাকা।

লিংক সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত অসুবিধার কারণে কাজ হতে দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে। সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়েও অনেক সময় কাজ না হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন দূরদূরান্ত থেকে আসা উপভোক্তারা। তারই চরম রূপ দেখা গেল বাগডোগরার গোঁসাইপুরে ডাকঘরে। সেখানে রীতিমতো ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। প্রতিদিন লাইনে দাঁড়াচ্ছেন কয়েকশো মানুষ। তবে রোজ ২৫ জনের আধার সংযোগ করা হচ্ছে। এখানে পোস্ট মাস্টার একাই সব কাজ সামলান। তাই প্রতিদিন ২৫ জনের বেশি মানুষের আধার সংযোগ করা সম্ভব নয় বলে তিনি জানাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে জনতা। ভাঙচুর চালায় ডাকঘরে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

স্থানীয় সুশান্ত ঘোষের কথায়, ভোর ৫টা থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে লাইন। কয়েকটা আধার লিংক করার পর থেকেই সার্ভারে সমস্যা শুরু হয়ে যায়। এখানে একজন পোস্ট মাস্টার রয়েছেন, তিনিই সব করেন। এদিন ২৫ জনের আধার লিংকের পর আগামীকাল আসতে বলা হলে সকলে ক্ষোভে ভাঙচুর শুরু করেন। পোস্ট মাস্টার পৃথা রায়সিংহ বলেন, 'আমি একাই কাজ করছি। গোঁসাইপুর ছাড়া অন্য জায়গার লোকেরাও আসছে এখানে। আমি বলেছি প্রতিদিন ২৫ জনের আধার লিংক করা হবে। ওরা গতকাল আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। আজ ডাকঘরে ভাঙচুর করেছে।'

শিলিগুড়ি শহরে এমন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও লাইনে দাঁড়ানো সমস্ত মহিলাই যে আধার লিংক করাতে পেরেছেন তা নয়। সার্ভারের সমস্যা হওয়ার কারণে এখানেও কাজ চলছিল ধীরগতিতে।

বাড়ির কাজ ফেলে রেখে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষার পর কেউ কেউ ফিরে যান, কেউ লম্বা লাইন দেখে আর দাঁড়াতে সাহসই করেননি। আবার কেউ বললেন, এতটা সময় যখন নষ্ট হল তবে কাজ সেরেই ফিরব।

সকাল আটটায় এসে লাইন দিয়েছিলেন পূর্ণিমা রায়। মেয়েকেও নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে। তবে পরে বুঝলেন মেয়েকে না আনলেই বোধহয় ভালো হত। বাড়িতে রান্না কিছুই করতে পারেননি।

> ভেবেছি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে। এখন দেড়টা বাজে, তবুও সার্ভার ডাউন। ফিরে যাচ্ছি। আজ কাজও হল না আবার অফিসে বকাও খেতে হবে।
>
> **শিপ্রা রাজবংশী**

সকালসকাল কাজ সেরে ফিরবেন ভেবে নিজে চা-বিস্কুট আর মেয়েকে দুধ-বিস্কুট খাইয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন। দুপুরে স্বামী বাড়ি ফিরেছেন, তিনিও অভুক্তই বসে রয়েছেন ঘরে। তখনও সার্ভারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবেন, নাকি চলে যাবেন, বুঝতেই পারছিলেন না। বললেন, 'এতকিছুর মধ্যেও এই রক্ষে যে ছাতাটা এনেছি।' ছাতা মেলে মেয়ের হাতে ধরিয়ে ডাকঘরের সামনে একটি স্কুটারের ওপর মেয়েকে বসিয়ে তিনি আবার লাইনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ভোর ছয়টারও আগে থেকেই নাকি এই লাইন পড়েছে। অজন্তা সাধুখাঁ বললেন, 'আমি ছয়টায় এসেও অন্তত পঞ্চাশজনের পেছনে দাঁড়িয়েছি।'

সকাল থেকে খালি পেটে লাইনে দাঁড়িয়ে আর ভালো লাগছিল না রবীন্দ্রনগরের আশা সরকারের। লাইনে সামনে দাঁড়ানো এক মহিলাকে জায়গা দেখে রাখতে বলে মা-কে নিয়েই পাশে হোটেলে খেতে গেলেন। বললেন, 'সব কাজ রেখে এই কাজে এসেছি। এখন যদি না করে ফিরে যাই তবে আবার আসতে হবে। সার্ভার ঠিক থাকলে এতক্ষণে কাজ সেরে ফিরে যেতাম।'

অফিস থেকে বেরিয়ে ১০টায় এসে একরকম বিপদেই পড়েছিলেন শিপ্রা রাজবংশী। বললেন, 'ভেবেছি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে। এখন দেড়টা বাজে, তবুও সার্ভার ডাউন। ফিরে যাচ্ছি। আজ কাজও হল না আবার অফিসে বকাও খেতে হবে।'

কেউ গাছের নীচে বসে, কেউ দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যখন শুনলেন 'কাজ শুরু হয়েছে' আবার সবাই একরাশ আশা নিয়ে লাইনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তবে সবার এদিন আধার লিংক আর হল না। সময়ের অভাবে অনেককেই ঘুরে যেতে হল। রাগে গজগজ করতে করতে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন রত্না শীল। জোরে জোরে বলতে থাকলেন, 'সার্ভার না থাকাতেই এত সমস্যা।'

# শালুগাড়া হাটে 'তোলাবাজি'

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** রাজ্য সরকারের তরফে তোলাবাজির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যেই শালুগাড়া হাটে তোলাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, কোনও স্লিপ ছাড়াই হাটের দিনগুলোতে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে।

এর পেছনে রাজ কোঠারি নামে এক ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে। ওই ব্যক্তি পুরনিগমের থেকে হাটের বরাত নিয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'হাটের দিনগুলোতে বিভিন্ন বাড়ির সামনে দোকান বসে। ওই বাড়ির মালিকরাই এই অতিরিক্ত টাকা তুলছেন। আমি পুরনিগমে অভিযোগ জানিয়েছি। বলেছি, ওই দোকানগুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। নইলে আমার বদনাম হচ্ছে।' রাজের এই যুক্তি মানতে নারাজ হাটে বসা ওই ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বক্তব্য, 'হাটে বসা প্রত্যেকের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। এত দিন আমরা ভয়ের মধ্যে থাকার কারণে কিছু বলতে পারতাম না। তবে এবারে আমরা আর কোনও তোলাবাজি মানব না।' এদিকে, ওই ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলনে সরব হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এ দিন বিজেপি নেতৃত্বের তরফে ভক্তিনগর থানার পুলিশকর্তাদের সঙ্গেও দেখা করা হয়। বিজেপির ৮ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক রূপেশকুমার সিং বলেন, 'আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেছি, কেউ যেন এলাকায় তোলাবাজি করতে না পারে।' শালুগাড়ার ওই হাট প্রতি সপ্তাহের সোমবার করে বসে। প্রতি সোমবার সব মিলিয়ে প্রায় দুশো দোকান বসে। কত টাকার কুপন রয়েছে? প্রশ্ন করতেই রাজের বক্তব্য, 'দোকানের আয়তন অনুযায়ী ছয় টাকা থেকে দশ টাকার কুপন রয়েছে।' কিন্তু তাহলে পঞ্চাশ টাকা এল কীভাবে? প্রতি সোমবারই হাটে বসেন অরুণ শা। তিনি বলছিলেন, 'সোমবার করে কিছু ছেলে এসে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যায়। আমরাও চুপচাপ দিয়ে যেতাম। না দিলে হয়তো পরের সোমবার করে আর বসতে পারতাম না। তাই বাধ্য হয়ে মুখ বুজে টাকা দিতাম। পরিবর্তে কোনও স্লিপও পেতাম না।' রাজের দাবি, 'টাকা তোলার নির্দিষ্ট কোনও লোক ছিল না। প্রতি সপ্তাহে এলাকার বেকার কিছু তরুণকে দিয়েই টাকা তুলতাম। তবে এর আগে এমন কোনও অভিযোগ আমার কাছে আসেনি।' বিষয়টা নিয়ে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

- দোকানের আয়তন অনুযায়ী ছয় টাকা থেকে দশ টাকার কুপন রসিদ দিয়ে নেওয়ার কথা
- রসিদ ছাড়া দোকানদারদের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা করে তোলা নেওয়া হত
- তোলাবাজি বন্ধের ব্যাপারে পুলিশ পদক্ষেপ করবে বলে স্থানীয়দের আশ্বাস দিয়েছে

## হাসপাতালে ই-প্রেসক্রিপশন

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চালু হল ই-প্রেসক্রিপশন পরিষেবা। বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র গাইনি আউটডোর ও ইন্ডোর বিভাগেই এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। শীঘ্রই বাকি বিভাগগুলিতেও ই-প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি চালু করা হবে বলেই জানা গিয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে সফটওয়্যার আপডেট সহ আরও কিছু নতুন কম্পিউটার এসে পৌঁছানোর অপেক্ষা করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে টিকিট কাউন্টার থেকেই গাইনি আউটডোরের রোগীদের হাতে টোকেন নম্বর ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই টোকেন নম্বরের সূত্র ধরেই চিকিৎসকরা অনলাইন মাধ্যমে প্রেসক্রিপশন লিখছেন। পরবর্তীতে রোগী কিংবা তাঁর পরিজন টোকেন নম্বরের সূত্র ধরেই প্রয়োজনীয় টেস্ট করানোর পাশাপাশি ফামাসি থেকে ওষুধ সংগ্রহ করতে পারবেন। সেখান থেকেই তাঁরা ই-প্রেসক্রিপশন হাতে পাচ্ছেন। এ ছাড়াও ই-প্রেসক্রিপশনের দৌলতে একাধিক টেস্টের রিপোর্ট মোবাইলে মেসেজ মারফতও পেয়ে যাচ্ছেন রোগী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পাশাপাশি টোকেন নম্বরের সূত্র ধরে ল্যাব থেকে রিপোর্টের হার্ড কপিও হাতে পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

## উদ্ধার সোনা

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** সমরনগরের একটি বাড়ি থেকে চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে সাড়ে আঠাশ গ্রাম সোনা, ৪৫ গ্রাম রুপো এবং ২০,০০০ টাকা উদ্ধার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ পঙ্কজ রায় ও শ্যামল মণ্ডলের খোঁজ পায়। ৫ দিনের রিমান্ড শেষে শ্যামলকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পঙ্কজকেও বৃহস্পতিবার ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

# সংবর্ধিত স্পিকার

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** 'বিধানসভায় অধ্যক্ষের কাজ হল নিরপেক্ষভাবে সভার কাজকর্ম পরিচালনা করা। বিধানসভায় বিরোধীদের বিভিন্ন ইস্যুগুলোতে তাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেব আমি। আগে এমনটা হত না। তবে এখন হবে। অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে কাজ হচ্ছে এই রাজ্যেও সেভাবেই কাজ হবে। সবার কাছে আমাদের অনুরোধ শান্তি বজায় রেখে আপনারা মত রাখুন। আইনের বাইরে এমন কিছু করবেন না যাতে বাধ্য হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয়',--- বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর শিলিগুড়িতে সংবর্ধনা নিতে এসে এমনই বক্তব্য রাখলেন রথীন্দ্রনাথ বসু।

বৃহস্পতিবার জেলা কার্যালয়ে রথীন্দ্রকে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার তরফে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, নান্টু পাল সহ অন্য বিজেপি কর্মীরা।

সেই অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত অধ্যক্ষের বক্তব্যে উঠে আসে, 'নতুন মুখ্যমন্ত্রী ১০ দিনের মধ্যেই ৩১টি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেগুলি আমরা কার্যকরী করব। এছাড়াও সংকল্পপত্রে যা বলেছি সেইসব কাজ করা হবে। উত্তরবঙ্গের চিন্তা প্রধানমন্ত্রী নিজে করছেন। এখানকার মানুষের সমস্যা সমাধানে তিনি সবসময় সচেতন। বিধানসভায় লাইভ স্ট্রিমিং চালু হচ্ছে, আমরা তৃণমূল হতে চাই না। গণতান্ত্রিক পরিবেশ এতদিন ছিল না। আমরা ঠিক করেছি সেই পরিবেশ ফিরিয়ে আনব। মানুষ তার মতামত ব্যক্ত করবে।' জেলা কার্যালয়ের পাশাপাশি এদিন শিলিগুড়ি জানালিস্টস ক্লাবেও সংবর্ধনা দেওয়া হয় নতুন অধ্যক্ষকে। সেখানেই তিনি বলেন, 'বিধানসভায় বিরোধীদের বিভিন্ন ইস্যুগুলোতে তাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেব আমি। আমাদের সরকারের সুগঠিত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তা মেনে চলা হবে।'

*প্রথমবার ইস্টবেঙ্গল আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় উচ্ছ্বাস সমর্থকদের। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে।*

## ইস্টবেঙ্গলের জয়ে মিষ্টিমুখ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মে :** শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের জুনিয়ার সদস্যদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের সুইমিং পুলের পাশে জায়েন্ট স্ক্রিনে ইস্টবেঙ্গল বনাম ইন্টার কাশী ম্যাচ দেখানো হয়। খেতাব জয় নিশ্চিত হতেই লাল-হলুদ পতাকা নিয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন সমর্থকরা। করানো হয় মিষ্টিমুখ। এরপর রাতেই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা র‍্যালি বের করেন। ফ্যান ক্লাবের সচিব অনুপ বসু জানিয়েছেন, ক্লাবের সঙ্গে কথা বলে ফুটবলারদের এনে আগামী দিনে শিলিগুড়িতে ইস্টবেঙ্গল রোডে সেলিব্রেশন করা হবে।

# সেপ-এর ২২তম শিক্ষামেলা

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** সারা দেশের ৫০টিরও বেশি নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিয়ে আগামী শনি ও রবিবার শিলিগুড়ির ম্যারিয়ট হোটেলে আয়োজিত হতে চলেছে শিক্ষামেলা। ২০০৪ সাল থেকে এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করে আসছে সেপ। এবার তাদের ২২তম উদ্যোগ। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলবে এই মেলা। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় স্থলসেনা, বায়ুসেনা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনলজির মতো প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে এই আয়োজনে। ফলে শিলিগুড়ির পড়ুয়ারা সরাসরি জানতে পারবেন, কোথায়, কোন ধরনের কোর্স করা যেতে পারে।

ইঞ্জিনিয়ারিং, হসপিটালিটি, কমিউনিকেশন, আইটি, নার্সিং, আর্কিটেকচার সহ নতুন যুগোপযোগী একগুচ্ছ কোর্স নিয়ে আসা হচ্ছে এই শিক্ষামেলায়। পাশাপাশি মিলবে সরাসরি ডাউট ক্লিয়ারেন্স সেশন এবং কাউন্সেলিংয়ে অংশ নেওয়ার সুযোগ। ফলে এক ছাদের তলায় একসঙ্গে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এনে অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয় স্পষ্ট করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে শিলিগুড়ির তরুণদের সামনে।

# টি অকশন কমিটির নতুন অফিস

*টি অকশন কমিটির অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজু বিস্ট। ছবি : সূত্রধর*

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** বিশ্ব চা দিবসে শিলিগুড়ি টি অকশন কমিটির নতুন অফিস ভবনের উদ্বোধন করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। মাল্লাগুড়ির টি অকশন সেন্টারের নীচতলায় এই ঝাঁ চকচকে অফিসটি তৈরি করা হয়েছে। এই অফিস উদ্বোধনে এসে সাংসদ চায়ের ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সমন্বয় রক্ষাকারী হিসাবে টি অকশন কমিটির ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। এই টি অকশন সেন্টারের আধুনিকীকরণের বিষয়েও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। টি অকশন কমিটির ৫০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানও এদিন হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে তিনি চায়ের সঙ্গে যুক্ত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি টি অকশন কমিটির চেয়ারম্যান অরুণকুমার পেরিওয়াল, ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীবর্ধন কল্যাণী সহ সংস্থার অন্যান্য পদাধিকারী এবং চা শিল্পপতিদের সংগঠনের কর্তারা অংশ নিয়েছিলেন।

## বকেয়া ভাড়া নিয়ে তৃণমূলকে দুষছে বিজেপি

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** দুই বছরের বেশি সময় ধরে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের (ডিআই) অফিসের ভাড়া বকেয়া পড়ে রয়েছে। ভাড়া আদায়ে বাড়ির মালিক একাধিকবার তাগাদা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশ হতেই বিজেপির টিচার্স সেলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সদস্যরা অফিসটিতে পৌঁছে বিষয়টি বিশদে আলোচনা করেন এসআই শান্তনু সরকারের সঙ্গে। আলোচনায় পরিকাঠামো প্রসঙ্গও উঠে আসে। এর পরই শিক্ষা ভবন গড়ে তোলার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়। এ নিয়ে টিচার্স সেলের সদস্যরা রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলেও জানিয়েছেন। টিচার্স সেলের আহ্বায়ক চিত্তরঞ্জন মল্লিক বলেন, 'তৃণমূল সরকার উন্নয়ন বিরোধী। বকেয়া ভাড়ায় তা আরও স্পষ্ট হচ্ছে। এই অফিসের পরিকাঠামোও অনুন্নত। বিষয়টি শীঘ্রই রাজ্য সরকারকে জানানো হবে।'

**ডিআই অফিস**

# রেলের ওভারব্রিজের প্রস্তাবে রাস্তায় মেয়র

### রেলের তরফে পাঠানো পৃথক দুটি নকশাকে সামনে রেখেই প্রাথমিক পর্যায়ের সমীক্ষা সারেন মেয়র। মূলত কোন পথে রেল ওভারব্রিজ হলে যানবাহন চলাচলে গতি আসবে, তা খতিয়ে দেখা হয়।

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন লাগোয়া বাগরাকোট এলাকায় রেল ওভারব্রিজ নিয়ে ফের আশার আলো দেখা দিয়েছে। এবার রেলের সবুজ সংকেতে নড়ছে পুরনিগম। এখানে রেল ওভারব্রিজের দাবি নতুন কিছু নয়। অতীতে বহুবারই ওই পথে রেল ওভারব্রিজ গড়ে তোলার দাবি ওঠে। পুরনিগমের তরফে সেই কাজে অসহযোগিতার অভিযোগ ওঠে। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর এবার সেই পুরনিগম কর্তৃপক্ষই রেলের তরফে পাঠানো প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রাথমিক সমীক্ষার কাজে হাত দিল।

বৃহস্পতিবার সকালে মেয়র গৌতম দেব পুর আধিকারিক সহ বাস্তুকারদের নিয়ে দফায় দফায় বাগরাকোট ও এনটিএস মোড় এলাকা পরিদর্শন করেন। তবে কবে বাগরাকোট এলাকায় এই ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হবে, তা অবশ্য এখনই স্পষ্ট নয়। এ নিয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'শীঘ্রই ওভারব্রিজ তৈরি হবে। তবে বর্তমান মেয়র মানুষকে কতটা বিভ্রান্ত করেছেন এবং উন্নয়নের প্রশ্নে রাজনীতি করেছেন, তা সবার সামনে আরও বেশি করে পরিষ্কার হচ্ছে।'

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাগরাকোট এলাকায় রেল ওভারব্রিজ গড়ে তোলার বিষয়ে রেলের তরফে পুর কর্তৃপক্ষকে পৃথক দুটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সেই প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে, রেললাইনের এক প্রান্তে থাকা এনটিএস মোড় এলাকায় ওভারব্রিজ শুরু হবে। তবে সেই ওভারব্রিজ উলটো প্রান্তে কোন পথে যাবে তা চূড়ান্ত নয়। এক্ষেত্রে রেলের তরফে পাঠানো নকশায় পৃথক দুটি পথের কথা উল্লেখ করে পুরনিগমের কাছে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, একটি প্রস্তাবে এনটিএস মোড় থেকে রেললাইন পেরিয়ে রেল ওভারব্রিজ পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের দিকে গিয়ে রাস্তার সঙ্গে মেশার কথা স্পষ্ট করা হয়েছে। অপর প্রস্তাবে উলটো দিকে অর্থাৎ এফসিআই গোডাউনের রাস্তার উল্লেখ করা হয়েছে।

*রেলের ওভারব্রিজের প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব।*

রেলের তরফে পাঠানো পৃথক দুটি নকশাকে সামনে রেখেই এদিন প্রাথমিক পর্যায়ের সমীক্ষা সারলেন মেয়র। মূলত কোন পথে রেল ওভারব্রিজ হলে যানবাহন চলাচলে গতি আসবে তা খতিয়ে দেখা হয়। মেয়র বলেন, 'ভোটের সময় পাঠানো সম্ভব হয়নি। তবে এদিন বাস্তুকারদের নিয়ে এসে সবটাই খতিয়ে দেখছি। আগামীতে এমএমআইসি বৈঠকের পর মাসিক অধিবেশনে আলোচনা করা হবে। পরবর্তীতে বিস্তারিত উল্লেখ করে সরকারের কাছে পাঠানো হবে।'

জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন লাগোয়া বাগরাকোট এলাকায় হতে চলা রেল ওভারব্রিজ দিয়ে বাস সহ ভারী পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। এটি মূলত ছোট চার চাকার গাড়ি সহ অন্য যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে। তবে ওই রেল ওভারব্রিজ নির্মাণকাজ শেষ হলে শহরের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই উন্নত হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই আবহে এখন শহরবাসী কাজ শুরুর অপেক্ষায় প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে শুরু করেছেন।

- বিধায়ক শংকর ঘোষ জানিয়েছেন, বাগরাকোটে শীঘ্রই রেল ওভারব্রিজ তৈরি হবে
- একটি প্রস্তাবে এটি এনটিএস মোড় থেকে পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে মেশার কথা
- অপর প্রস্তাবে উলটো দিকে অর্থাৎ এফসিআই গোডাউনের রাস্তার উল্লেখ করা হয়েছে

## পৃথিবীর পাঠশালা

### কেয়ামতের জন্য ডেটা সংরক্ষণ



পৃথিবীতে যদি পারমাণবিক যুদ্ধ বা বিশাল কোনও গ্রহাণু আছড়ে পড়ে, তবে মানুষের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস মুছে যাবে। এই ভয় থেকে নরওয়ের স্ভালবার্ড দ্বীপে মাটির পাঁচশো ফুট গভীরে আর্কটিক ওয়ার্ল্ড আর্কাইভ তৈরি করা হয়েছে। এখানে ডিজিটাল ফিল্মের ওপর বিশ্বের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বই, বৈজ্ঞানিক তথ্য, শিল্পকর্ম এবং ইতিহাস খোদাই করে রাখা আছে। হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় এই ফিল্মগুলো অন্তত পাঁচশো বছর অক্ষত থাকবে। ইন্টারনেট বা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মানুষের এই স্মৃতি সযত্নে জমা থাকবে।



### মহাকাশযানের বিশাল সমাধিক্ষেত্র

প্রশান্ত মহাসাগরের পয়েন্ট নিমো হল পৃথিবীর এমন একটি জায়গা যা যে কোনও স্থলভাগ থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। এখানে কোনও মানুষের বাস নেই। মহাকাশ সংস্থাগুলো এই বিশাল ফাঁকা সমুদ্রকেই তাদের বাতিল স্যাটেলাইট এবং রকেট ফেলার ডাস্টবিন হিসেবে বেছে নিয়েছে। যখন কোনও মহাকাশযান তার মেয়াদ শেষ করে, তখন তাকে নিখুঁত হিসেবে এই পয়েন্ট নিমোর ওপর দিয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকানো হয়, যাতে তার ধ্বংসাবশেষ সোজা এই সমুদ্রে পড়ে। সমুদ্রের অতলে এখানে শত শত মহাকাশযানের কঙ্কাল চিরতরে ঘুমিয়ে আছে।



### রাস্তায় ফলের রসের বন্যা

সুনামি সাধারণত সমুদ্রের নোনা জলে হয়। কিন্তু ২০১৭ সালে রাশিয়ার লেবেডিয়ান শহরে আস্ত ফলের রসের সুনামি আছড়ে পড়েছিল। পেপসিকো কোম্পানির একটি বিশাল গুদামের ছাদ ধসে পড়ে। সেই গুদামে থাকা প্রায় আড়াই কোটি লিটার ফলের রসের কার্টন ফেটে যায়। চোখের পলকে আপেল, কমলালেবু আর আনারসের মিষ্টি রসে পুরো শহরের রাস্তা নদীর মতো ভেসে যায়। প্রশাসন ভয়ে ছিল যে, এই মিষ্টি রস নদীতে মিশলে মাছের ক্ষতি হবে, তবে সৌভাগ্যবশত তা সামলে নেওয়া হয়।

### উধাও হয়ে যাওয়া দ্বীপ

ষোড়শ শতাব্দীর পুরোনো স্প্যানিশ মানচিত্রে মেক্সিকো উপসাগরে বারমেজা নামের একটি দ্বীপের পরিষ্কার উল্লেখ ছিল। উনিশশো সাতানব্বই সালে মেক্সিকো সরকার যখন সমুদ্রসীমায় তেলের খোঁজ করার জন্য ওই দ্বীপে নিজেদের লোক পাঠায়, তখন দেখে সেখানে কোনও দ্বীপই নেই। শুধু বিশাল ফাঁকা সমুদ্র। স্যাটেলাইট ইমেজেও ওই দ্বীপের কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। অনেকের মতে, তেলের অধিকার হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে আমেরিকা গোপনে বোমা মেরে দ্বীপটি ধ্বংস করে দিয়েছিল। আবার অনেকের মতে, পুরোনো মানচিত্রের এই দ্বীপটি আদতে কোনওদিন ছিলই না।



## বিশ্বমঞ্চে সম্মানিত আচার্য বালকৃষ্ণ

**মুম্বই, ২১ মে :** বিশ্বশান্তি ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি। মুম্বইয়ে আয়োজিত 'বিলিয়নেয়ার্স ফর পিস কনক্লেভ ২০২৬'-এ মর্যাদাপূর্ণ 'আই অ্যাম পিসকিপার – চ্যাম্পিয়ন হেলথ অ্যাওয়ার্ড ২০২৬' সম্মানে ভূষিত হলেন পতঞ্জলির আচার্য বালকৃষ্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন আয়ুর্বেদের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য সচেতনতায় তাঁর যুগান্তকারী ভূমিকা আজ সর্বজনস্বীকৃত। পুরস্কার গ্রহণ করে তিনি জানান, সুস্থ মানুষই একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ ও জাতির মূল ভিত্তি। বর্তমান প্রজন্মের মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপ ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার মোক্ষম দাওয়াই লুকিয়ে রয়েছে ভারতের প্রাচীন যোগ ও প্রকৃতি-নির্ভর আয়ুর্বেদেই। আচার্য বালকৃষ্ণের এই আন্তর্জাতিক সম্মান আদতে ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতি এবং বিশ্বজুড়ে সুস্থ ও নীরোগ জীবনযাপনের এক বিরাট জয়।

## লাভ বাড়ল এলআইসি'র

নিউজ ব্যুরো

**২১ মে :** লাভের হার বাড়াল ভারতের জীবনবিমা নিগম। গত মার্চে শেষ হওয়া অর্থবর্ষের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে সংস্থার পরিচালনমণ্ডলীর তরফে একথা জানানো হয়েছে। কর মেটানোর পরে ৫৭ হাজার ৪১৯ কোটি টাকার লাভ করেছে এলআইসি। আগের বছর এই সংখ্যাটা ছিল ৪৮ হাজার ১৫১ কোটি। ফলে ১৯.২৫ শতাংশ হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সংস্থার ইকুইটি দরও বেড়েছে বলে খবর। বৃহস্পতিবার নিজেদের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনায় বসেন বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্সের সদস্যরা। সেখানেই বিভিন্ন মাপকাঠিতে সংস্থার পারফরমেন্স বিচার করা হয়। এই মাপকাঠিগুলোর মধ্যে অন্যতম কর মেটানোর পরে লাভ, নতুন ব্যবসা থেকে প্রিমিয়াম, রিনিউয়াল প্রিমিয়াম, মোট বিক্রি করা বিমার সংখ্যা, ম্যানেজমেন্টের হাতে থাকা সম্পদ ইত্যাদি। এমনকি, ভিএনবি লাভেও ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ করা গিয়েছে।

## গোরু উদ্ধার

**তুফানগঞ্জ, ২১ মে :** পাচারের পথে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অভিযান চালিয়ে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ছয়টি গোরু উদ্ধার করল। বুধবার রাতে তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌকুশি বলরামপুর এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, পাচারের পথে ছ'টি গোরু উদ্ধার করা হয়েছে। দুই পাচারকারীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

### চা বাগানের উন্নতিতে মডেল পড়শি রাজ্য

# অসমে কাজ শিখবেন বিধায়করা

নবনীতা মণ্ডল ও অভিজিৎ ঘোষ

**নয়াদিল্লি ও আলিপুরদুয়ার, ২১ মে :** উত্তরবঙ্গের চা বাগানের উন্নতিতেও অসম মডেলকে কাজে লাগাতে উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। বিধায়কদের প্রতিনিধিদল অসমে কয়েকদিন থেকে সেখানে বিজেপি সরকার এক্ষেত্রে কী কী পলিসি নিয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে জানবে। সেসব পদ্ধতি কীভাবে পশ্চিমবঙ্গে কাজে লাগানো যেতে পারে, তাও তারা শিখবে। আগামী ১৮ জুন বিধানসভায় বাজেট পেশ হবে। তার আগেই বিধায়করা অসম সফর করবেন।

দিল্লিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া আলোচনায় এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শমীকের কথায়, 'অসমে বিজেপি সরকার চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যে নীতি নিয়েছে, সেটাই এবার কার্বন কপি করা হবে উত্তরবঙ্গে।' গেরুয়া শিবিরের স্পষ্ট তোপ, বছরের পর বছর ধরে উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের শুধু ভোটব্যাংক হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে, তাঁদের ভাগ্যের চাকা ঘোরেনি। এবার সেই বঞ্চনার জবাব দিতে 'বাস্তব রূপান্তর' ঘটাতে চাইছে সরকার।



*পাটকাপাড়া চা বাগানে কাজ শেষে ফিরছেন শ্রমিকরা।*

সূত্রের খবর, প্রশাসনের পাশাপাশি এই পরিকল্পনায় বড় ভূমিকা রয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। খুব শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সভাপতি দিল্লিতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের কাছে এক বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের দাবি জানাতে পারেন। এই মেগা প্ল্যানের মধ্যে থাকছে, চা বাগানের নতুন প্রজন্মের জন্য আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা। চা বলয়জুড়ে বিশেষ মডেল স্কুল, আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণাগার ও স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি, এতদিন বঞ্চনার শিকার হওয়া শ্রমিকদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হবে 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর মতো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিমা।

কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা বলেন, 'চা বাগানের উন্নতিতে কাজ করতে চায় রাজ্য সরকার। অসমে ভালো কাজ হচ্ছে। ওখানে গিয়ে অসম সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা শুনব।' বিশাল ছাড়াও কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ, মাদারিহাটের বিধায়ক লক্ষ্মণ লিম্বু, মালের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ পাহাড়ের দুজন বিধায়ক ওই প্রতিনিধিদলে থাকতে পারেন। অসমে গিয়ে শ্রম দপ্তরের আধিকারিক, মন্ত্রী, ব্যবসায়ী এমনকি চা শ্রমিকদের সঙ্গেও কথা বলতে পারেন বিধায়করা। বিজেপির সরকার আসার পর সে রাজ্যে কোন প্রকল্পে কী সুবিধা হয়েছে, তা জেনে নিয়ে বাংলায় কাজ করতে সুবিধা হবে বলেই মত বিধায়কদের।

> **অসমে বিজেপি সরকার চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যে নীতি নিয়েছে, সেটাই এবার কার্বন কপি করা হবে উত্তরবঙ্গে।**
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**
> রাজ্য সভাপতি, বিজেপি

মনোজের কথায়, 'তৃণমূল সরকার থাকার সময় চা বাগানের সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। আমাদের এ ব্যাপারে নানা উপদেশ প্রয়োজন। চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য ভালো কাজ করে দেখাবে সরকার।'

ক্ষমতায় থাকাকালীন তৃণমূল চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য 'চা সুন্দরী' থেকে শুরু করে বাগানে হাসপাতাল, ক্রেশ, চা শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য স্কুলবাস পরিষেবাও শুরু করে। তবুও চা মহল্লায় তৃণমূলের বারবার ভরাডুবি হয়েছে। প্রায় এক দশক ধরে সব নির্বাচনেই উত্তরের চা মহল্লা পদ্ম শিবিরের সঙ্গে ছিল। এবারও বাগানগুলিতে ব্যাপক লিড পেয়েছে বিজেপি। ফলে চা শ্রমিকরা এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কাছে বড় প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

সরকারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এদিন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী বলেন, 'নতুন সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা করছে। তা অবশ্যই ভালো। আমরাও চাই ওরা ভালো কাজ করে চা বাগানের মানুষের আশা পূরণ করুক।' অন্যদিকে, সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিকাশ মাহালি আবার বলেন, 'বিজেপির সরকার ক্ষমতায় আসার আগে অনেককিছু বলেছে। গত কয়েকদিনে নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে চা বাগান নিয়ে এখনও একটাও ঘোষণা হয়নি।'

## রাম রাজত্বেও অধরা প্রশান্ত

*প্রথম পাতার পর*

একজন সরকারি আমলা দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকলেও কেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এখনও লিখিতভাবে পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা করছে না?- প্রশ্ন শুনেই ফোন কেটে দিচ্ছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। আসলে, জামা বদলালেও ব্যবস্থার যে কোনও বদল হয়নি, প্রশান্ত বর্মন তার এক জীবন্ত, জ্বলন্ত বিজ্ঞাপন।

প্রশান্ত কি তাহলে দুই জমানারই কোনও রথী-মহারথীর এমন কিছু হাঁড়ির খবর বা গোপন নথি নিজের জিম্মায় রেখে দিয়েছেন, যা ফাঁস হলে শুধু পুরোনো সরকার নয়, নতুন সরকারেরও অনেকেরই সাধের সিংহাসন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে? তাই তিনি গ্রেপ্তার হচ্ছেন না? এমন আশঙ্কা বা সম্ভাবনার কথাও আলোচনা হচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

বুধবার উত্তরকন্যায় এসে মুখ্যমন্ত্রী অপরাধের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স- নীতির কথা বলেছেন। আর সেইসময় উত্তরকন্যা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মাটিগাড়ার শিবমন্দিরের বাড়িতেই প্রশান্ত বহালতবিয়তে ছিলেন বলেই অভিযোগ। এমনটাই চললে স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের তদন্তও এবার পুরোপুরি ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন বহু মানুষ। শিলিগুড়ির এক অধ্যাপকের কথা, 'বিজেপি সরকার প্রশান্তর মতো অভিযুক্তদের রেয়াত করবে না এমনটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এতকিছুর পর মন আর ভরসা জোগাতে পারছে না।' 'ভয় আউট, ভরসা ইন'- বিজেপির এই স্লোগানেই আস্থা রেখেছিলেন বাংলার মানুষ।

কিন্তু রাজগঞ্জের প্রতিবাদী ঠিকাদার থেকে মেদিনীপুরের কামিল্যা পরিবার আর তার মাঝে প্রশান্তর কুকীর্তি শুনতে শুনতে তিতিবিরক্ত রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষজনের মনে, 'প্রশান্ত সব করতে পারে'- এই ভয় কাজ করছে। সেই ভয় কাটিয়ে ভরসা জোগানোর দায়িত্ব বর্তমান সরকারেরই।



*বরফে ঢেকেছে বরলচা পাস। মানালি-লে হাইওয়েতে বৃহস্পতিবার। -পিটিআই*

## দুষ্কৃতী-পুলিশের সংঘর্ষে আহত ৩, গ্রেপ্তার ১

**কিশনগঞ্জ, ২১ মে :** কিশনগঞ্জ শহরের ফড়িংগোলা রেলগুমটির কাছে পুলিশ ও কুখ্যাত দুষ্কৃতীর মধ্যে মুখোমুখি গুলির লড়াইয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার রাতের এই সংঘর্ষে পুলিশের পালটা গুলিতে পবন কুমার ওরফে চিন্টু নামে এক দাগি দুষ্কৃতী গুরুতর আহত হয়েছে। তার বাঁ পায়ে গুলি লেগেছে। অন্যদিকে, দুষ্কৃতীর গুলিতে দুই পুলিশকর্মীও আহত হয়েছেন। আহতরা সবাই বর্তমানে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ইতিমধ্যে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ওই দুষ্কৃতী বিহারের কাটিহার জেলার রৌতারা গ্রামের বাসিন্দা। সে মূলত বিহার ও উত্তরবঙ্গে সক্রিয় একটি আন্তঃরাজ্য লুট ও ছিনতাইচক্রের মাস্টারমাইন্ড হিসেবে পরিচিত। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ১২টির বেশি ফৌজদারি মামলা দায়ের রয়েছে। বুধবার রাতে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, বড়সড়ো কোনও অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যেই এই দুষ্কৃতী ফড়িংগোলা এলাকায় এসেছে। এই খবরের ভিত্তিতে রাতে নাকা চেকিং শুরু করে পুলিশ। সেই সময় ওই দুষ্কৃতী একটি বাইকে চেপে পালানোর চেষ্টা করে এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে আচমকা গুলি চালায়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পালটা গুলি চালালে তার বাঁ পায়ে লাগে এবং সে ছিটকে পড়ে।

ঘটনার পর জেলা শাসক বিশাল রাজ এবং পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার ঘটনাস্থল ও সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে একটি নম্বরবিহীন বাইক, একটি পিস্তল এবং কয়েক রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার জানান, কিশনগঞ্জ সদর থানায় এই মর্মে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

## ওয়ার্ক ফ্রম হোম চালু করতে বৈঠক

**কলকাতা, ২১ মে :** জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত নন এমন সরকারি এমনকি, বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ বা ওয়ার্ক ফ্রম হোম চালুর বিষয়ে আলোচনা করতে শুক্রবার বৈঠক ডাকল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার এই নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের শ্রম দপ্তর। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের শ্রমসচিবের নেতৃত্বে নব মহাকরণের ১৩ তলার কনফারেন্স হলে দুপুর ২টো থেকে বৈঠক হবে। তাতে বিভিন্ন শিল্প সংগঠন সহ মোট ২০টি গোষ্ঠীর তরফে ২ জন করে প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও শীর্ষস্থানীয় আমলারা।

গত সোমবার রাজ্যের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করেন মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল। তাতে তিনি, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে জ্বালানি তেলের ব্যবহার কমানোর ওপর জোর দিয়েছিলেন। আরও বেশি করে গণপরিবহণের ব্যবহার, দেশজ পণ্য কেনার পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের ডাক দেন তিনি।

সেই প্রেক্ষিতে এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে শ্রমসচিব বলেন, জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত নন এমন কর্মীদের জন্য ওয়ার্ক ফ্রম হোম বা হাইব্রিড পদ্ধতিতে কিছুদিন বাড়ি থেকে, কিছুদিন অফিসে এসে কাজের বন্দোবস্তের জন্য আলোচনা করা হবে শুক্রবারের বৈঠকে।

## জেলা হাসপাতালে তরুণকে মারধর

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রোগীর পরিবারের সদস্য এক তরুণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার এবং তাঁকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক মহিলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মা-কে দেখার জন্য রাতে তাঁর ছেলে অজয় পাসোয়ান হাসপাতালে আসেন। কিন্তু তাঁকে বলা হয় যে, রোগীকে দেখার জন্য নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গিয়েছে। এখন আর ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না। অথচ ৫০, ১০০ টাকা করে নিয়ে অন্য রোগীর পরিবারের সদস্যদের ওয়ার্ডে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। মোবাইলে ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করতে গেলে অজয়কে মারধরের পাশাপাশি তাঁর ফোন কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর পেয়ে এলাকার লোকজন হাসপাতালে আসেন। এই ঘটনার পর হাসপাতাল সুপার এবং মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে অজয় জানিয়েছেন। হাসপাতাল সুপার চন্দন ঘোষ এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

## মাদক সহ ধৃত দুই

**কিশনগঞ্জ, ২১ মে :** প্রথম অভিযানেই সাফল্য। কিশনগঞ্জ জেলার নবগঠিত অ্যান্টি নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স বা এএনটিএফ বুধবার রাতে রেলস্টেশনের পাশে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড থেকে ৮০০ গ্রাম হেরোইন সহ দুজন আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, বাজেয়াপ্ত মাদকের বাজারমূল্য ১ কোটি ৬০ লাখ টাকারও বেশি। ধৃত দুজন উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানা এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের নাম মহম্মদ শাহ আলম ও শাহবাজ আলম। তাঁরা ফড়িংগোলা দিয়ে কিশনগঞ্জ শহরে ঢোকেন।

বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার জানান, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। তাঁরা শহরের কারও কাছে ওই মাদক পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসেছিলেন বলে অনুমান। কিন্তু টাস্ক ফোর্সের অভিযানে আগেই বমাল ধরা পড়ে যান তাঁরা। টাস্ক ফোর্সের তদন্তে মাদক পাচারের ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংক পাওয়া গিয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে কিশনগঞ্জ সদর থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিকেলে কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়।

## আইএসএলের রং লাল-হলুদ

*প্রথম পাতার পর*

তবে কোনও সাফল্যই তো সহজে আসে না। মাত্র ১৪ মিনিটে গোটা স্টেডিয়ামকে হতচকিত করে আলফ্রেড প্লানাস মোয়ার গোলটা কাঁটা হয়ে গোটা প্রথমার্ধটাই বিঁধেছিল গলার কাছে। যদি ফের একটা গোল হয়ে যায়! বিরতির সময়ে অবশ্য ভিভিআইপি-তে দাঁড়ানো এক সমর্থক খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছিলেন, 'গোলটা শোধ করতে পারলে কিন্তু আমাদের তিনটি হয়ে যাবে।' তাঁর কথা রাখতেই যেন দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে ফিরেই গোল শোধ ইস্টবেঙ্গলের। আনোয়ার আলির বাড়ানো বল তাড়া করে আসা এক ডিফেন্ডারের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হল গোলকিপার শুভম ধাসের। তাঁকে কাটিয়ে এজেজ্জারির অসুবিধা হয়নি বল জালে জড়াতে। তারপরেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে বাতাসে ভেসে এল মোহনবাগানের গোল খাওয়ার খবর। উচ্ছ্বসিত চিৎকারের ডেসিবল বহুগুণ বেড়ে যাওয়াই যে স্বাভাবিক।

তবে ম্যাচটা ইস্টবেঙ্গল ধরে নেয় বিরতির বাঁশি বাজার কিছু আগেই। এই মাঠে অনেক গোল ডেভিড লালহালানসাঙ্গার। জানতেন কি ব্রুজোঁ? যে কোচের কে কী লিখল, সামাজিক মাধ্যমে কী আলোচনা হল, তা নখদর্পণে থাকে, তিনি নিশ্চিতভাবেই এটুকু হোমওয়ার্ক করবেনই। তাই বিরতির বাঁশি বাজার কিছু আগে মহম্মদ রাকিপের চোট যেন খানিক শাপে বর হল। অস্কার যখন ডেভিডকে নামিয়ে দিলেন তখনই কেন যেন মনে হচ্ছিল এবার ম্যাচের চাকা ঘুরবে। আর ঠিক সেটাই হল। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ের পাঁচ মিনিট ডেভিড একাই প্রবল দৌড়োদৌড়ি করে খেলার রাশ নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। খেলা কেমন হল, তা ব্যাখ্যা করার দরকারও বোধহয় পড়ে না এরকম কোনও ম্যাচে।

তবু মাত্র ৬ মিনিটে মিগুয়েল ফিগুয়েরার ব্যাকভলি দুর্দান্ত সেভ করেন শুভম। কিন্তু ১৪ মিনিটে যে আলফ্রেড গোল দিয়ে দেবেন এটা অঙ্কের মধ্যে ছিল না। সেই সময় কেন যেন হঠাৎই একটু চাপে পড়ে যায় লাল-হলুদ ডিফেন্স। বেশ কয়েকটা ভালো সেভ করেন প্রভসুখান। তবে কথায় বলে সব ভালো তার শেষ ভালো যার। আই লিগ পাওয়া হয়নি। এদিন শেষটা ভালো হল আইএসএল ট্রফি হাতে পাওয়ার পর। যা জোগাবে আগামীর অক্সিজেন।

**ইস্টবেঙ্গল : গিল, রাকিপ (ডেভিড), আনোয়ার (সৌভিক), কেভিন, জয় (চুংনুঙ্গা), বিষ্ণু (নন্দ), জিকসন, রশিদ, বিপিন, মিগুয়েল ও ইউসেফ (অ্যান্টন)।**

## পঞ্চায়েত অফিস না হয়ে যায়!

*প্রথম পাতার পর*

আগের সরকারের তুলনায় অনেক ভালো কাজ হচ্ছে।

এরকম 'ধন্য তুমি ধন্য হে' আওয়াজের মধ্যে নতুন সরকারের কাজকর্ম ভালো করে বিশ্লেষণ হওয়া মুশকিল। এই যে এতদিন পরেও রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা আমরা দেখতে পেলাম না, তা নিয়েও এই মধুচন্দ্রিমার সময় কেউ সেভাবে প্রশ্ন তুলছে না।

চড়া সুরের শুভেন্দু অধিকারী এবং নরম সুরের শমীক ভট্টাচার্যের যুগলবন্দি শুনতে শুনতে আমরা বরং চোখ রাখি হতভম্ব বিরোধীদের দিকে। তারা এখনও কী করবে বুঝে পাচ্ছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে প্রায় দিনই কিছু না কিছু বৈঠক হচ্ছে। এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এক, মমতার সব বিধায়ক ও সাংসদ আদৌ থাকবে কি না, না জলে ভেসে যাবে, তা স্পষ্ট নয়।

দুই, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বেশি ফ্রন্ট ফুটে খেলতে গিয়ে একেবারে বোল্ড।

তিন, ভোটগণনায় জালিয়াতির অভিযোগ এনে তাঁরা যে রাস্তায় নামবেন সে উপায় নেই। এখন মিছিলে তেমন লোক হবে না। বরং সেটা লোক হাসানোর হবে। পথে শেষপর্যন্ত নামতেই হবে মমতাকে। কিন্তু সমর্থক কোথায়? তাদের সমস্ত গড়েই ধস নেমেছে।

চার, বিধানসভায় যে কয়েকজনকে নেতা ও উপনেতা বানিয়েছেন মমতা, তাঁরা কেউই উচ্চগ্রামে পালটা যুক্তি সাজিয়ে বলার লোক নন, কুণাল ঘোষ বা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত দলে একটি ব্যতিক্রমী মুখ। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কিন্তু তাঁদের দিয়ে এখন শুভেন্দুদের সামলানো মুশকিল। শুভেন্দুর চারপাশে দল পালটে আসা মুখগুলোর বেশি ভিড়। শংকর ঘোষ, তাপস রায়, সৌমিত্র খান, নিশীথ প্রামাণিক, অর্জুন সিং, কৌস্তভ বাগচী, রুদ্রনীল ঘোষ, পাপিয়া অধিকারী। যাঁরা অন্য দল থেকে বিজেপিতে এসেছেন। তাঁরাই এখন উচ্চস্বরে কথা বলছেন বেশি। শোভনদেবদের পক্ষে এঁদের সামলানো মুশকিল।

পাঁচ, যে হারে প্রায় প্রতিদিনই তৃণমূলের কোনও বড় নেতা দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হচ্ছেন, তাতে পুরো দলেই একটা চাপা আতঙ্ক। এই পরিস্থিতিতে কে যোগ দিতে যাবে হল্লা ব্রিগেডে? তৃণমূলে হল্লা ব্রিগেড বলে আর কিছু নেই। বরং মজার কথা, এতদিন যাঁরা অভিষেক অভিষেক বলে পাগল হচ্ছিলেন, এতদিন যাঁরা মমতার থেকেও অভিষেককে এগিয়ে রাখছিলেন, তাঁরা মুহূর্তে অভিষেকের পাশ থেকে সরে গেছেন।

তৃণমূলের পক্ষে সবচেয়ে বড় চিন্তার, দলের সব বিধায়ক সব কর্মসূচিতে নেই। কখন কার মত বদলাবে দিদিও জানেন না, ঈশ্বরও না।

সিপিএম বা কংগ্রেসের অত চিন্তা নেই, কেননা তাদের তো অত বিধায়কই নেই। মমতার মতো তাদেরও নিয়মিত পথে নামার ক্ষেত্রে বাধা, এত লোক নেই। রাজ্যে বুলডোজার চলছে, হকার উচ্ছেদ চলছে বেশ নির্বিঘ্নেই। বিরোধিতা ছাড়া।

সরকার বদলের পর কোনও পক্ষকেই বিচার করার সময় এখনও অবশ্য আসেনি। খেলা তো সবে শুরু!

যদি কিছু আতঙ্কের থাকে, তাহলে সেটা অন্য জায়গায়।

এবার বিধায়করা শপথ নেওয়ার সময় দেখা গেল, বেশ কয়েকজন বিধায়ক বাংলা পর্যন্ত পড়তে পারছেন না। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে একজন বলে দিচ্ছেন। সেটাও অনেকে বলতে পারছেন না। কী যে বলছেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এটুকু বোঝা যাচ্ছে, অনেকে স্কুলেই পড়েননি। এক বিধায়ক মনে হল বাংলাই জানেন না। অন্য বিধায়কের নাম বললেন স্পিকার, ভাষণ দেওয়ার জন্য। তিনি শুধু নিজের নাম আর বিধানসভা কেন্দ্র বলেই বসে পড়লেন। এখানে শাসক ও বিরোধীরা একেবারে একাকার।

গ্রাম পঞ্চায়েতে এরকম দৃশ্য দেখা যায়। তাই বলে বিধানসভায় দেখতে হবে? আপাতত এটাই সবচেয়ে আতঙ্কের হয়ে থাকল আমজনতার কাছে।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে সব পক্ষই এমন সব কথা বলেছে, যা সাধারণত শোনা যায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে। উলটো-পালটা হাস্যকর কথা বলায় বড় নেতা, ছোট নেতার কোনও ফারাক ছিল না। সিরিয়াস আলোচনা, তত্ত্বকথা ডুবে গিয়েছে ব্যক্তিগত আক্রমণের তোড়ে। যে যত চিৎকার করবে, সে নাকি তত ভালো বক্তা। ওই জন্য শপথের সময় দিশেহারা বিধায়কদের হাবভাব ভাবাচ্ছে বেশি।

প্রার্থনা করা যাক, বিধানসভাটা যেন পঞ্চায়েত অফিস না হয়ে যায়!

## গাঁজা উদ্ধার

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** রাজ্য সরকারের তরফে মাদকের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর অভিযান হয় শিলিগুড়িতে। এদিন নর্মদা বাগান এলাকায় এই টিম অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম বিকাশ রায় ও সৌরভ টিগ্গা। পেশায় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ নর্মদা বাগানেরই বাসিন্দা। সেখান থেকেই বিকাশকে গ্রেপ্তার করেছে ওই টিম। ওই বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার হাইড্রোপনিক উইড (গাঁজা) পাওয়া গিয়েছে। যা মূলত থাইল্যান্ড থেকে পাচার হয়ে এদেশে আসে বলে সূত্রের খবর।

## পদক্ষেপ রাজ্যের

*প্রথম পাতার পর*

বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার এই প্রকল্পে বাংলায় বিরাট আর্থিক তছরুপের অভিযোগ সামনে এসেছে।

বহু জায়গায় মাটির নীচে অত্যন্ত নিম্নমানের পাইপ বিছানো হয়েছে, যা অল্প দিনে ফেটে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই চক্রের পান্ডা পাইপ সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে সরকারি ইঞ্জিনিয়াররা সাইট ভিজিট না করে ওই নিম্নমানের কাজের বিল পাশ করিয়ে সরকারি টাকা পাইয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকারি কেনাকাটা ও টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ১০০ শতাংশ স্বচ্ছতা আনতে রাজ্যের সমস্ত দপ্তরে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনের নির্দেশিকা মেনে চলাও বাধ্যতামূলক করল নতুন সরকার। চলতি সপ্তাহে রাজ্যের অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এখন থেকে রাজ্য সরকারের অধীন দপ্তর, স্বশাসিত সংস্থা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান পণ্য কেনা, পরিষেবা নেওয়া কিংবা কাজের বরাত দেওয়ার সময় ভিজিল্যান্সের নির্ধারিত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। এতদিন সরকারি কেনাকাটায় রাজ্যের নিজস্ব আর্থিক বিধি ছিল। যার ফাঁকফোকর গলে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছিল বলে অভিযোগ। সরকারি কর্তাদের বিরুদ্ধেও সরাসরি এফআইআর-এর নির্দেশে প্রশাসনে কম্পন শুরু হয়েছে। সাধারণত দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় তদন্ত বা বড়জোর সাসপেনশনের চেনা ছকে হাঁটে সরকার। কিন্তু বিজেপি সরকারের নির্দেশ নজিরবিহীন। এই অভিযানের জেরে রাজ্যের বহু দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারের রাতের ঘুম যে উড়তে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

## পদ্মকে ছাপিয়ে

*প্রথম পাতার পর*

ক্ষোভ প্রকাশে সক্ষমরাই শুধু ককরোচ জনতা পার্টির সদস্য হতে পারেন। বছর তিরিশের অভিজিৎ দীপ দলটির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসংযোগ বিভাগে পাঠরত। তিনি এক সপ্তাহ আগে সেখানে চাকরির আবেদন করেছিলেন। আরশোলা মন্তব্যকে ঘিরে নেটদুনিয়ায় তৈরি হওয়া ক্ষোভকে ঝুলিতে ভরে ককরোচ জনতা পার্টির জন্ম দেন তিনি।

তাঁর সাফ কথা, প্রধান বিচারপতি সংবিধান এবং বাকস্বাধীনতার রক্ষক হয়ে বেকার তরুণদের উদ্দেশে এমন মন্তব্য করতে পারেন না। তাই প্রতিবাদ হিসেবেই অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের রাজ্যসভায় যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা, বেকার ভাতার মতো দাবি তুলেছে। অভিজিৎ মনে করেন না, অনলাইনে এই প্রতিবাদ নিছকই একটা ট্রেন্ড। তাঁর কথায়, তাহলে দলের ওয়েবসাইটে দু'লাখ মানুষ রেজিস্টার করতেন না।

অভিজিতের কথায়, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বহু বছরের হতাশা জমে ছিল বলেই এভাবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল। কিন্তু এর পরিণতি রাজনৈতিক নাকি ডিজিটাল বিদ্রোহে থেমে যাবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

দলটির নির্বাচনি ইস্তাহার অবশ্য তৈরি হয়ে গিয়েছে। যার ভাষা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক।

যেখানে সংসদের সদস্য সংখ্যা না বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ ও দলত্যাগী সাংসদ-বিধায়কদের ওপর ২০ বছর ভোটে নিষেধাজ্ঞার দাবি রাখা হয়েছে।

# বিরাটের টেস্টে ফেরা নিয়ে নয়া বিতর্ক

## ওডিআই বিশ্বকাপ জল্পনায় রোকো

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২১ মে :** বয়স শুধুই একটা সংখ্যা। তাঁর মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে।

বিরাট কোহলিকে রোখা যাচ্ছে না। চলতি আইপিএল মরশুমে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে প্লে-অফে তুলে দেওয়ার পাশে ১৩ ম্যাচে ৫৪২ রান করে ফেলেছেন। সঙ্গে নিয়মিত রেকর্ড গড়ার প্রবণতা তো রয়েছেই। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারকে 'ব্যাটের' মাধ্যমে নীরব বার্তা দিয়ে চলেছেন কোহলি। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরকেও।

এমন অবস্থার মধ্যে আজ ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে দুটি বিষয় সামনে এসেছে আচমকাই। এক, বিরাট টেস্টে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারেন। এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কোহলির ছোটোবেলার কোচ রাজকুমার শর্মার এমন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য 'ভাইরাল' হয়ে গিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। দুই, বিরাটের পাশে রোহিত শর্মাও নাকি অনিশ্চিত ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের আসরে। 'রোকো' জুটির দলে থাকা নাকি নিশ্চিত নয়।

রোকো টেস্ট ছেড়েছেন এক বছর আগে। আন্তর্জাতিক টি২০ ছেড়েছেন ২০২৪ সালে। অথচ, বিরাট-রোহিতরা এখনও একদিনের ক্রিকেট চালিয়ে যাচ্ছেন। কেন? সহজ জবাব, বয়সকে তুড়ি মেরে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপে বিরাট-রোহিত, দুজনই খেলতে চান। জিততে চান একদিনের বিশ্বকাপ। ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের বিশ্বকাপ হওয়ার কথা। দেড় বছর আগে থেকে কারা দলে নিশ্চিত, বলা কঠিন তো বটেই, অসম্ভবও। আচমকা কোনও ক্রিকেটারের চোট-আঘাত লাগতেই পারে। তাছাড়া বিরাট-রোহিতরা একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর



না নিলে তাঁদের 'উপেক্ষা' করাটা সহজ হবে না আগরকারদের জন্য। প্রশ্ন একটাই, আচমকা ওডিআই বিশ্বকাপে অনিশ্চিত রোকো, এমন জল্পনা কেন সামনে এল। ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে চমকপ্রদ তথ্য।

দিন দুয়েক আগে ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজের দল নির্বাচনের সময় বিরাট-রোহিতদের বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন আগরকাররা। সেই সময় রোকোর সঙ্গে তাঁদের ফোনে কথাও হয়। আগরকারদের বিশ্রামের ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজে খেলার সিদ্ধান্ত নেন রোকো। সূত্রের খবর, এই বিশ্রামের ভাবনাই আচমকা বড় আকার নিয়ে সামনে এসেছে। যার পোশাকি নাম হয়েছে, ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ ভাবনায় জায়গা নিশ্চিত নয় রোকো-র। সন্ধ্যার দিকে নাম না লেখার শর্তে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'বিরাট-রোহিতরা চিরকালই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিয়ে এসেছে। বাকিটা বুঝে নিন।'

রোকো-কে নিয়ে একদিনের বিশ্বকাপ জল্পনার মাঝে আজ ভারতীয় ক্রিকেট সমাজের হৃদযন্ত্রের স্পন্দন দ্বিগুণ করে দিয়েছেন কোহলির কোচ রাজকুমার। এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানের হাজির হয়ে তিনি স্পষ্টভাবে না বললেও ইঙ্গিত দিয়েছেন, কোহলি টেস্টে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারেন। রাজকুমারকে নাকি এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন কোহলি নিজে। বিরাটের কোচ কেন এমন মন্তব্য করেছেন, একমাত্র তিনিই তার জবাব দিতে পারবেন। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, কোহলির টেস্ট প্রত্যাবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া গম্ভীর যতদিন ভারতীয় দলের কোচ থাকবেন (২০২৮ সাল পর্যন্ত গম্ভীরের থাকা নিশ্চিত), আগরকার থাকবেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান, ততদিন টেস্টে প্রত্যাবর্তনের কথা কোহলির পক্ষে ভাবা সম্ভবই নয়। কারণ, তাঁর টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তের নেপথ্যে গম্ভীর-আগরকারদের 'অবদানের' কথা সবারই জানা। অতীতের সেই তিক্ততা এখনও প্রবলভাবেই রয়েছে।

তাই কোহলির টেস্টে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা আর সূর্য পশ্চিমদিকে উদয় হওয়া, প্রায় সমার্থকই।

## বিশ্বকাপ দলে ফিরলেন ন্যুয়ের

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২১ মে :** বিশ্বকাপের মূল দলে জায়গা করে নিলেন ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। সেই অর্থে দেখতে গেলে জার্মানি জাতীয় দলে ফিরে এলেন তিনি।

বৃহস্পতিবারই দুপুর নাগাদ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেন জার্মানদের হেড কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান। তিনিই ৪০ বছরের ন্যুয়েরের ফিরে আসার কথা জানান। সঙ্গে নিশ্চিত করে দেন, আসন্ন বিশ্বকাপে ন্যুয়েরই দলের এক নম্বর গোলকিপার হতে চলেছেন। ২০২৪ সালের ইউরো কাপের পরই জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন জার্মানির এই কিংবদন্তি গোলকিপার। তবে সম্প্রতি তিনি ফের দেশের হয়ে বিশ্বকাপে খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। খুব সম্ভবত ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়নশিপের সময়ে তাঁর অবদানের কথা মাথায় রেখেই এবার নাগেলসম্যান তাঁকে বাদ দিতে পারলেন না। প্রসঙ্গত, সেটাই জার্মানির শেষ বিশ্বকাপ জয়।

বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর ফিরে আসা নিয়ে জল্পনা ছিল। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে নিয়মিত খেলে নিজেকে তৈরি রাখার কাজটাও করে যাচ্ছিলেন পাঁচবারের বিশ্ব সেরার খেতাব পাওয়া গোলকিপার। লিগ খেতাব পাওয়ার পর এবার স্টুটগার্টে আগামী শনিবার কাপ ফাইনালের লক্ষ্যে নামবেন ন্যুয়ের। বেশ কিছুদিন ধরেই অলিভার বাউমান জার্মানির এক নম্বর গোলকিপার। কিন্তু ন্যুয়েরে ফেরা দলে বাউমানের জায়গা নড়বড়ে করে দিল। ন্যুয়ের ছাড়াও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির প্রাক্তনী লেরয় সানের অন্তর্ভুক্তিতেও অনেকে অবাক। এই উইঙ্গার এবার গালাতাসারের হয়ে খেলার সময়ে লিগের ২৮ ম্যাচে সাতটা গোল করেন। ধারাবাহিকতা না থাকাতেই তাঁর দলে ঢোকায় প্রশ্ন উঠছে।

২৬ জনের দল থেকে বাদ গিয়েছেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের করিম আদেয়েমি। এই মরশুমে মাত্র ৬ গোল করাই সম্ভবত এই বাদ যাওয়ার কারণ। তেমনি গত মার্চের ফিফা আন্তর্জাতিকে লিডস ইউনাইটেডের অ্যান্টন স্টাচ সুযোগ পেলেও তিনি আমেরিকাগামী বিমানে উঠছেন না। ক্রিস ফুরিচও বাদ। তবে অনেকেই মনে করছেন, সুযোগ পেলে পরিবর্ত হিসাবে তিনি দলের পক্ষে কার্যকরী হতে পারতেন। এছাড়া চোটের জন্য সার্জ গ্যানাব্রিকে বাদ দিতে হয়েছে। ১৪ জুন হাউস্টনে কুরাসাওয়ের বিপক্ষে নিজেদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করতে চলেছে জার্মানি। গ্রুপে এছাড়া আছে আইভরি কোস্ট ও ইকুয়েডর। ফলে জার্মানির গ্রুপ শীর্ষে থেকে র‍্যাউন্ড অফ ৩২-এ যাওয়া নিয়ে কারোরই কোনও সংশয় নেই।

### জার্মানির স্কোয়াড

**গোলকিপার :** ম্যানুয়েল ন্যুয়ের, অলিভার বাউম্যান, আলেকজান্ডার নুবেল

**ডিফেন্ডার :** ওয়াল্ডেমার অ্যান্টোন, নাথালিয়েল ব্রাউন, ডেভিড রাউম, অ্যান্টোনিও রুডিগার, নিকো শ্লটারবেক, জোনাথান তাহ, ম্যালিক চাউ

**মিডফিল্ডার :** পাসকাল গ্রস, জোশুয়া কিমিচ, ফেলিক্স মেচা, আলেকসান্দার পাভলোভিচ, অ্যাঞ্জেলো স্টিলার, নাদিয়েম আমিরি, লিও গোরেৎজা

**স্ট্রাইকার :** কাই হাভার্জ, লেনার্ট কার্ল, জামাল মুসিয়ালা, ফ্লোরিয়ান রিৎজ, ম্যাক্সিমিলিয়ান বেইয়ার, জেমি লেওয়েলিং, লেরয় সানে, ডেনিজ উনদাভ ও নিক ওয়াল্টেমেড।



# মাহি রাঁচিতে, দল গুজরাটে!

## 'বিদায়ি' ম্যাচ খেলে ফেলেছেন, জল্পনা ধোনিকে ঘিরে

**আহমেদাবাদ ও রাঁচি, ২১ মে :** প্লে-অফের ক্ষীণ আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে দল যখন আহমেদাবাদে মরিয়া লড়াইয়ে ব্যস্ত, তখন মহেন্দ্র সিং ধোনি রাঁচিতে নিজের বাড়িতে বিশ্রামে! সতীর্থদের পাশে থাকার বদলে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো। 'থালা'-র যে সিদ্ধান্তে জোর জল্পনা। প্রশ্ন, আইপিএলের শেষ ম্যাচটা খেলে ফেলেছেন ধোনি? হলুদ জার্সিতে ক্রিকেটার ধোনিকে আর দেখা যাবে না?

চোটআঘাত, ফিটনেসের কারণে চলতি লিগে একটা ম্যাচেও মাঠে নামতে পারেননি মাহি। প্রিয় থালাকে দেখতে না পাওয়ার হতাশা ক্রমশ দীর্ঘ হয়েছে। মনে করা হয়েছিল ঘরের মাঠে গত সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে হয়তো দেখা যাবে। কারণ, এবারের লিগে এটাই শেষ ম্যাচ ছিল চেন্নাইয়ে। আর বেশ কিছুদিন আগে ধোনি ঘোষণাও করে দেন, হলুদ জার্সিতে শেষ ম্যাচটা প্রিয় চিপক স্টেডিয়ামে (চেন্নাইয়ে) খেলবেন।

যদিও অপেক্ষায় সার। মাহি-দর্শন, হেলিকপ্টার শটে স্বাদ মেটানোর আশা মেটেনি। আগামীদিনে মেটার কোনও গ্যারান্টি নেই। বৃহস্পতিবার গ্রুপ লিগে গুজরাট টাইটান্স-চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের ফলাফল যাইহোক, নকআউটে সিএসকে-র ওঠা অনিশ্চিত। অনেক অঙ্ক, যদি, কিন্তু রয়েছে। আশঙ্কা সত্যি হলে 'আসছে বছর আবার হবে'। যেখানে মাহির প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা কার্যত নেই।

ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি জানান, বুড়ো আঙুলে চোট রয়েছে ধোনির। তাই বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। সুপার কিংস প্লে-অফে উঠলে টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন। কিন্তু প্রশ্ন উলটোটা ঘটলে? চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রের খবর, রাঁচি ফেরার আগে নাকি বিদায়ের ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন। কয়েকদিনের মধ্যে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেবেন।

সেক্ষেত্রে হলুদ জার্সিতে বিদায়ি ম্যাচ খেলে ফেলার জল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে। কারও দাবি, সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। ক্রিকেটার ধোনি আর চেন্নাইয়ের দীর্ঘ সম্পর্কে ইতি পড়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র। অপর এক সূত্রের দাবি, মাহি-চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের মধ্যেও গত বছর থেকেই দূরত্ব বেড়েছে। বিভিন্ন সিদ্ধান্তে মাহির পরামর্শ এখন আর অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। মাহিকে অন্ধকারে রেখেই নাকি রবীন্দ্র জাদেজার বদলে ট্রেডে সঞ্জু স্যামসনকে নেয় চেন্নাই! যা হজম করতে না পেরে ক্রমশ নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। শুধু ফিটনেস মাহির না খেলার একমাত্র কারণ নয়। শেষ পরিণতি কী হতে চলেছে, সেটাই এখন দেখার। অপেক্ষা জল্পনায় জল ঢেলে অবসর নিয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি মুখ খোলার।

# মুস্তাফিজুরকে না পাওয়া বড় ধাক্কা, বলছেন ভেঙ্কি

## গলফে মজে গ্রিন-ফিনরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে :** স্বপ্ন এখনও বেঁচে। নিঃশ্বাস এখনও পড়ছে। প্লে-অফের জটিল অঙ্কের সমাধান এখনও সম্ভব।

গতরাতের ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দখল নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ১৩ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ছয় নম্বরে উঠে এসেছেন আজিঙ্কা রাহানেরা। কিন্তু পথ চলার এখনও অনেক বাকি। অন্তত কেকেআর এমনটাই মনে করছে। রবিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ইডেনে লিগের শেষ ম্যাচ নাইটদের। সেই ম্যাচে জিততেই হবে রাহানেদের। কিন্তু সেই ম্যাচ খেলতে নামার আগে অনেকগুলি বিষয় কেকেআরের পক্ষে থাকতে হবে। এক, রবিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের জেতা চলবে না। দুই, পাঞ্জাব কিংসকে হারতে হবে। বাস্তবে এমন সব অঙ্ক মিলে গিয়ে কেকেআরের পক্ষে কি প্লে-অফে যাওয়া সম্ভব?

জবাব সময়ের গর্ভে। তার আগে মুম্বই দখলের পরের দিনটা ফুরফুরে মেজাজে দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত গলফ ক্লাবে কাটিয়ে দিলেন নাইটরা। ক্যামেরন গ্রিন, ফিন অ্যালেন, টিম সেইফার্টদের সঙ্গে গলফ খেলায় মেতেছিলেন দলের সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন ও বোলিং কোচ টিম সাউদিরা। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কেকেআর সিইও ভেঙ্কি মাইসোরও। মরশুম শুরুর আগে থেকেই এবার বিতর্কে জেরবার। কখনও মুস্তাফিজুর রহমানকে দলে নেওয়ার পরও ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়া। আবার কখনও বা হর্ষিত রানা, আকাশ দীপদের চোটের কারণে দলে না পাওয়া। নাইটদের সিইও ভেঙ্কি আজ স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁরা বাংলাদেশের বাঁহাতি জোরে বোলার মুস্তাফিজুরকে মিস করেছেন। নাইট সিইও-র কথায়, 'নিলামের সময় মনে হয়েছিল, আমরা দারুণ একটা দল গড়তে পেরেছি। কিন্তু টি২০ বিশ্বকাপ



*গলফ খেলছেন ফিন অ্যালেন।*

পরবর্তী সময়ে ধারণাটা বদলে যায়। অনেকে চোট পেয়ে ছিটকে যায়। মুস্তাফিজুরকেও আমরা পাইনি। হতে পারে মুস্তাফিজুরকে না পাওয়ার কারণটা ভিন্ন। কিন্তু এই কথা ঠিক, ওর অনুপস্থিতি বড় ধাক্কা ছিল দলের জন্য।'

আকাশ-হর্ষিত-মুস্তাফিজুরকে না পেলেও কেকেআর লড়াই ছাড়েনি। বরং সেই লড়াই এখনও চলছে। শুরুটা খুব খারাপ হলেও সময়ের সঙ্গে ছন্দে ফিরেছেন নাইটরা। প্লে-অফ স্বপ্নও এখনও বেঁচে রয়েছে। রবিবার দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচের ফল কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে রাহানেরা আপাতত ফুরফুরে মেজাজে। যদিও সেই ফুরফুরে মেজাজের মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য কিছু কাঁটাও। গতরাতের ইডেনে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর। পরে রঘুবংশী মাঠ ছাড়েন কনকাশনের কারণে। পরিবর্তে তেজস্বী দাহিয়া মাঠে নেমেছিলেন। এখানেই বেঁধেছে নয়া বিতর্ক। শেষ ম্যাচে রঘুবংশী খেলতে পারবেন কি না, স্পষ্ট নয়। কনকাশন হলে সাধারণত সাতদিন ক্রিকেটের বাইরে থাকতে হয়। ফলে দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে রঘুবংশীর মাঠে নামা নিয়ে রয়েছে জল্পনা।

অধিনায়ক রাহানেও তাঁর সতীর্থকে নিয়ে কোনও দিশা দিতে পারেননি গতরাতের ম্যাচের পর। বরং পুরো দলকে সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন কেকেআর অধিনায়ক। বলেছিলেন, 'দলের সাফল্যে সবারই অবদান রয়েছে। বোলাররা দুর্দান্ত বল করেছে। ব্যাটাররাও সেরাটা দিয়েছে। আমাদের এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে।' এদিকে, রবিবার দিল্লির বিরুদ্ধে লিগের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে আজ নাইট শিবিরে এসেছে সুখবর। জানা গিয়েছে, ভারতীয় 'এ' দলের শ্রীলঙ্কা সফরের দলে সুযোগ পেয়েছেন অলরাউন্ডার অনুকূল রায়। হর্ষ দুবের পরিবর্তে ভারতীয় 'এ' দলে সুযোগ পেয়েছেন অনুকূল।

## 'এ' দলে অনুকূল

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ভারত 'এ' দলে সুযোগ পেলেন স্পিন অলরাউন্ডার অনুকূল রায়। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজের জন্য হর্ষ দুবে জাতীয় দলে ডাক পাওয়ায়



তাঁর বদলি হিসেবে অনুকূলকে দলে নেওয়া হয়েছে। ৯ থেকে ২১ জুন পর্যন্ত ডাম্বুলায় ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানের 'এ' দলকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে। তিলক ভার্মার নেতৃত্বাধীন এই দলে সহ অধিনায়ক হিসেবে রয়েছেন রিয়ান পরাগ। দলে বৈভব সূর্যবংশী ও আয়ুষ বাদোনিও সুযোগ পেয়েছে।

## দ্বিতীয় রাউন্ডে শিলিগুড়ি

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের দুইদিনের ক্রিকেটে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠল শিলিগুড়ি। বুধবার ম্যাচের প্রথমদিনে হুগলি ৪৬৪ রানে অল আউট হয়। জবাবে শিলিগুড়ির স্কোর ছিল ৪৪/৩। বৃহস্পতিবার বৃষ্টিতে বসুন্ধরা মাঠ ভিজে থাকায় দ্বিতীয়দিনে খেলা হয়নি। শিলিগুড়ি কোশেন্টে জিতে পরবর্তী রাউন্ডে গেল। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে ক্রিকেটারদের অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

## ফিরেই জয় জিটিএসসি-র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মে :** দীর্ঘদিন পর মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে ফিরল জিটিএসসি। গৌরচন্দ্র দত্ত ও অমৃতকুমার চৌধুরী প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘকে। ৩৮ ও ৫৫ মিনিটে খোকন রায় জোড়া গোল করেন। খোকন ম্যাচের সেরা হয়ে দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি পেয়েছেন। শুক্রবার খেলবে নবোদয় সংঘ ও ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব।

## শিঞ্জা, ঈশিকার রুপো

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মে :** পুনেতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কুডো ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ কাপে অনূর্ধ্ব-১২ মেয়েদের বিভাগে শিঞ্জা ভট্টাচার্য ও অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে ঈশিকা রায় রুপো জিতেছে। দুইজনের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কোচ তাদের কোচ অঙ্কুর বর্মন।



*চোট সারিয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অনুশীলনে অধিনায়ক রজত পাতিদার।*

# প্রথম দুইয়ের লক্ষ্যে আজ ঈশানদের 'কাঁটা' বিরাটরা

**হায়দরাবাদ, ২১ মে :** মাঝে ঠিক এক মাস ২৪ দিন।

২৮ মার্চ উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। বিরাট কোহলি, দেবদত্ত পাডিক্কালের দাপুটে ব্যাটিংয়ে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করে আরসিবি। মাঝের লম্বা সময়ে অবশ্য ছবিটা অনেক বদলেছে।

প্রাথমিক লক্ষ্য প্লে-অফের টিকিট ইতিমধ্যেই দুই দলেরই পকেটে। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম দুয়ে থাকাও নিশ্চিত করে ফেলেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আরসিবি। তিন নম্বরে থাকা হায়দরাবাদ নামছে সেই লক্ষ্যে। প্রথম দুইয়ে থেকে ফাইনালের রাস্তা আরও প্রশস্ত (জোড়া সুযোগ) করাই আপাতত পাখির চোখ প্যাট কামিন্সের সানরাইজার্স ব্রিগেডের।

গ্রুপ লিগে নিজেদের অন্তিম ম্যাচে ঘরের মাঠে বদলার সঙ্গে সেরা দুইয়ে থাকার সুবিধা আদায়। এক ঢিলে একাধিক পাখি মারার সুযোগ অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, হেনরিচ ক্লাসেন, নীতীশ কুমার রেড্ডিদের সামনে। শুরুটা খারাপ করলেও শেষপর্বে বিজয়রথ ছুটিয়েছে। ১৩ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে। আরসিবি-কে হারালে সুযোগ প্রথম দুইয়ে পৌঁছোনোর সুযোগ।

কাজটা যদিও সহজ হচ্ছে না। কারণ, চলতি লিগে ব্যাটে-বলের সবচেয়ে ধারাবাহিক দলের নাম আরসিবি। ব্যাটিংয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং বিরাট কোহলি। বৈভব সূর্যবংশীদের তারুণ্যের তেজ, ব্যাটিং

**আইপিএলে আজ**

**সানরাইজার্স হায়দরাবাদ** বনাম **রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু**

**সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট**
**স্থান : হায়দরাবাদ**

**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

তাণ্ডবের মাঝে ব্যাটিংকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছেন। সুনীল গাভাসকার পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'ওল্ড ইজ গোল্ড, তা প্রমাণ করছে বিরাট।' কোহলিয়ানার পাশে পাডিক্কাল, রজত পাতিদার, টিম ডেভিডদের বিস্ফোরক ব্যাটিং যা থামানোর অ্যাসিড টেস্ট হায়দরাবাদের। কামিন্সের নেতৃত্বে এশান মালিঙ্গা, হর্ষ দুবেরা চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলান, সেটাই দেখার।

চারমিনার শহরের আকর্ষণীয় যে ম্যাচের চাবিকাঠি অবশ্য রয়েছে আরসিবি-র বোলিং নাম সানরাইজার্স ব্যাটিংয়ের দ্বৈরথের মধ্যে। হেড, অভিষেক, ঈশান কিষানরা প্রায় প্রতি ম্যাচে তাণ্ডব চালাচ্ছেন বোলারদের ওপর। মাঝে ব্যাটিংয়ের 'নিউক্লিয়াস' হিসেবে হাজির ক্লাসেন। চেনা বিস্ফোরণ নয়, অ্যাঙ্কর রোলে ম্যাচের মোড় ঘোরাচ্ছেন প্রোটিয়া তারকা। ক্লাসেনের যে ঠান্ডা মাথার পরিস্থিতি বুঝে ব্যাটিং কাঁটা হতে চলেছে আরসিবি-র জন্য।

বিরাটদের অবশ্য স্বস্তির জায়গা, যে কোনও ব্যাটিং সামলানোর মতো রসদ রয়েছে জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমার, সুযশ শর্মা, ক্রুণাল পান্ডিয়াকে নিয়ে গড়া বোলিং ব্রিগেডের। গতি আর সুইংয়ে জোশ-ভুবি জুটি লিগ মাতাচ্ছেন। দীর্ঘদিন পর ভুবির সুইং জাদু দেখাচ্ছে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন তো দাবিই তুলেছেন, ভুবিকে ভারতীয় দলে ফেরানো হোক। সবকিছু ছাপিয়ে বিরাট ক্লাসিক বনাম অভিষেক-ঈশানদের আগ্রাসন। দ্বৈরথের ফল কী হয়, সেটাই দেখার।

# ৩০ বছর পর ইউরো খেতাব ভিলার

**ইস্তানবুল, ২১ মে :** উনাই এমেরি প্রমাণ করলেন কেন তাকে 'ইউরোপা লিগের রাজা' বলা হয়। তাঁর হাত ধরেই দীর্ঘ ৩০ বছরের ট্রফি খরা কাটিয়ে ইউরোপা চ্যাম্পিয়ন হল অ্যাস্টন ভিলা। বুধবার রাতে ফাইনালে ফ্রেইবার্গকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল এমেরির ভিলা।

৪১ মিনিটে ইউরি টিয়েলেম্যান্স দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর, প্রথমার্ধের শেষদিকে চমৎকার গোলে ব্যবধান বাড়ান এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে মরগ্যান রজার্স তৃতীয় গোলটি করে ভিলার জয় নিশ্চিত করেন। এই নিয়ে পঞ্চমবার ইউরোপা খেতাব জিতলেন দলের স্প্যানিশ কোচ এমেরি, যা একটি নয়া রেকর্ড। চ্যাম্পিয়ন হয়ে এমেরি বলেছেন, 'এই ফাইনালটা নিশ্চিত করে দিল, কতটা আমরা এগোতে পেরেছি। ইউরোপ আমাদের অনেক দিয়েছে।' অ্যাস্টন ভিলা অনুরাগী ব্রিটেনের প্রিন্স উইলিয়াম ম্যাচটি দেখার জন্য গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন। ভিলার এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তিনিও। এর আগে ১৯৯৬ সালে লিগ কাপ জিতেছিল ভিলা। অন্যদিকে, ১৯৮২ সালের পর এই প্রথমবার কোনও ইউরোপিয়ান ট্রফি জিতল তারা।

# হারের সঙ্গে জরিমানার ধাক্কা হার্দিকের

**সঞ্জীবকুমার দত্ত**

**কলকাতা, ২১ মে :** চাপ ছিলই। ইডেন গার্ডেন্সে দলের বিবর্ণও পারফরমেন্সের পর সমালোচনা আরও ঊর্ধ্বমুখী। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা, ম্যাচ রেফারির জরিমানার মুখে পড়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচে আচরণবিধিভঙ্গে অভিযোগে ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ জরিমানা হয়েছে তাঁর।

কেকেআর ইনিংসের দশম ওভারের ঘটনা। প্রথম দুই বলে বাউন্ডারির পর তৃতীয় বলে রোভমান পাওয়েলের সহজ ক্যাচ। যদিও দীপক চাহার আর রবিন মিঞ্জের ভুল বোঝাবুঝিতে তা মিস। বোলার হার্দিক মাঠের মধ্যেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে। হাতের সামনে থাকা স্টাম্পের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন, হাত দিয়ে বেল ফেলে দেন। হার্দিককে ঘিরে ফের মুম্বই সংসারে অশান্তির কালো মেঘ। লিগের মাঝপথেই প্লে-অফের আশা শেষ হয়ে যায়। বাকি ম্যাচ জিতে মুখরক্ষার চেষ্টা। কিন্তু তিন ম্যাচ পর হার্দিক ফিরতেই দল আবারও ব্যর্থতার অন্ধগলিতে। অভিযোগ, হার্দিক থাকলে এক, না থাকলে অন্য ছবি। দলের পরিবেশ নষ্ট করছে হার্দিকের উপস্থিতিই।

রোহিত শর্মার নেতৃত্বে মুম্বই দলের যে একাত্মতা সাফল্যের মূল ইউএসপি ছিল, সেটাই উধাও হার্দিকের আমলে। অন্দরমহলের দাবি, হার্দিকের নেতৃত্ব, আচার-ব্যবহার নিয়ে অসন্তুষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির শীর্ষ আধিকারিকদের অনেকেই। হার্দিক-বিদায়ের সম্মানযোগ্য রাস্তাও নাকি খোঁজা শুরু হয়ে গিয়েছে। মাইকেল ভনের পরামর্শ, মুম্বইয়ের সঙ্গে চলতি সফরের তিক্ততা ভুলে হার্দিক নতুন করে শুরু করুক। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, গুজরাটই ঠিক ছিল। মুম্বইয়ের চাঁদের হাটে অধিনায়ক হিসেবে আনফিট হার্দিক।

গুজরাট টাইটান্স ছেড়ে মুম্বইয়ে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই হার্দিক-রোহিত সমীকরণে ফাটল। জসপ্রীত বুমরাহ-হার্দিক কিংবা সূর্যকুমার যাদব-হার্দিকের সম্পর্কও তথৈবচ। পরিস্থিতি বদলাতে রোহিতকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে নেতৃত্বে ফেরানোর দাবিও নতুন নয়। কেরিয়ারের শেষ পর্বে পৌঁছে যাওয়া রোহিত নয়, সূত্রের খবর বুমরাহ, সূর্যকুমাররা আগামীবার অধিনায়কের ভাবনায় রয়েছেন। ইডেনে ফ্লপ শোয়ের পর প্রশ্নগুলি আরও বড় আকার নিয়েছে। প্রাক্তন স্পিনার মুরলী কার্তিকের দুষছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিকেও। যুক্তি, 'তিন বছর আগে রোহিত, বুমরাহ, সূর্যকে ধরে রাখার পর হঠাৎ করে বাইরে থেকে কাউকে (হার্দিক) এনে ওদের মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়। দলের পরিবেশকে যা নষ্ট করে দেয়। যারা দলে ছিল, তাদের জন্য বড় ধাক্কা ছিল যে পদক্ষেপ।'

প্রাক্তন আরেক তারকা মনোজ তিওয়ারির বিশ্বাস, আগামী মরশুমে ভুলটা শুধরে নেবেন নীতা আম্বানিরা। বলেছেন, 'দুশো শতাংশ নিশ্চিত, পরের মরশুমে নতুন অধিনায়ক দেখব। সেটা সূর্যকুমার হতে পারে কিংবা বুমরাহ। তবে ফাস্ট বোলার হওয়ার ফলে বুমরাহর চোট আশঙ্কা থাকবে। ফলে সূর্য অগ্রাধিকার পেতে পারে।'

নাইট ম্যাচে ফিল্ডিং নিয়ে সহকারী কোচ পরস মামব্রে আর হার্দিকের মতপার্থক্যও প্রকাশ্যে। অধিনায়কের মতে, জিততে হলে যেসব ক্যাচ পড়েছে, তা ধরতে হবে। যদিও মামব্রের মতে, ক্যাচ ফসকানো খেলার অঙ্গ। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ পড়লেও ম্যাচে তার খুব বেশি প্রভাব পড়েনি।

## শুভেচ্ছা

### জন্মদিন

☺ **স্নেহের প্রতীক (রসগোল্লা) :-** আজ ২২শে মে তোমার শুভ জন্মদিন। হাসিখুশিতে তেরোটি বছর করলে তুমি পার, এভাবেই কাটুক ঈশ্বরের আশীর্বাদে আগামী দিনগুলো। ভালো ও সুস্থ থেকো। বিদ্যা বুদ্ধিতে ভরে উঠুক তোমার আগামী দিনগুলো। আদর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ- **দাদু (সুবোধ রায়), দিদা (পপি), ঠাম্মি (গীতা) ও বাবা (প্রকাশ), মা (তানিয়া), মামা, মামি, জেঠু, জেঠি, পিসা, পিসি। জটেশ্বর, ময়নাগুড়ি।**

## ৪ উইকেট প্রিয়াংশুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মে :** উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের স্নাতকোত্তর স্তরের ক্রীড়ায় পুরুষদের আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল ম্যাথমেটিক্স, ইতিহাস, ইংরেজি ও কেমিস্ট্রি।

প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাথমেটিক্স ৮ উইকেটে লাইব্রেরি সায়েন্সকে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে লাইব্রেরি সায়েন্স ৭ উইকেটে ২৮ রান তোলে। অনুপম সরকার ৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সিদ্ধার্থ ছেত্রীও (১০/২)। জবাবে ম্যাথমেটিক্স ৩.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৩০ রান তুলে নেয়। অভিনব চৌধুরী ১৩ রান করেন।

দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ইতিহাস ৯ উইকেটে টি সায়েন্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে টি সায়েন্স ৮ ওভারে ৭ উইকেটে ৩৭ রান তোলে। অপন রায় ১১ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন দীপঙ্কর বর্মনও (৬/২)। জবাবে ইতিহাস ৪.১ ওভারে ১ উইকেটে ৩৮ রান তুলে নেয়। দীপঙ্কর ১৮ ও রমজান আনসারি ১৫ রান করেন।

তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ইংরেজি ৮ উইকেটে ফিলোজফিকে হারিয়েছে। প্রথমে ফিলোজফি ৮ উইকেটে ৩৮ রান তোলে। সনাতন দাস ১২ রান করেন। দেব দাস ৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সৌরভ রায়ও (১৬/২)। জবাবে ইংরেজি ২ উইকেটে ৩৯ রান তুলে নেয়। শাশ্বত গোপ ১৮ রান করেন। সুশান্ত বিশ্বাস ১২ রানে নেন ২ উইকেট। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে কেমিস্ট্রি ৩৭ রানে কম্পিউটার সায়েন্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে কেমিস্ট্রি ৪ উইকেটে ৮১ রান তোলে। প্রিয়াংশু সিং ৪০ রান করেন। জবাবে কম্পিউটার সায়েন্স ৭.৫ ওভারে ৪৪ রানে গুটিয়ে যায়। প্রিয়াংশু ১৭ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন গোপী সাহাও (১৩/৩)।

*পদক জিতে নিতিকা গুরুং (মাঝে)।*

## ব্রোঞ্জ নিতিকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মে :** অন্ধ্রপ্রদেশের আলামপুরমে অনুষ্ঠিত জাতীয় পাওয়ার লিফটিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতল শিলিগুড়ির নিতিকা গুরুং। প্রতিযোগিতায় সে মেয়েদের সাব-জুনিয়ারে ৬৩ কেজি ওজন বিভাগে নেমে ডেড লিফটে তৃতীয় ও ওভারঅলে চতুর্থ হয়েছে। নিতিকার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁর কোচ রাজ সরকার। নিতিকা গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে রাজের কাছে সোয়েট ফিক্স জিমে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

*ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফিরিয়ে লড়াইয়ের ডাক ইউসেফ এজেজ্জারির।- ডি মণ্ডল*

# ইস্টবেঙ্গলেই সেরাটা দিলাম ইউসেফ

*খেলা শেষের পথে গড়ানোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে উচ্ছ্বাস ও প্রার্থনা। কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।*

**সায়ন ঘোষ**

**কলকাতা, ২১ মে :** ২২ বছরের অপেক্ষার অবসান। রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা।

সব দুঃখকষ্ট যেন এক লহমায় ভুলে গেল লাল-হলুদ জনতা। সমর্থকদের ভালোবাসার অত্যাচারে বন্দি ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। এমন দৃশ্য নিজের ফুটবল কেরিয়ারে দেখেননি ইউসেফ এজেজ্জারি-মহম্মদ বসিম রশিদরা। সর্বাধিক গোলস্কোরার ইউসেফকে কাঁধে তুলে নিলেন সমর্থকরা। গলায় মালা পরালেন এক অতি উৎসাহী সমর্থক। এমন দৃশ্য সাতের দশকে নিয়মিত দেখা যেত।

> **২২ বছরের খরা কাটিয়ে ক্লাব খেতাব জিতেছে। এক অবিশ্বাস্য মুহূর্ত। ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।**
>
> **-ইউসেফ এজেজ্জারি**
>
> **মাঠের পরিবেশটা অসাধারণ। সবটাই হয়েছে সমর্থকদের জন্য। ওদের জন্যই খেতাব জিতেছি আমরা।**
>
> **-মহম্মদ বসিম রশিদ**

প্রথম মরশুমেই ভারতসেরার তকমা। সেইসঙ্গে সর্বাধিক গোলস্কোরারের সম্মান। স্বভাবতই উচ্ছ্বাসে ভাসছেন মরক্কান গোলমেশিন ইউসেফ। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে তিনি বলেছেন, '২২ বছরের খরা কাটিয়ে ক্লাব খেতাব জিতেছে। এক অবিশ্বাস্য মুহূর্ত। ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা সত্যি অসাধারণ। ওদেরকে নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। ভারতের ফুটবল সমর্থকদের মধ্যে সেরা।'

মরশুমের শুরু থেকেই একজন যোগ্য নম্বর নাইনের অভাবে ভুগছিল। দিমিত্রিয়োস দিয়ামান্তাকোস, হামিদ আহদাদ থেকে হিরোশি ইবুসুকি- কেউই ক্লাবের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। আইএসএলের শুরুতেই আগমন ইউসেফের। প্রথম ম্যাচেই জোড়া গোল করে সমর্থকদের ভরসার পাত্র হয়ে ওঠেন। বৃহস্পতিবারও যখন দল পিছিয়ে, পরিত্রাতার ভূমিকায় মরক্কান গোলমেশিন। নিয়মিত গোল করার রহস্য কী? ইউসেফের কথায়, 'কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম। সবাই আমার ওপর ভরসা রেখেছিল। এটাই সম্ভবত আমার কেরিয়ারের সেরা পারফরমেন্স।' নিজের গোল্ডেন বুটটা পরিবারকে উৎসর্গ করছেন ইউসেফ।

ম্যাচে জয়সূচক গোলটি করেছিলেন রশিদ। গ্যালারির পরিবেশ দেখে অভিভূত তিনি। এই নিয়ে রশিদ বলেছেন, 'মাঠের পরিবেশটা অসাধারণ। সবটাই হয়েছে সমর্থকদের জন্য। ওদের জন্যই খেতাব জিতেছি আমরা।'

আপাতত ভারতসেরার তকমা নিয়ে আবেগে ভাসছেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা।

## ভিলেন থেকে মসীহা

*প্রথমবার ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করানোর পর কোচ অস্কার ব্রুজোঁর পা ছুঁতে কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এক লাল-হলুদ সমর্থক। ছবি : ডি মণ্ডল*

# ঘটালেন সমর্থকরা

**সায়ন ঘোষ**

**কলকাতা, ২১ মে :** রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই কেঁপে উঠল কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন। ফেন্সিং টপকে মাঠে ইস্টবেঙ্গল জনতা। লাল-হলুদ আবিরে ঢেকে গিয়েছে আকাশ।

কেউ আনন্দে কাঁদছেন। কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। কেউ বা প্রিয় নায়কদের একবার ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করছেন। স্টেডিয়ামের ভিআইপি বক্সে ট্রফি হাতে দাঁড়াতেই কেঁপে উঠল মাঠ। মাঠে ট্রফি দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সমর্থকদের ভিড়ের জন্য ভিআইপি বক্সে ট্রফি দেওয়া হয়।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে আবেগে ভাসছেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। তিনি বলেছেন, 'আমরা শেষপর্যন্ত খেতাব জিততে পেরেছি। এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত।' ইমামি কর্তা বিভাস আগরওয়াল বলে গেলেন, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য খেলোয়াড়দের বোনাস দেওয়া হবে।'

এদিন বিকেল থেকেই স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় জমানো শুরু করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। অধিকাংশই নতুন প্রজন্মের। যারা বাবা-জ্যাঠাদের মুখে ইস্টবেঙ্গলের জাতীয় লিগ জয়ের গল্প শুনে এসেছে। কিন্তু নিজেরা চোখে দেখেনি। তাদের উৎসাহটা ছিল বেশি। আসলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সমর্থকদের ট্রোলিংয়ের শিকার হতে হতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল নতুন প্রজন্মের ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের। এদিন তাদের কাছে সবকিছু বঞ্চনার জবাব দেওয়ার দিন। প্রাণভরে আনন্দ করার দিন।

বয়স্ক সমর্থকরা আবার নস্টালজিক হয়ে পড়ছিলেন। লাইনে দাঁড়িয়ে ঘুরেফিরে অ্যালভিটো ডি কুনহাদের কথাই তাদের মুখে শোনা গেল। প্রয়াত সুভাষ ভৌমিকের দলের সঙ্গে ব্রুজোঁর দলের তুলনা। কারও মুখে উঠে এল কৃশানু দে-বিকাশ পাঁজির গল্প। মুখে একটাই কথা, '২২ বছর অপেক্ষা করেছি। আজ আমাদের স্বপ্নপূরণের দিন।'

টিকিটের চড়া দাম। কিন্তু সমর্থকদের উৎসাহে কমতি ছিল না। স্টেডিয়ামের বাইরে টিকিটের হাহাকার। অনেকেই টিকিট না পেলেও স্টেডিয়ামের বাইরে বসে মুঠোফোনে খেলা দেখার কথা জানালেন। কেউ বা আবার স্টেডিয়ামের আশপাশের বাড়ির ছাদে উঠে ম্যাচ দেখলেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখার ব্যবস্থা ছিল। সেখানেও ছিল সমর্থকের ঢল।

মাঠে খেললেন মিগুয়েল ফিগুয়েরারা। আর গ্যালারি থেকে হাজার আষ্টেক দর্শক তাদের সমর্থনে গলা ফাটালেন। যখনই ইস্টবেঙ্গল আক্রমণে উঠল, তখনই গ্যালারির শব্দব্রহ্মে কেঁপে ওঠে স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকা। ম্যাচটা টেকনিকালি ইন্টার কাশীর হোম ম্যাচ। কিন্তু আদপে ইস্টবেঙ্গলের হোম ম্যাচ। কিশোর ভারতী সংলগ্ন এলাকার পুরোটাই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকে ভরা। এমন একটা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পালটা লড়াই ইন্টার কাশীর। ম্যাচে ১৫ মিনিটেই আলফ্রেড প্লানাসের গোল। সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের মতো নীরবতা নেমে এল ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে। এরপরেই চোখা চোখা বিশেষণে বিদ্ধ মিগুয়েলরা।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে পট পরিবর্তন। ইউসেফ এজেজ্জারির গোল যেন প্রাণ এনে দেয় লাল-হলুদ জনতার মনে। আবেগের বিস্ফোরণ ঘটে। গ্যালারিতে তখন উড়ছে লাল-হলুদ আবির। সেই আবেগ দ্বিগুণ হল মহম্মদ বসিম রশিদের গোলে। বাঁধনভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। এমন একটা মায়াবী রাতেরই অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা।

## বিরাটের টেস্টে ফেরা নিয়ে নয়া বিতর্ক

*- খবর এগারোর পাতায়*

# ছন্নছাড়া ফুটবল, কষ্টার্জিত জয় বাগানের

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২ (মনবীর, ম্যাকলেরেন)**
**এসসি দিল্লি-১ (স্যাভিও)**

**সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২১ মে :** খেতাব জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ। তারপরও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রত্যাশার ফানুস উড়িয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারি ভরালেন প্রায় ২৬ হাজার সবুজ-মেরুন সমর্থক। কিন্তু দিনের শেষে তাঁরা হতাশা ছাড়া আর কী নিয়ে ফিরলেন? দুর্বল স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ২-১ গোলে কষ্টার্জিত জয়ের পর এছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়।

দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্স, রবসন রোবিনহোরা কার্যত অচল। আপুইয়া না থাকলে অচল মাঝমাঠও। আলবার্তো রডরিগেজের অনুপস্থিতিতে রক্ষণে একা কুম্ভ হয়ে লড়ে গেলেন টম অ্যালড্রেড। সের্জিও লোবেরার বিকল্প কোনও পরিকল্পনা নেই। এরপরও কি ট্রফি জয়ের আশা করা যায়? না, এই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট খেতাব জয়ের যোগ্যও ছিল না।

একের পর এক সহজ ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে কাজটা আগেই কঠিন করে ফেলেছিলেন লিস্টন কোলাসো, সাহাল আবদুল সামাদরা। তারপরও এদিন যা সুযোগ তৈরি হল তাতে ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে গোল পার্থক্যে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। তাও হেলায় হাতছাড়া করল সবুজ-মেরুন। দেখে বেশ বোঝা গেল, দলের মধ্যে মোটিভেশনের অভাব, লড়াইয়ের ন্যূনতম ইচ্ছেশক্তিটুকুও নেই। ফুটবলারদের অনেকেরই দলের প্রতি দায়বদ্ধতা নেই বললেই চলে।

*শুরুর দিকে বলের দখল রাখতে হিমশিম খেয়েছেন জেসন কামিন্স।*

৫ মিনিটে দিল্লির মহম্মদ আইমেনের ফ্রি কিক ক্রসবারে প্রতিহত হয়। প্রথম মিনিট দশেক ছন্নছাড়া মোহনবাগানের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল, ন্যূনতম ব্যবধানে জেতার ইচ্ছাটুকুও নেই পেত্রাতোসদের। ম্যাচের বয়স তখন ১৪ মিনিট। 'জয় মোহনবাগান' শব্দব্রহ্মে কেঁপে উঠল যুবভারতীর গ্যালারি। না মোহনবাগান গোল করেনি। কিশোর ভারতীতে তখন ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ১ গোলে এগিয়ে গিয়েছে ইন্টার কাশী। অর্থাৎ অ্যাডভান্টেজ মোহনবাগান।

এরপরই সবুজ-মেরুনের পালে হাওয়া লাগল। প্রথমার্ধের বাকি সময়টায় বাগানের পক্ষে সুযোগ তৈরি হল মুহুর্মুহু। কিন্তু হলে কী হবে, জেমি ম্যাকলারেন, কামিন্সরা পাল্লা দিয়ে সুযোগ নষ্টও করলেন। তা না হলে প্রথম ৪৫ মিনিটেই কমপক্ষে ৫ গোলে এগিয়ে যেতে পারত লোবেরার দল। সেক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গলের জয়ের পরও চ্যাম্পিয়ন হতে পারত সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ম্যাচের ১৫ মিনিটে মেহতাব সিংয়ের শট রুখে দেন দিল্লি গোলকিপার নোরা ফার্নান্ডেজ। ২২ মিনিটে মেহতাবেরই আরও একটা প্রয়াস প্রতিহত করেন তিনি। ৩১ মিনিটে দিমি ফাঁকায় বল পেয়েও শট নেওয়ার জায়গায় পৌঁছাতে পারলেন না। ৪১ মিনিটে শুভাশিস বসুর সেন্টার ৬ গজ বক্সে পান মনবীর সিং। তাঁর দুর্বল শট রুখতে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি দিল্লি কিপারকে। মিনিট খানেকের মধ্যে শুভাশিসের ভাসানো বলে কামিন্সের হেড আরও একবার রুখে দেন তিনি। ফিরতি বল সেই কামিন্সই বাউন্ডুলে ছেলের মতো ক্রসবারের অনেকটা ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেন। ঠিক যেমনটা করেছিলেন এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে। প্রথমার্ধের শেষ বেলায় কামিন্স সামনে গোলরক্ষককে একা পেয়েও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেও দিল্লি রক্ষণকে একইভাবে চাপে রেখে গেলেন ম্যাকলারেন, কোলাসোরা। কিন্তু গোল করতে পারলেন কই। ৬৩ মিনিটে ম্যাচের গতির বিপরীতে গিয়ে গোল করে দিল্লি। আশুতোষ মেহতার থ্রো, আবদুল হালিক হুদুর সেন্টার কার্যত অরক্ষিত অবস্থায় হেড দিয়ে বল জালে পাঠান ক্লারেন্স স্যাভিও ফার্নান্ডেজ। ৭১ মিনিটে আরও একবার সবুজ-মেরুনের অনিবার্য পতন রোধ করেন বিশাল কেইথ। ক্লারেন্সের হেড রুখে দেন তিনি। ৮৯ মিনিটে কোনওক্রমে গোল শোধ করেন মোহনবাগানের মনবীর। হেডে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। ম্যাচের সংযুক্তি সময় জয়সূচক গোলটি করেন ম্যাকলারেন।

এই জয়ের পর ২৬ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে থেকে আইএসএলে দৌড় শেষ করল সবুজ-মেরুন। একই পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল।

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : বিশাল, মেহতাব, অ্যালড্রেড (রবসন), শুভাশিস, মনবীর, সাহাল (টাংরি), অনিরুদ্ধ, লিস্টন, পেত্রাতোস (অভিষেক), ম্যাকলারেন ও কামিন্স।**

### খেতাব জয়ের স্বপ্নভঙ্গ

# কামিন্সদের ঘিরে বিক্ষোভ

*জেসন কামিন্সদের গাড়ি আটকালেন মোহনবাগান সমর্থকরা।*

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে :** বৃহস্পতিবার ম্যাচ শেষে একই গাড়িতে তখন মাঠ ছাড়ছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের চার বিদেশি- দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলারেন ও টম অ্যালড্রেড। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনেই উত্তেজিত একদল সবুজ-মেরুন সমর্থক তাঁদের গাড়ি ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সেইসঙ্গে 'গো ব্যাক অজিস' ধ্বনি। এরইমধ্যে গাড়ি থেকে নেমে এক সমর্থককে ধাক্কা দেন অ্যালড্রেড। পরে আক্ষেপের সুরেই বাগানের স্কটিশ ডিফেন্ডার বলছিলেন, 'আমি ক্লাবকে কি কিছুই দিইনি? হ্যাঁ এবার আমরা ট্রফিটা জিততে পারিনি ঠিকই, কিন্তু ম্যাচটা জিতেছি। তারপরও সমর্থকদের ওই ব্যবহার আমাকে আহত করেছে। তাই মাথা ঠান্ডা রাখতে পারিনি।'

# চেন্নাইকে ছিটকে দিলেন সুদর্শনরা

**গুজরাট টাইটান্স-২২৯/৪ চেন্নাই সুপার কিংস-১৪০ (১৩.৪ ওভারে)**

**আহমেদাবাদ, ২১ মে :** চেন্নাই সুপার কিংসের খেলা দেখেই বড় হয়েছেন বি সাই সুদর্শন। কিন্তু এবারের আইপিএলে গুজরাট টাইটান্স বনাম সিএসকে-র প্রথম সাক্ষাৎকারে চেন্নাইয়ের ছেলে সুদর্শনের কাছেই হেরেছিল ইয়েলো আর্মি। বৃহস্পতিবার ফিরতি লড়াইয়ে আরও একবার দর্শনীয় ইনিংসে সিএসকে-র ছুটি করে দিলেন সুদর্শন (৫৩ বলে ৮৪)।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামার পর অধিনায়ক শুভমান গিলকে (৩৭ বলে ৬৪) নিয়ে তিনি রেকর্ড গড়লেন। এদিন দশম শতরানের পার্টনারশিপ গড়ে টি২০-তে ক্রিস গেইল-বিরাট কোহলি, বাবর আজম-মহম্মদ রিজওয়ান, বিরাট-এবি ডিভিলিয়ার্সদের পাশে বসে পড়লেন সুদর্শনরা। তাঁদের গড়া মঞ্চে গুজরাট পৌঁছে যায় ২২৯/৪ স্কোরে। এরপর প্রথম তিন ওভারের মধ্যেই ৩ উইকেট তুলে নিয়ে মহম্মদ সিরাজ (২৬/৩) চেন্নাইয়ের বিদায় নিশ্চিত করে দেন। হলুদ আর্মি ধ্বংসে তাঁর সঙ্গে হাত লাগান রশিদ খান (১৮/৩) ও কাগিসো রাবাদা (৩২/৩)। যার সামনে শিবম দুবে (১৭ বলে ৪৭) ছাড়া কেউই প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। চেন্নাই ১৩.৪ ওভারে ১৪০ রানে অল আউট হয়।

চলতি আইপিএলে গুজরাটের হয়ে রান করার প্রধান দায়িত্বটা শুভমান-সুদর্শনই নিয়েছেন। এদিনও সেই অভ্যাস বজায় রাখলেন তাঁরা। শুভমান-সুদর্শনের ১২৫ রানের ওপেনিং জুটি গুজরাটের বড় স্কোরের মঞ্চ গড়ে দেয়। টাইমিং নির্ভর ক্রিকেটেই বরাবর মন দেন শুভমান ও সুদর্শন। এভাবেই চলতি আইপিএলে সুদর্শন (৬৩৮ রান) ও শুভমান (৬১৬ রান) এখন কমলা টুপির দৌড়ে প্রথম দুইয়ে রয়েছেন। ২৩ বলে শুভমান অর্ধশতরানে পৌঁছানোর পর ৩৫ বলে পঞ্চাশের গণ্ডি টপকান সুদর্শন। জস বাটলার ২৭ বলে ৫৭ রান করে অপরাজিত থেকে যান। শুভমানদের রান উৎসবের মাঝে চেন্নাইয়ের চিন্তা বাড়িয়েছিলেন সঞ্জু স্যামসন। দ্বিতীয় ওভারে স্পেনসার জনসনের বল ধরতে গিয়ে আঙুলে চোট পান তিনি। যার ফলে বাকি সময়টা কিপিং করেন উর্ভিল প্যাটেল। তবে ওপেনিংয়ে নামতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। যদিও সঞ্জুকে (০) প্রথম বলেই ফিরিয়ে সিরাজ চেন্নাইয়ের পতনের শুরু করেন।

*অর্ধশতরানের পর বি সাই সুদর্শন।*

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

কে 20.02.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 8 2 B 24352 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির টিকিটের সাহায্যে জীবনের উন্নতি যে কোনো সময় হতে পারে। যারা জীবনে আর্থিক স্থিতিশীলতা আনতে চান তাঁদের জন্য এটি একটি খুবই সহজ প্রক্রিয়া হবে। আমি ডিয়ার লটারির প্রতি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই একজন কোটিপতি হতে পেরে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সুব্রত কুমার বড়াল -

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

*বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুকে সংবর্ধিত করা হল সারা বাংলা দাবা সংস্থা ও দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার তরফে।*

## শুরু অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য দাবা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মে :** সারা বাংলা দাবা সংস্থার অধীনে দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার পরিচালনায় বৃহস্পতিবার শুরু হল অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য দাবা। প্রথমদিন দুই রাউন্ডের খেলা হয়েছে। প্রতিযোগিতাটি চলবে রবিবার পর্যন্ত। কাওয়াখালির উত্তরা ব্যাঙ্কোয়েট হলে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু। পরে তিনি বলেছেন, 'ছোটবেলা থেকে আমি দাবা খেলতাম। খেলাটা আমার খুব পছন্দের। দাবার যে কোনও প্রয়োজনে আমি আছি।' এদিন সারা বাংলা দাবা সংস্থা ও জেলা দাবা সংস্থার তরফে রথীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জেলা সংস্থার সচিব বাবলু তালুকদার জানিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যাশা ছাপিয়ে তিন শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে। জেলা থেকে অংশগ্রহণকারী দাবাড়ুর সংখ্যা ৮০।

## ডিপিএস শিলিগুড়ির টেনিস শুরু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মে :** দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি আন্তঃ স্কুল জিইউটিএস ইউটিআর টেনিসের উদ্বোধন বৃহস্পতিবার হল। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিদ্যা ভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির চেয়ারপার্সন শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, প্রধান অতিথি ডাঃ বিশাল গোলে, সমাজসেবী দীপঙ্কর অরোরা, ইউটিআরের তরফে আনন্দ ভালোটিয়া, ম্যাক্সওয়েল হসপিটাল ও রিসার্চ সেন্টারের সিওও শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল অনীশা শর্মা, ভাইস প্রিন্সিপাল সুকান্ত ঘোষ, হেডমাস্টার অম্লান সরকার, হেড মিস্ট্রেস মৌমিতা দেবনাথ প্রধান প্রমুখ।

*ডিপিএস শিলিগুড়িতে আন্তঃ স্কুল টেনিসের রঙিন উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার।*